বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

গঠন ও প্রকৃতি

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ



একুশ আমাদের পরিচয়

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম
গঠন ও প্রকৃতি

ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৯২
ডিসেম্বর, ১৯৮৫

বা.এ. ১৮২৩
পাণ্ডুলিপি
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রণ
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রেস
বাড়ী নং ৩৩, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমণ্ডি ঢাকা ৯

প্রচ্ছদ ঃ আবদুর রউফ

মূল্য ঃ ৭৫·০০ টাকা

BANGLA SAMBANDHABACHAK SARBANAM : GATHAN-O-PRAKRITI (Structure & Nature of Relative Pronouns in Bengali) by Dr. Abul Kalam Manjur Morshed. Published by Bangla Acadamy, Dhaka, Bangladesh. 1st Edition 1985,
Price : Tk. 75·00

অমর একুশে বাংলা একাডেমীর নিবেদন ঃ ১৯৮৬

উৎসর্গ

রওশন মোরশেদ

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং সম্বন্ধবাচকতা গঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। বিষয়বস্তু অনুসারে বর্তমান গ্রন্থ দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত ঃ প্রথম পর্যায়ে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের বিভিন্ন দিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে-ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব—সে-সম্পর্কে তত্ত্বীয় দিক নির্দেশিত।

বর্তমান গ্রন্থ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল। গ্রন্থরূপে অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অভিসন্দর্ভের মূল আকৃতি সাধারণভাবে সংরক্ষিত এবং প্রয়োজনানুসারে কোন কোন অংশ পরিবর্জিত হয়েছে। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ভাষাতত্ত্বের দু'টি সঞ্চালন সূত্র ঃ শূন্যীকরণ ও আরোহণ' প্রবন্ধটি শূন্যীকরণ অংশে অন্তর্ভুক্ত করায় অভিসন্দর্ভে অন্তর্ভুক্ত এই অংশটি বর্তমান গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতের সময় সামগ্রিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক আর. ই. এ্যাশারে'র কাছে আমি সবচেয়ে বেশী কৃতজ্ঞ। সার্বিক তত্ত্বাবধান, অনুপ্রেরণা ও সহায়তার ক্ষেত্রে তাঁর অকৃপণ সাহায্য এবং প্রতিটি অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে তাঁর তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি আমাকে বহুলভাবে ঋণী করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও সুচিন্তিত অভিমত সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করেছে।

অধ্যাপক এ্যাশারে'র স্যাবটিকাল লিভের সময় ড, জিম মিলার অল্প সময়ের মধ্যে অভিসন্দর্ভ পড়ে এবং মূল্যবান উপদেশ দিয়ে অভিসন্দর্ভের মান উন্নয়নে সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন সময়ে ড. কিথ ব্রাউনের সঙ্গে বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেও আমি উপকৃত হয়েছি।

আমার স্ত্রীর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণার জন্য বর্তমান গ্রন্থ অত্যন্ত অল্প সময়ে শেষ করা সম্ভবপর হয়েছে। মূল অভিসন্দর্ভ রচনার সময় তাঁর নিরন্তর প্রেরণা যথাসময়ে অভিসন্দর্ভ শেষ করতে সাহায্য করেছিল। সে-সময় তিনি স্বদেশে অবস্থান করে আমাদের শিশু-কন্যা ও সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব হাসিমুখে নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন একাকীত্বের দুঃসহ যাতনা ও সময়ের ক্লান্তিকালীন সমস্ত অস্বস্তি অতিক্রম করে। এই তিন বছরের আত্ম-যন্ত্রণার জন্যে আমি তাঁর কাছে অপরাধী। এই অপরাধ ক্ষালনের জন্যে নয়, বরং সেই দুঃসময়ের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্যে এই গ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি আনন্দিত। গ্রন্থ-রচনার সময় আমাদের মেয়েও প্রতিদিন আমার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্যে নিরন্তর আগ্রহ দেখাত, বিশেষত গ্রন্থের বৃক্ষচিত্র ও উদাহরণ তার মনোযোগ আকর্ষণ করত।

বর্তমান গ্রন্থ অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত হওয়ায় গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিষয়গত ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষত, অনেক ক্ষেত্রে পুনরুক্তি লক্ষ্য করা যাবে। অনেক ক্ষেত্রে, বিষয়ের জটিলতার জন্যে একাধিকস্থানে বিষয়ের পুনরাবৃত্তি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া, গ্রন্থ রচনার সময় বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষার অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেকে পরিভাষা রচনা করতে হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠের আগে এই পরিভাষা দেখে নিলে বিষয় অনুধাবনে সহায়তা করবে। বর্তমান গ্রন্থে 'উপরিউক্ত' বানান ব্যাকরণসম্মত হলেও 'উপরোক্ত' বানান সর্বত্র প্রচলিত বলে শেষোক্ত বানান অনুসরণ করা হয়েছে। 'সংযোগমূলক সর্বনাম' ও 'সম্বন্ধবাচক সর্বনাম' একই অর্থে ব্যবহৃত।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নভেম্বর ১৯৮৫

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

FOREWORD

This book is the outcome of three very productive years spent by Dr Abul K. M. Morshed at the University of Edinburgh. During this time he read very widely in the field of general linguistics, familiarising himself with a wide range of theoretical approaches and displaying a voracious appetite for any book or article that might be relevant to his research. Thus equipped, he was able to make an in-depth study of an important but rather neglected area of Bengali grammar, namely that of relativisation. As his work shows, a full investigation into the structure of relative clauses involves an understanding of almost aspects of the syntax of the language. His doctoral dissertation, on which this book is based, contains many valuable insights and I am pleased that he has decided to publish a Bengali version. I am confident that this will be seen as a major contribution to Bengali linguistics.

September 1983

R. E. Asher
Professor of Linguistics
University of Edinburgh
Scotland, U.K.

গ্রন্থে ব্যবহৃত চিহ্ন

— ঋণাত্মক

+ ধনাত্মক

⊣ বদ্ধ সংযোগস্থল (দুটি রূপমূলের মধ্যে ব্যবহৃত)

[ ] রূপমূলের সীমারেখা নির্দেশক

⪯ কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশক

→ রূপমূল বা বাক্যের পরিবর্তন নির্দেশের ক্ষেত্রে (সংশোধিত নিয়ম বোঝাতে)

⇌ > রূপান্তরমূলক সূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে

± কোন গুণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্দেশের ক্ষেত্রে (সম্ভাবনাগত দিক)

সংকেত

AL : Archivum Linguisticum. Mansell Publishing, London.

FL : Foundations of Language. International Journal of Language and Philosophy. Dordrecht-Holland.

IJAL : International Journal of American Linguistics. The University of Chicago Press, Chicago : Illinois.

IL : Indian Linguistics. Journal of the Linguistic Society of India, Poona.

JL : Journal of Linguistics. The Journal of the Linguistic Association of Great Britain, London.

LA : Linguistic Analysis. Elsevier North Holland, New York.

LI : Linguistic Inquiry. Cambridge, Massachusetts.

Lg : Language. Journal of the Linguistic Society of America, Baltimore.

SL : Studies in Language. John Benjamins B.V., Amsterdam.

SLS : Studies in Linguistic Sciences. Department of Linguistics. University of Illinois.

সূচীপত্র

১
ভূমিকা

১.০ ভূমিকা

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, এই শ্রেণীর সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা আপেক্ষিক সর্বনাম জটিল বাক্যে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে যে-ভাবে সর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া সাধিত হয়, সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। রূপান্তরমূলক সূত্রের প্রয়োগে বাংলায় সর্বনামীয়করণের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষিত। সর্বনামীয়-করণের ক্ষেত্রে যে-সব তত্ত্বীয় দিক ভাষাতত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত, বর্তমান অধ্যায়ে সেগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১.১ তত্ত্বীয় পটভূমি

ভাষাতত্ত্বে সম্বন্ধবাচকতা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি বাক্য নামবাক্যাংশের গুণপ্রকাশক বা বিশেষক রূপে গ্রন্থিত হয়। সাম্প্রতিক-কালে রূপান্তরমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে সম্বন্ধবাচকতা বিশ্লেষণ করেছেন। নীচে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

বর্তমানে সম্বন্ধবাচকতা আলোচনার ক্ষেত্রে ত্রয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্বন্ধ-বাচক বাক্যাংশের অন্তর্ভাগীয় গঠন বিন্যাস লক্ষণীয়। প্রথম ধারার অনু-সারী হচ্ছেন লিস (১৯৬৩), স্মিথ (১৯৬৪), চমস্কি (১৯৬৫), জ্যাকব্স ও রোসেনবাম (১৯৬৮), ল্যানজেনডয়েন (১৯৬৯) ও অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক। তাঁদের মতানুসারে সম্বন্ধবাচকতা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি বাক্য নামবাক্যাংশের মধ্যে গ্রন্থিত হয়। এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ জটিল গঠনের মধ্যে গ্রন্থিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, টমসন (১৯৬৮, ১৯৭১), ড্রুবিগে'র (১৯৬৮) মত ভাষা-তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, সম্বন্ধবাচক সর্বনামের মূলগত গঠনের ক্ষেত্রে

সংযোগসূচক অব্যয়ই হচ্ছে প্রধান উৎপাদক। সম্বন্ধবাচকতার ক্ষেত্রে তৃতীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলেন ল্যাকফ (১৯৬৫), রস (১৯৬৭), বাখ (১৯৬৮), আইসেন (১৯৭২) এবং স্যাটার (১৯৭৩)। এঁরা মনে করেন যে, সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অন্তর্ভাগীয় গঠনে গ্রন্থন ও সংযোগবাচক অব্যয় উভয়ের ভূমিকাই লক্ষণীয়। শেষোক্ত বিশ্লেষণে সীমা-বদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে গ্রন্থন ও অসীমা-বদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে সংযোগ-সূচক অব্যয় উৎপাদক অন্তর্ভাগীয় গঠনে ক্রিয়াশীল। বর্তমান আলোচনায় সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রথম আদর্শটি গৃহীত (অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ (বিশেষতঃ অসীমা-বদ্ধকর বাক্যাংশে) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংযোগ-সূচক অব্যয় উৎপাদক দিকের সম্ভাবনা বাংলায় প্রয়োগযোগ্য কি না তা আলোচনা করা হয়েছে)। তার কারণ, বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অন্তর্ভাগীয় গঠনে সম্পূর্ণ অথবা আংশিক গ্রন্থন-রীতিই সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলা বাক্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, যখন সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সহযোগে দু'টি সরল বাক্য একত্রিত হয়ে একটি জটিল বাক্য গঠন করে, তখন বাক্য গ্রন্থনের ক্ষেত্রে বাক্যের নামবাক্যাংশের মধ্যে গ্রন্থনরীতিই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যখন একটি সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ জটিল বাক্যের মধ্যে স্থাপিত হয়, তখন সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যে গ্রন্থনের দৃষ্টান্ত নির্দেশ করে। একটি বাক্য যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাম-বাক্যাংশের মধ্যে গ্রথিত হয় তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখা যেতে পারে।

(১) ক. [ছেলেটা বই পড়ছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু]
খ. ছেলেটা [ছেলেটা বই পড়ছে] আমার বন্ধু
গ. ছেলেটা [ছেলেটা আমার বন্ধু] বই পড়ছে
ঘ. ছেলেটা, [যে বই পড়ছে], সে আমার বন্ধু
ঙ. ছেলেটা, [যে আমার বন্ধু], সে বই পড়ছে

ওপরের উদাহরণ (১) লক্ষ্য করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের মধ্যে গ্রথিত হতে পারে। (১ঘ) নির্দেশ করে যে, [যে বই পড়ছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু] এই বাক্যের মধ্যে গ্রথিত হয়েছে। অন্যদিকে, বাক্য-গ্রন্থনের

ক্ষেত্রে অন্য সম্ভাবনা দেখান হয়েছে (১ঙ)-তে, যেখানে [যে আমার বন্ধু] গ্রথিত হয়েছে [ছেলেটা বই পড়ছে] এই বাক্যের মধ্যে।

১.২ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের রূপান্তরমূলক ব্যুৎপত্তিগত সূত্র

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মুখ্য বাক্যে গ্রন্হন সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ ছাড়াও সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের রূপান্তরমূলক ব্যুৎপত্তিও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচিত। সাম্প্রতিককালে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রূপান্তরমূলক ব্যুৎপত্তিগত সূত্র বিদ্যমান নীচে তার পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমানে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের তিনটি রূপান্তরমূলক ব্যুৎপত্তিগত সূত্র বর্তমান। এগুলি যথাক্রমে: সদৃশ বস্তু বিশ্লেষণ, উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ ও অন্তর্ভাগীয় গঠন সংযোগসূচক অব্যয় বিশ্লেষণ। নীচে এই তিনটি সূত্র সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

১.২.১ সদৃশ বস্তু বিশ্লেষণ

স্যাটার (১৯৭৩) সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ-গত সুবিধা বিদ্যমান। পদ্ধতি অনুযায়ী দু'টি নামবাক্যাংশ যা প্রধান ও অপ্রধান বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত হয়, তাদের মধ্যে সম-সম্পর্কস্থাপন শর্তের প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রধান বাক্যে যে নামবাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে তার বিদ্যমান সম্পর্ক তা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নীচের ইংরেজী উদাহরণের সাহায্যে প্রথমে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখান যেতে পারে।

(২) ক. That is the girl who borrowed my book

খ. $_{S}[$ That is the girl $_{S}[$ the girl borrowed my book $]_{S}$ $]_{S}$

সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে (২ক) বাক্য (২খ) বাক্য

থেকে ব্যুৎপন্ন। (২খ) নির্দেশ করে যে গ্রথিত বাক্যের নামবাক্যাংশ (দি গার্ল) প্রধান বাক্যের নামবাক্যাংশের (দি গার্ল) মধ্যে সম-সম্পর্কস্থাপন দিক বিদ্যমান। সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ এমন এক শ্রেণীর গঠন যেখানে পুনরাবৃত্ত বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরিবর্তে বর্জিত হয়ে গঠিত হয়েছে। ভার্গনাড (১৯৭৪:৬) সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তৃতীয় পদ বাক্য থেকে বর্জিত হয়। উদাহরণে এখানে পূর্বের বাক্য (২) পুনরাবৃত্ত করা যেতে পারে।

(৩) the girl[১] — who[২] — the girl[৩] — borrowed my book

ওপরের উদাহরণে তৃতীয় পদ (গ্রথিত বাক্যের পুনরাবৃত্ত নামবাক্যাংশ) হচ্ছে দি গার্ল, যা গ্রথিত বাক্যের নামবাক্যোংশ রূপে অন্তর্ভুক্ত, তা সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (wh) জন্য বর্জিত হয়েছে। অন্যদিকে তা মুখ্য বাক্যের নামবাক্যাংশের (দি গার্ল) সঙ্গে সম-সম্পর্কস্থাপন সূত্রে সম্পর্কিত। মুখ্য বাক্যের নামবাক্যাংশ (দি গার্ল) বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত। এই প্রক্রিয়ায়, পুনরুক্ত নামবাক্যাংশ বর্জিত হয়ে সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হয়।

সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের প্রয়োগগত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলায় সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম সহযোগে গঠিত বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম থাকায় এই পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। কেননা, এই পদ্ধতির সাহায্যে সংযোগ বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে বাবহৃত পুনরুক্ত নামবাক্যাংশ বিশ্লেষণ করা সম্ভব, কিন্তু মুখ্য বাক্যে যে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তার বিশ্লেষণ অনুল্লেখিত থেকে যায়। 'দি বয় দ্যাট আই মেট ইজ মাই ব্রাদার' এর মত ইংরেজি বাক্যের সমস্থানীয় বাংলা বাক্যের গঠনরীতি দাঁড়াবে 'দি বয় দ্যাট আই মেট হি ইজ মাই ব্রাদার'। সর্বনামীয় ইংরেজি বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার না থাকলেও বাংলার ক্ষেত্রে তা সাধারণভাবে প্রযোজ্য বলে মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত সে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহারের ফলে এই দিক নির্দেশিত হয় যে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও তার আপেক্ষিক সর্বনাম সে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সদৃশবস্তু

বিশ্লেষণ সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলা বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বা গৌণ বাক্যের একটিতে ব্যবহৃত হয়। বাংলা বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের এই ব্যবহার প্রধানত জটিল বাক্যের গঠনপ্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বাক্যে যখন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্থিত বাক্যে সংরক্ষিত থাকে, তখন সমসম্পর্ক স্থাপন সর্বনাম মুখ্য বাক্যের শূন্য স্থানে ব্যবহৃত হয়। এমনকি, যখন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখনও সম-সম্পর্ক-স্থাপিত সর্বনাম এই বাক্যের শেষ দিকে ব্যবহৃত হয়। বাংলা বাক্যের এই প্রকার গঠনের কারণ হচ্ছে যে, বাক্যে যখন কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তখন তার সঙ্গে সমসম্পর্ক স্থাপিত উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তার ফলে বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম একই সঙ্গে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বাক্যমধ্যে যে-সে, যা-তা, যিনি-তিনি রূপমূলের ব্যবহার সহজেই লক্ষণীয়। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাংলা বাক্যে সমশ্রেণীর রূপমূলগত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; যেমন: যবে-তবে, যখন-তখন, ইত্যাদি। নীচের উদাহরণের সাহায্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামযোগে গঠিত বাক্যে সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ সম্ভবপর নয়, তা দেখান হয়েছে।

(৩) ক. যে-ছেলেটা খেলছে, সে আমার বন্ধু
খ. ছেলেটা, যে খেলছে, সে আমার বন্ধু

(৩ক)-এ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে এবং মুখ্য বাক্যে নামবাক্যাংশের পরিবর্তে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত। অন্যক্ষেত্রে, (৩খ) উদাহরণে দেখা যায় যে, আপেক্ষিক সর্বনামের সঙ্গে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে সংরক্ষিত। উদাহরণ (৪/৫)-এ এই প্রক্রিয়া আরো স্পষ্টরূপে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(৪) ক [ছেলেটা খেলছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু]
খ. [যে-ছেলেটা খেলছে] [সে ছেলেটা আমার বন্ধু]
গ. [যে-ছেলেটা খেলছে] [সে আমার বন্ধু]

(৫) ক. [ছেলেটা খেলছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু]
খ. ছেলেটা, [ছেলেটা খেলছে] আমার বন্ধু
গ. ছেলেটা, [যে খেলছে], সে আমার বন্ধু

ওপরের উদাহরণ লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাংলা বাক্যের আপেক্ষিক সর্বনাম গঠনের জন্য সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত শ্রেণীর বাক্য ছাড়াও বাংলায় অপর এক শ্রেণীর বাক্য আছে যেখানে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না। এই শ্রেণীর বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি সহজেই প্রয়োগ করা যায়। দ্রষ্টব্য ৫।

(৫) ক. [আমার একটা বই আছে] [আম্মু আমাকে একটা বই কিনে দিয়েছে]

খ. আমার একটা বই আছে, যা আম্মু আমাকে কিনে দিয়েছে

উপরোক্ত উদাহরণে (৫) পুনরুক্ত নামবাক্যাংশ (বই) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 'যা' দ্বারা গ্রন্হিত বাক্যে বর্জিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া বাক্যে সদৃশ-বস্তু বিশ্লেষণের প্রতিস্থাপন প্রয়োগ নির্দেশ করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এখানে উল্লেখ করা যায় (৫)-এর মত বাক্য নির্দেশ করে যে বাংলা বাক্যে যখন কোন সম-সম্পর্ক স্থাপন সর্বনাম মুখ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, তখন মুখ্য বাক্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। নীচে আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এক শ্রেণীর বাংলা বাক্যে সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের প্রয়োগ দেখান হয়েছে।

(৬) ক. ভদ্রলোকের একটা বাড়ি ছিল, যা ঝড়ে ভেঙে গেছে

খ. মনজুলার আব্বার একটা আংটি আছে, যা হীরে দিয়ে তৈরী

গ. হাসনাত সাহেব মারা গেছেন, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়াতেন

১.২.২ উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ

স্যাটার (১৯৭৩) সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের মত উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণও প্রথম প্রয়োগ করেন। তাঁর মতে, শেষোক্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উন্নততর। উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়া যেখানে গ্রন্হিত বাক্যে সম্বন্ধ-বাচক বাক্যাংশের উপাদান মুখ্য বাক্যের নিশ্চল প্রতীকের স্থানে ব্যবহৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই বিশ্লেষণ গ্রন্হিত বাক্য থেকে মুখ্য বাক্যে একটি উপাদানের উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ অনুমোদন করে। নীচের

উদাহরণের সাহায্যে উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ দেখান হয়েছে (উদাহরণ সাট্যারের প্রবন্ধ থেকে গৃহীত)।

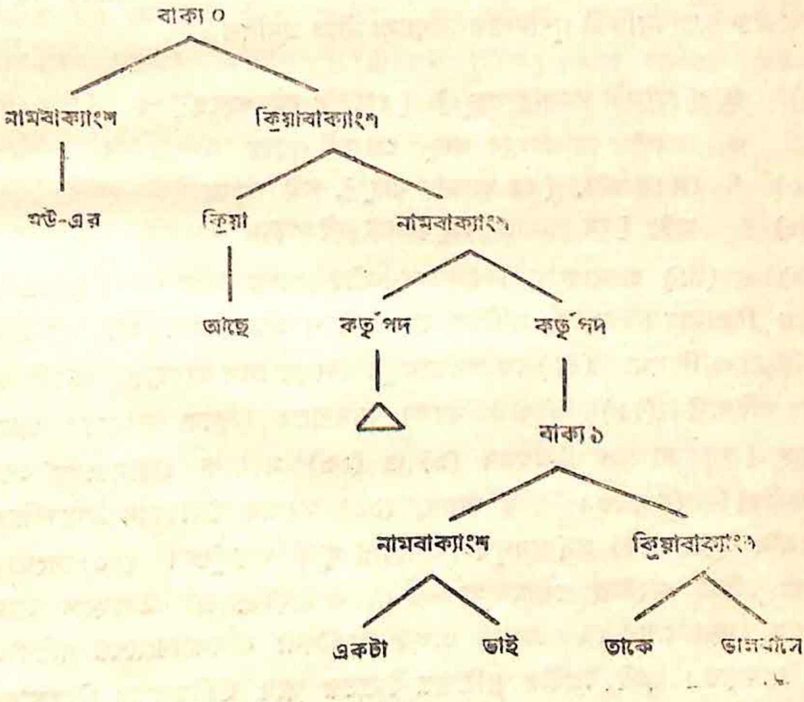
(৭) ক. These are the times that try men's souls

খ. $_{S}$[these are the times $_{S}$[the times try men's souls]

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বসে তা গ্রন্থিত বাক্যের একটি উপাদানরূপে উৎপাদিত। গ্রন্থিত বাক্যের যে উপাদান সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ থেকে বর্জিত হয় তা মুখ্য বাক্যের নামবাক্যাংশরূপে উন্নীত হওয়ার ফলে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যরূপে শূন্যস্থান পূরণ করে। নীচের উদাহরণে গ্রন্থিত বাক্যের সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে ব্যবহৃত নামবাক্যাংশে যেভাবে উন্নীতকরণ হয় তা দেখান হয়েছে।

(৮) ক. মউ-এর একটা ভাই আছে, যে তাকে ভালবাসে

খ.



এক্ষেত্রে অনুমান করা হয়ে থাকে যে (৮ক) বাক্য (৮খ)-তে প্রদর্শিত মূলগত গঠন থেকে ব্যুৎপত্ত হয়েছে। (৮ক)-এ নামবাক্যাংশ একটা ভাই-এর মুখ্য বাক্যে উন্নীতকরণ নির্দেশ করে, যা বৃক্ষচিত্রে প্রদর্শিত শূন্যস্থান (কর্তৃপদরূপে নির্দেশিত) পূরণ করেছে। এই শূন্যস্থান (কর্তৃপদ) আবার নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলাফল হিসাবে বাক্যের (চিত্রের সবচেয়ে ওপরের গ্রন্থি) নিম্নভাগের সম্বন্ধবাচকতা সর্বনামীয়করণ অর্জন, যা চিত্রের নীচে বাক্য ১ রূপে প্রদর্শিত।

উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের সাহায্যে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা সম্ভব। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে তিন ভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব। প্রথমত, যখন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়ত, যদি আপেক্ষিক সর্বনাম গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়; এবং তৃতীয়ত, যদি কোন বিশেষ্য গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহলে এই পদ্ধতির বাংলা বাক্যে প্রয়োগ সম্ভব। উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্যে নীচে প্রদর্শিত।

(৯) ক. [ছেলেটা আমার বন্ধু] [ছেলেটা বই পড়ছে]
খ. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে বই পড়ছে
(১০) * সে ছেলেটা, [যে আমার বন্ধু], বই পড়ছে
(১১) মউ, [যে আমার বন্ধু], সে বই পড়ছে

(৯) ও (১১) সংখ্যক উদাহরণ সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে বাক্যে সমশ্রেণীর গঠন বিদ্যমান। বাক্য দু'টিতে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে জাতিবাচক বিশেষ্য (১৯)-তে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত, অন্যদিকে, তার পরিবর্তে (১১) সংখ্যক বাক্যে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত। অন্যদিকে (১০) সংখ্যক উদাহরণ (৯) ও (১১) সংখ্যক উদাহরণের সঙ্গে বৈপরীত্য নির্দেশ করে। তার কারণ, (১০) সংখ্যক উদাহরণে আপেক্ষিক সর্বনাম মুখ্য বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত। (১০) সংখ্যক বাক্য চলিত বাংলায় গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়াও, এই উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এখানে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য নামবাক্যাংশের পরিবর্তে সে ব্যবহৃত। এই শ্রেণীর প্রতিকল্প উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের

ক্ষেত্রে তেমন সুবিধাজনক নয়। তার কারণ, আপেক্ষিক সর্বনাম সংযোগ-বাচক ও আপেক্ষিক সর্বনামের সূত্রের প্রেক্ষিতে পরিচালনা করা প্রয়োজন—যা পূর্বেই সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। (১০)-এর মত বাক্য দেখে বোঝা যায় এই শ্রেণীর বাক্য উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাছাড়াও, অন্য এক শ্রেণীর বাংলা বাক্য, যেখানে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বসে (যেমন ঃ যে ছেলেটা আমার বন্ধু, সে বই পড়ছে), সেখানে উচ্চতর পদে উন্নীত-করণ বিশ্লেষণ রীতির মাধ্যমে বাক্য বিশ্লেষণ করলে মুখ্য বাক্যের সর্ব-নামপূর্ব বিশেষ্য গৌণ বাক্যে উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ করার ফলে বিপরীত রীতির প্রতিফলন ঘটান হবে। এ-থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, শুধুমাত্র যে-সব বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত সে-সব ক্ষেত্রেই উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ সম্ভব। অবশ্য, অপর একটি বিকল্প পন্হা আছে যার সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। যে-সব বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় সেখানে মুখ্য বাক্যের সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ সম্ভব। এক্ষেত্রে, সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্হিত বাক্যে সংরক্ষণ করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের এই শ্রেণীর স্থান পরিবর্তন বিশেষ ক্রিয়াশীল নয়। তার প্রধান কারণ, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম থাকায় এই পরিবর্তন উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক নয়। বাংলার আপেক্ষিক সর্বনাম প্রক্রিয়া এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগযোগ্য না হলেও, উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এর তুলনা করা যেতে পারে। নীচের উদাহরণে বাংলায় সম্বন্ধ বাচক সর্বনামের ক্ষেত্রে উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের সম্ভাবনা দেখান হয়েছে। উদা-হরণে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্হিত বাক্যে সংরক্ষিত এবং গ্রন্হিত বাক্য থেকে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ না করেই মুখ্য বাক্যে শূন্যস্থান রক্ষণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত।

(১২) ক. [ছেলেটা আমার বন্ধু] [ছেলেটা বই পড়ছে]
খ. [যে-ছেলেটা আমার বন্ধু] [সে ছেলেটা বই পড়ছে]
গ. [যে-ছেলেটা আমার বন্ধু] [সে o বই পড়ছে]

যে-সব বাক্য সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়—এই শ্রেণীর বাক্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেখানে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সম্বন্ধ বাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত) উচ্চতরপদে উন্নীত করণ মুক্ত ভাবে প্রয়োগযোগ্য। মুখ্য বাক্য থেকে গৌণ বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে অন্যভাবেও প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে সর্বনামপূর্ব বিশেষ গ্রন্থিত বাক্যে সংরক্ষিত থাকে। এ ক্ষেত্রে সহজ সূত্র হচ্ছে যে সর্বনাম পূর্ব বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত হবে, তারপর সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্থিত বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলা বাক্য গঠন নির্দেশ করে যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য অথবা গ্রন্থিত বাক্যে রক্ষিত হবে—সর্বনাম পূর্ব বিশেষ্যের এই ব্যবহারগত পরিবেশ অবশ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ওপর নির্ভরশীল। এই বিশ্লেষণ সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য গ্রন্থিত বাক্যে সংরক্ষণের সমস্যার সমাধান করে। নীচে আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের সহজ সূত্রবদ্ধকরণ দেখান হয়েছে।

(১৩) ক. [আমার একজন বন্ধু আছে] [আমার বন্ধু আমাকে ভালবাসে]
খ. [আমার একজন △ আছে] [আমার বন্ধু আমাকে ভালবাসে]
গ. [আমার একজন বন্ধু আছে, যে আমাকে ভালবাসে]

(১৪) ক. [মউ বই পড়ছে] [মউ স্কুলে যাবে]
খ. [△ বই পড়ছে] [মউ স্কুলে যাবে]
গ. মউ বই পড়ছে, যে স্কুলে যাবে

(১৫) ক. [ভদ্রলোক বসে আছেন] [ভদ্রলোক আমার আত্মীয়]
খ. [△ বসে আছেন] [ভদ্রলোক আমার আত্মীয়]
গ. ভদ্রলোক বসে আছেন, যিনি আমার আত্মীয়

ওপরে উদ্ধৃত উদাহরণে উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণের সহজ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। উদ্ধৃত বাক্যগুলি নির্দেশ করে যে সমসম্পর্কস্থাপন সর্বনামগুলিও মুখ্যবাক্যে ব্যবহৃত হয়নি। (১৩, ১৪) ও (১৫) সংখ্যক উদাহরণ কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না, কেননা, বাক্যের কর্তা আর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ভিন্ন। বাক্যের মুখ্য ক্রিয়ার কর্ম সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত। অবশ্য, (১৪) ও (১৫)-র

মত বাক্য দু'টি নিম্নোক্ত গঠন আকৃতি পেলে তা সাধারণভাবে আরো সহজে গৃহীত হবে। যেমন ঃ

(১৪´) মউ [যে স্কুলে যাবে], সে বই পড়ছে
অথবা
যে-মউ স্কুলে যাবে, সে বই পড়ছে

(১৫´) ভদ্রলোক, যিনি আমার আত্মীয়, তিনি বসে আছেন
অথবা
যে ভদ্রলোক আমার আত্মীয়, তিনি বসে আছেন

(১৪´) ও (১৫´)-র মত বাক্য নির্দেশ করে যে বাংলা বাক্যের আপেক্ষিক সর্বনাম গঠনের জন্য উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। (১৩-১৫)তে যে-সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, এই শ্রেণীর পদ্ধতির প্রয়োগ শুধুমাত্র একশ্রেণীর বাক্যে প্রয়োগ করা সম্ভব যেখানে মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না। একই শ্রেণীর বাক্য সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগ সম্ভব, তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

১.২.৩ মূলগত গঠন সংযোগমূলক অব্যয় বিশ্লেষণ

টমসন (১৯৬৮, ১৯৭১), বাখ (১৯৬৮) এবং স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩) সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের তৃতীয় শ্রেণীর একটি রূপান্তরমূলক সূত্রের উল্লেখ করেছেন যা মূলগত গঠন সংযোগমূলক অব্যয় বিশ্লেষণ নামে পরিচিত। এই প্রস্তাব অনুযায়ী বাক্যের অন্তর্ভাগীয় গঠনে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের সংযোগমূলক অব্যয়ের উদ্ভব বিদ্যমান। এই বিশ্লেষণ কমবেশী বিমূর্ত প্রকৃতির এবং যুক্তিবিদ্যার সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নীচের উদাহরণের সাহায্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগগত দিক নির্দেশিত।

(১৬) ক. আমার একজন বোন আছে, যে আমাকে ভালবাসে
খ. সেখানে একটা ক আছে, যেমন তা (ক হচ্ছে একজন বোন) (আমার একটা ক আছে) এবং (ক আমাকে ভালবাসে)

এই সূত্রবদ্ধকরণ অনুযায়ী (১৬ক) (১৬খ) থেকে ব্যুৎপন্ত হয়েছে এবং

(১৬খ) (১৬ক)-এর সংযোগমূলক অব্যয়ের উদ্ভবের সঙ্গে যুক্তিবিদ্যার সূত্র নির্দেশ করে।

মূলগত গঠন সংযোগমূলক অব্যয় বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় অনুসরণ করা হয়নি। এই পদ্ধতির তুলনায় সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ ও উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ অনেক সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব। তাছাড়া, বাংলা সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ সূত্রবদ্ধকরণ, সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ ও মুখ্য বাক্যে (অথবা কোন কোন সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে গ্রন্থিত বাক্যে) সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ সাধারণভাবে নির্দেশ করে থাকে। এদিক বিচার করলে দেখা যায় যে মূলগত গঠন সংযোগসূচক অব্যয় বিশেলষণের তুলনায় স্যাটারের সদৃশবস্তু বিশেলষণ ও উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ সূত্র বাংলা সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের জন্য সহজযোগ্য (যদিও প্রয়োগ সীমাবদ্ধ) পদ্ধতি।

১.২.৪ আপেক্ষিক সর্বনামের গঠন বিশ্লেষণ

ওপরে আলোচিত তিনটি বিশেলষণ প্রক্রিয়া নির্দেশ করে যে তা বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্পূর্ণ বিশেলষণ করতে অপারগ। উল্লেখিত তিনটি পদ্ধতিই সাধারণভাবে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ প্রয়োগরীতি বিদ্যমান। কেননা, পদ্ধতিগুলি শুধুমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সদৃশবস্তু বিশেলষণ ও মুখ্য বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ করতে সক্ষম। কিন্তু বাংলার আপেক্ষিক সর্বনামের গঠন প্রকৃতি বিশেলষণে সক্ষম নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশেলষণের ক্ষেত্রে এমন একটি বিশেলষণ রীতির প্রয়োজন, যা একই সঙ্গে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম বিশেলষণে সক্ষম। এজন্যে এখানে আপেক্ষিক সর্বনামের গঠন বিশেলষণের প্রস্তাব করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের সাত শ্রেণীর গঠন প্রকৃতি হতে পারে। বাক্যের এই গঠন প্রকৃতির ক্ষেত্রে সর্বনামপূর্ব বা সর্বনামউত্তর বিশেষ্য উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকতে পারে। এই শ্রেণীর বাক্যাংশগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

(১৭)ক. সম্বন্ধবাচক—সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য অবস্থিত থাকতে পারে (এই শ্রেণীর বাক্যাংশ নির্দেশক বাক্যাংশ-রূপে চিহ্নিত);

খ. কোন প্রকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ (শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশ);

গ. মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অবস্থান ;

ঘ. মুখ্য বাক্যের পরে ব্যবহৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ;

ঙ. সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত মুখ্য বাক্যের অভ্যন্তরে অবস্থিত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ;

চ. সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের পূর্বে অবস্থিত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য (প্রকৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ-রূপে চিহ্নিত); এবং

ছ. মুখ্য বাক্যে অনুপস্থিত আপেক্ষিক সর্বনাম।

একমাত্র (১৭ছ) ছাড়া প্রতি ক্ষেত্রেই সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ওপরে উল্লেখিত সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি (১৭ছ সহ) অনায়াসেই তাদের সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামীয় গঠন নিয়ন্ত্রণ করতে সম্ভব। ওপরে সাত শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের যে রূপরেখা দেখান হয়েছে, তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত করা যেতে পারে।

(১৮)ক. যে ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল

খ. যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

গ. যে আমার বন্ধু, সে ছেলেটা এসেছিল

ঘ. সে এসেছিল, যে ছেলেটা আমার বন্ধু

ঙ. সে ছেলেটা আমার বন্ধু, যে এসেছিল

চ. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

ছ. আমার একটা বই আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে

ওপরে উদ্‌ধৃত বাক্যগুলি বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের বিস্তৃত গঠন-প্রকৃতি ও সর্বনামীয় বাক্যাংশের জটিলতর দিকগুলি

নির্দেশ করে। উপরোক্ত বাক্যগুলি নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

(১৯)ক. ক, যে খ, সে গ

ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

[সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত প্রকৃত সর্বনামীয় বাক্যাংশ ঃ সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য ব্যবহৃত (নামবাক্যাংশ + বাক্য)]

খ. যে ক, খ. সে গ

যে ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল

[সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় নির্দেশক বাক্যাংশ ঃ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত (যে + নাম বাক্যাংশ)]

গ. যে খ, সে গ

যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

[সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশ]

ঘ. যে খ, সে ক গ

যে আমার বন্ধু, সে ছেলেটা এসেছিল

[মুখ্য বাক্যের অভ্যন্তরে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত]

ঙ. সে গ, { যে ক খ }

{ ক. যে খ }

অ. সে এসেছিল, যে-ছেলেটা আমার বন্ধু

[সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় নির্দেশক বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের পরে ব্যবহৃত]

আ. সে এসেছিল, ছেলেটা, যে আমার বন্ধু

[প্রকৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ঃ মুখ্য বাক্যের পর সর্বনাম ব্যবহৃত]

চ, সে ক গ, যে খ

সে-ছেলেটা আমার বন্ধু, যে এসেছিল

[মুখ্য বাক্যের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত]

ছ. ক গ, যে/যা খ

আমার একটা বই আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে

[সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃতি ঃ মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অব্যবহৃত]

সংকেত ঃ ক = নামবাক্যাংশ

ওপরের উদাহরণগুলি নির্দেশ করে যে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি অনেকটা নামবাক্যাংশ [যে + নাম বাক্যাংশ] [সে + মুখ্য বাক্য] ধরণের। এই শ্রেণীর গঠন-প্রকৃতি থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশে যে সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি ও মুখ্য বাক্যে সে আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া বোঝা যায়। যখন সর্বনামীয় বাক্যাংশে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের পরিবর্তে যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবে আপেক্ষিক সর্বনাম সে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অনুসরণ করে মুখ্য বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনানুসারে আপেক্ষিক সর্বনাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অর্থতত্ত্বের ব্যাখ্যার প্রয়োগ করা যায়। অর্থতত্ত্বের ভাষ্যানুসারে বাংলা সংযোগবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অবশ্যই যে-সে যা-তা গঠনের প্রয়োজন হবে, যার অন্তর্ভুক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য হবে ত্রুটিপূর্ণ। বাংলায় সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম বাক্যে দুটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে যা সাধারণত জটিল বাক্যে সহ-সদস্য রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপেক্ষিক সর্বনামগুলি জটিল বাক্যে ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (ম্যাথিয়ুজ, ১৯৮১ ; ২২১)। এ ছাড়াও, বাংলায় সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অর্থতত্ত্বের ব্যাখ্যার সাহায্যে নির্ণীত করা সম্ভব। তার ফলে জটিল বাক্যের সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক উপাদান সহযোগে গঠিত অঞ্চলের গঠন কোন প্রকারের পুনঃ সংঘটন ছাড়াই উভয় প্রকার রূপমূল অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবে।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ যখন জটিল বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপে-

ক্ষিক সর্বনাম সহযোগে গঠিত হয় তখন তার ব্যাখ্যার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণীর সূত্রের প্রয়োজন। বর্তমান আপেক্ষিক সর্বনাম গঠন সূত্র জটিল বাক্যের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

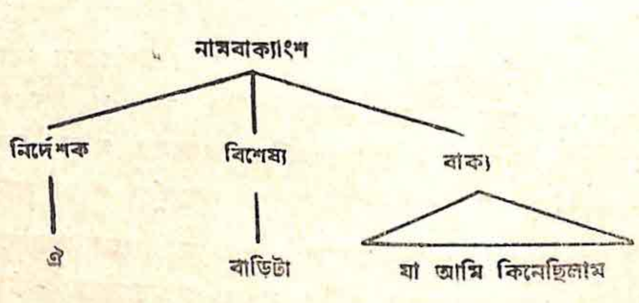
১.২.৫ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠন

পূর্বের আলোচনা থেকে এ-কথা স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ নামবাক্যাংশের মধ্যে বিশেষকরূপে উৎপাদিত হয় এবং আপেক্ষিক সর্বনাম সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অনুসরণ করে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনগত বর্ণনা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করা যায়। সর্বনামীয় বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠন বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলো-চনা করা যায়।

চমস্কি (১৯৬৫) সর্বনামীয় বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠন সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ প্রত্যক্ষভাবে নাম-বাক্যাংশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্লেষণানুসারে বলা যায় যে, নির্দেশক রূপমূল, নামবাক্যাংশ ও সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ হচ্ছে একই নামবাক্যাংশের ভগিনী গ্রন্থি। এই প্রক্রিয়া নীচের বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

(২০) ক. ঐ বাড়িটা, যা আমি কিনেছিলাম ...

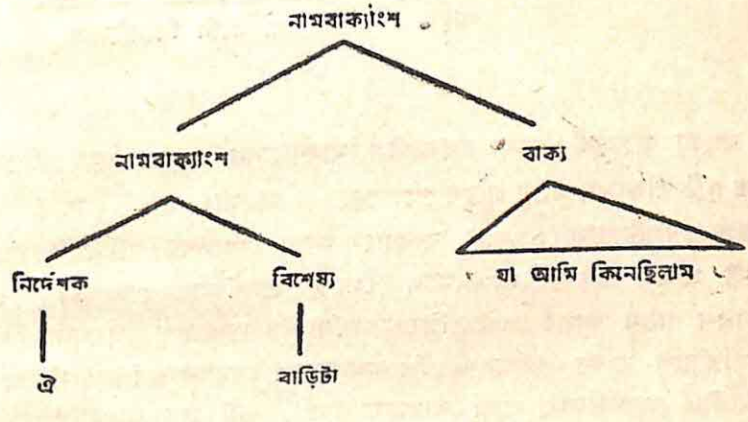
খ.



রস (১৯৬৭), ল্যাকফ ও পিটারে'র (১৯৬৯) সর্বনামীয় বাক্যাংশের সূত্র চমস্কি থেকে ভিন্নতর। তাঁদের মতে সর্বনামীয় বাক্যাংশ হচ্ছে নির্দেশক ও বিশেষ্যের খালা। নির্দেশক নিম্নভাগের নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর সর্বনামীয় বাক্যাংশ উপরিভাগের নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সূত্রানুযায়ী, সর্বনামীয় বাক্যাংশ হচ্ছে নির্দেশক ও বিশেষ্যের খালা। নীচের বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে এই সূত্র নির্দেশিত।

(২১) ক. ঐ বাড়িটা, যা আমি কিনেছিলাম

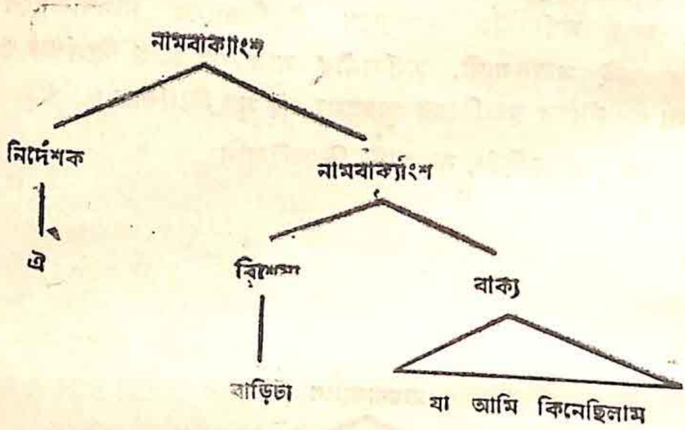
খ.



সর্বনামীয় বাক্যাংশের তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্টকওয়েল, স্যাটার ও ও পার্‌টি (১৯৭৩)। এই মতানুসারে, বিশেষ্য ও সর্বনামীয় বাক্যাংশ একই গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যক্ষেত্রে নির্দেশক উপরিভাগের নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে ভাই-বোনের। অন্যদিকে, উভয়েই নির্দেশকের বোনঝি। নীচের বৃক্ষচিত্র লক্ষণীয়।

(২২) ক. ঐ বাড়িটা, যা আমি কিনেছিলাম

খ.



বাংলা সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃত গঠন নির্দেশের ক্ষেত্রে দুটি বাক্যাংশ গঠন সূত্রের প্রয়োজন। এর মধ্যে একটি রস (১৯৬৭), ল্যাকফ ও পিটারে'র (১৯৬৯) বাক্যাংশ গঠন প্রকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রদর্শনের প্রয়োজন। প্রথম বাক্যাংশ গঠন সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনামীয় বাক্যাংশ নামবাক্যাংশ → নামবাক্যাংশ বাক্য এভাবে নির্দেশ করা যায়, যেখানে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। এই সূত্র নিম্নলিখিত ভাবে প্রয়োগ করা যায় ঃ

(২৩) ক. ছেলেটা, যে বই পড়ছে, সে আমার বন্ধু.

খ. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনসূত্র ঃ

ক—[নামবাক্যাংশ— [খ—নামবাক্যাংশ গ]] নামবাক্যাংশ ঘ
নাবা বাক্য বাক্য নাবা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ → বাধ্যতামূলক

১ ২ যে+৩ ০ ৫ সে+৬

শর্ত ঃ ২=৪

গ. — ছেলেটা বই পড়ছে ছেলেটা — আমার বন্ধু

ক [নাবা— খ — নাবা গ]] ঘ

নাবা বাক্য নাবা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

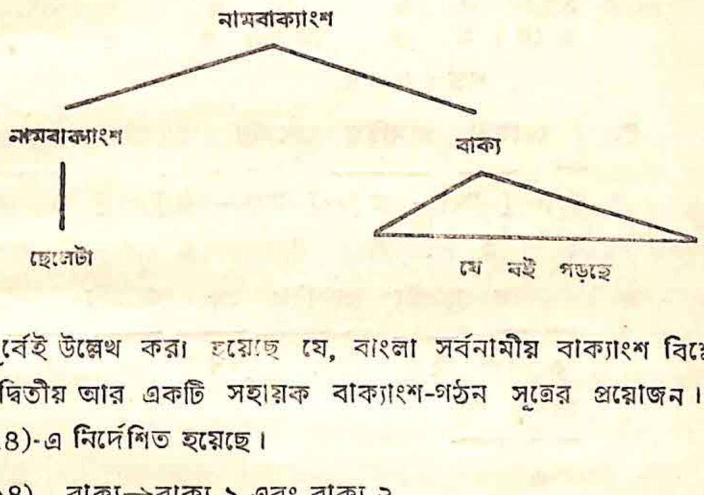
ছেলেটা যে বই পড়ছে ০ . সে আমার বন্ধু

ঘ. —, ———, — ———, —. ——, — ———

১ ২ যে+ ৩ ৪ ৫ সে+ ৬

(২৩খ) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃত সূত্র হচ্ছে নামবাক্যাংশ→নামবাক্যাংশ বাক্য, যা (২৩ঙ)-তে দেখান হয়েছে।

(২৩) ঙ.



পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় আর একটি সহায়ক বাক্যাংশ-গঠন সূত্রের প্রয়োজন। এই সূত্র (২৪)-এ নির্দেশিত হয়েছে।

(২৪) বাক্য→বাক্য ১ এবং বাক্য ২

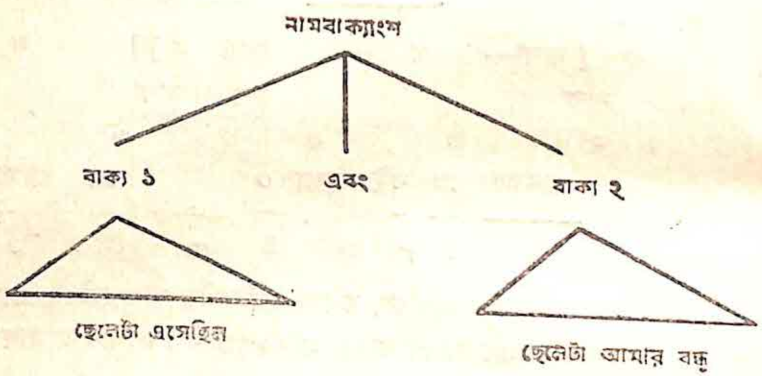
বাক্যের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র নির্দেশ করে যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বা সর্বনামীয় বাক্যাংশ, যা বাক্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয় তার অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করতে সক্ষম। এই প্রয়োগরীতি নীচে দেখান হয়েছে।

(২৫) ক. যে-ছেলেটা এসেছিল, সে আমার বন্ধু

খ. [ছেলেটা এসেছিল] [ছেলেটা আমার বন্ধু]

গ. ছেলেটা এসেছিল এবং সে আমার বন্ধু

ঘ.



ঙ. ক— [নাবা—খ]—[নাবা—গ]] —ঘ

নাবা নাবা নাবা বাক্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬→বাধ্যতামূলক

১ যে + ২ ৩ সে + ০ ৫ ৬

শর্ত : ২ = ৪

চ. ছেলেটা এসেছিল ছেলেটা আমার বন্ধু

ক.— [নাবা— খ]—[নাবা— গ]] ঘ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬→

ছ. যে ছেলেটা এসেছিল সে ছেলেটা

১ যে + ২ ৩ সে + ৪ ০ ৫

আমার বন্ধু

৬

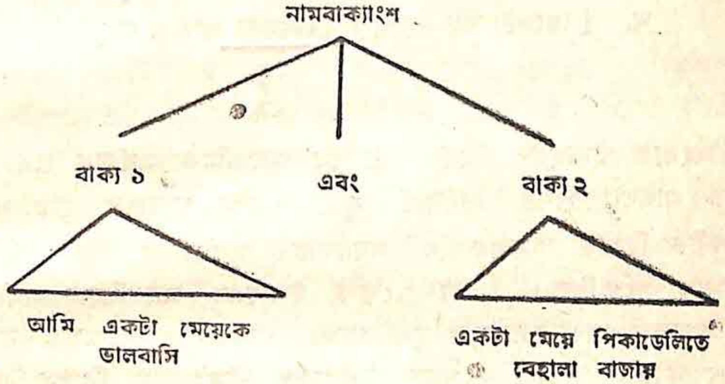
(২৫ঙ) সূত্র যে-সব বাক্যের মুখ্য বাক্যে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম নেই এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ জটিল বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। যেমন :

(২৬) ক. আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি, যে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়

খ. [আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি] [একটা মেয়ে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়]

গ. আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি এবং সে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়

ঘ.



১.২.৬ মুখ্য বাক্য থেকে বিশেষ্যের প্রতিস্থাপন

সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্য থেকে আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে বিশেষ্যের প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে এখানে একটি সাধারণ দিক সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে ইতি-মধ্যেই বলা হয়েছে যে একটি সংযোগ-বাচক সর্বনাম আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে উপস্থাপিত করা হয়। এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে বাংলায় সর্ব-নামীয়করণের সঙ্গে বিশেষ্যের সর্বনামীয়করণ নির্দেশ করে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংযোগ-বাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম সংরক্ষিত থাকে। সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে নাম-বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং হয় আপেক্ষিক সর্বনাম দ্বারা নামবাক্যাংশ প্রতিস্থাপিত হয়, নয় আপেক্ষিক সর্বনাম নামবাক্যাংশের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে নামবাক্যাংশের বিশেষ্যের সর্বনামীয়-করণ নির্দেশ করে। নীচের উদাহরণে এই দিকটি লক্ষণীয়।

(২৭) ক. যে-ছেলেটা বই পড়ছে, সে আমার বন্ধু

খ. [ছেলেটা বই পড়ছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু]
↓
সে

(২৮) ক. ছেলেটা, [যে বই পড়ছে], সে আমার বন্ধু
খ. [ছেলেটা বই পড়ছে] [ছেলেটা আমার বন্ধু]
↓
সে

(২৭) সংখ্যক উদাহরণ নির্দেশ করে যে আপেক্ষিক সর্বনাম (সে) সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের পরিবর্তে মুখ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সমশ্রেণীর দ্বিতীয় নামবাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরে সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংস্থাপিত। (২৮) সংখ্যক উদাহরণ আপেক্ষিক সর্বনামের (সে) সংরক্ষণ এবং তার সঙ্গে মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশ করে। (২৮) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছেলেটা উপরিগতভাবে ব্যবহৃত, কেননা [ছেলেটা সে আমার বন্ধু] এই শ্রেণীর বহির্ভাগীয় গঠন-প্রকৃতি নির্মাণ সম্ভব নয়। (২৭) ও (২৮) সংখ্যক উদাহরণ দুটি সর্বনামীয় বাক্যাংশ অথবা মুখ্য বাক্যে একটি সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের বর্জন এবং সেই সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে সর্বনামের সংরক্ষণ ও মুখ্য বাক্যে সে আপেক্ষিক সর্বনামীয় সংযোজন নির্দেশ করে। উভয় ক্ষেত্রেই সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ ছেলে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যা মুখ্য বাক্যে সংরক্ষণ করা সম্ভব। এই দিক নিম্নলিখিত ভাবে দেখান যায় ঃ

(২৯) ক. বাক্য ১ = নামবাক্যাংশ ১ নামবাক্যাংশ ২ ক্রিয়া
খ. বাক্য ২ = নামবাক্যাংশ ৩ নামবাক্যাংশ ১ ক্রিয়া
গ, নামবাক্যাংশ ২ = যে
ঘ. নামবাক্যাংশ ৩ = সে
ঙ, বাক্য ১ অথবা বাক্য ২ থেকে নামবাক্যাংশ ১ (ছেলে) বর্জন করা প্রয়োজন।

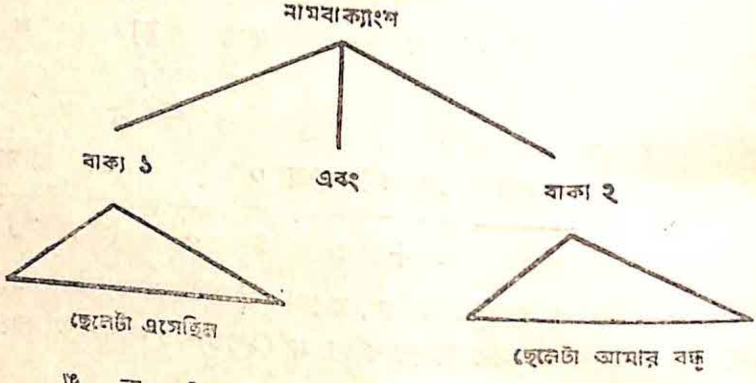
(২৮)-এর মত বাক্য এ-ভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব যে, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বাক্যের প্রথম অংশে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশের

বহির্ভাগীয় উপলব্ধির জন্য তার স্থানে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত। এখানে লক্ষণীয় যে, এ ক্ষেত্রে কমা বিরতি মুখ্য বাক্য থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যকে (ছেলেটা) বিচ্ছিন্ন করেছে।

১.২.৭ গবেষণা পরিকল্পনা

বর্তমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় গঠনের বিশ্লেষণ। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় গঠনের সূত্র লিখনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োগগত দিক এবং সেই সঙ্গে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্প্রতিক রূপান্তর-মূলক ব্যাকরণের সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের তুলনায় ভাষার প্রয়োগীয় গঠন বিশ্লেষণের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ঘ.



ঙ. ক— [নাবা—খ]—[নাবা—গ]] —ঘ
নাবা নাবা নাবা বাক্য
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬→বাধ্যতামূলক
১ যে + ২ ৩ সে + ০ ৫ ৬
শর্ত ঃ ২ = ৪

চ. ছেলেটা এসেছিল ছেলেটা আমার বন্ধু
ক.— [নাবা— খ]—[নাবা— গ]] ঘ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬→

ছ. যে ছেলেটা এসেছিল সে ছেলেটা
১ যে + ২ ৩ সে + ৪ ০ ৫
আমার বন্ধু
৬

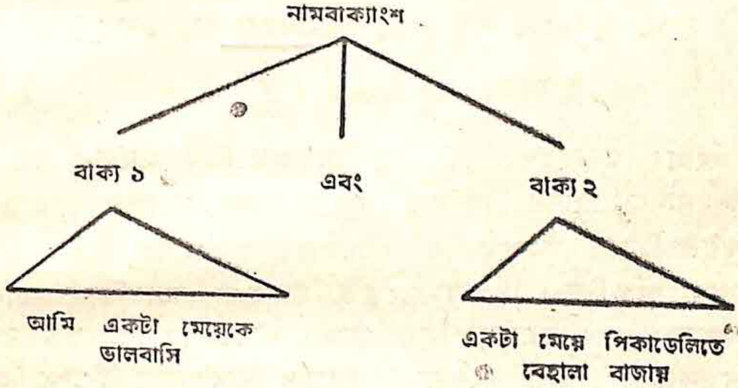
(২৫ঙ) সূত্র যে-সব বাক্যের মুখ্য বাক্যে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম নেই এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ জটিল বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, সে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। যেমন ঃ

(২৬) ক. আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি, যে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়

খ. [আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি] [একটা মেয়ে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়]

গ. আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি এবং সে পিকাডেলিতে বেহালা বাজায়

ঘ.



১.২.৬ মুখ্য বাক্য থেকে বিশেষ্যের প্রতিস্থাপন

সদৃশবস্তু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্য থেকে আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে বিশেষ্যের প্রতিস্থাপন প্রসঙ্গে এখানে একটি সাধারণ দিক সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে ইতি-মধ্যেই বলা হয়েছে যে একটি সংযোগ-বাচক সর্বনাম আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে উপস্থাপিত করা হয়। এই প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে বাংলায় সর্ব-নামীয়করণের সঙ্গে বিশেষ্যের সর্বনামীয়করণ নির্দেশ করে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংযোগ-বাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম সংরক্ষিত থাকে। সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে নাম-বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, এবং হয় আপেক্ষিক সর্বনাম দ্বারা নামবাক্যাংশ প্রতিস্থাপিত হয়, নয় আপেক্ষিক সর্বনাম নামবাক্যাংশের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে নামবাক্যাংশের বিশেষ্যের সর্বনামীয়-করণ নির্দেশ করে। নীচের উদাহরণে এই দিকটি লক্ষণীয়।

(২৭) ক. যে-ছেলেটা বই পড়ছে, সে আমার বন্ধু

২

সম্বন্ধবাচকতা প্রক্রিয়া ও অধিগতকরণ

২.১ সম্বন্ধবাচকতা প্রক্রিয়া

২.১.১ সম্বন্ধবাচকতা

সম্বন্ধবাচকতা হচ্ছে এক শ্রেণীর প্রক্রিয়া যেখানে বাক্য বিশেষক হিসাবে নামবাক্যাংশের মধ্যে গ্রন্থিত হয়। সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভাগীয় গঠনে গ্রন্থিত বাক্যে একটি নাম বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, যা নিজে বিশেষক রূপে ব্যবহৃত হয়, গ্রন্থিত বাক্য একটি আপেক্ষিক নামবাক্যাংশ যা সর্বনামীয় পর্যায়ে উন্নীত হবে তা অন্তর্ভুক্ত করে। সর্বনামীয় পর্যায়ে উন্নীত নামবাক্যাংশ সাধারণ গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে আনীত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে তা একটি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা অপসারিত হয়। সম-শ্রেণীর দ্বিতীয় নামবাক্যাংশ অপর একটি সর্বনাম দ্বারা বর্জিত হয়। বাংলায় সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ আপেক্ষিক সর্বনামরূপে বর্ণনা করা যায়। অন্য ভাবে বলা যায় যে, সাধারণ ভাবে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম স্বতন্ত্র শ্রেণীর সর্বনাম দ্বারা অনুসৃত হয়। সুতরাং, একটি বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়, যেমন যে, যিনি, যা এবং অন্য বাক্যাংশে অনুরূপ আপেক্ষিক সর্বনাম সে, তিনি এবং তা ব্যবহৃত হয়। যে-বাক্যের অভ্যন্তরে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় তা মুখ্য বাক্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন বাক্য মুখ্য বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হয়, তখন গ্রন্থিত বাক্য, যা সর্বনামীয় বাক্যাংশ উৎপাদন করে, সেই বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, অথবা এই বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অন্যক্ষেত্রে, মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য আপেক্ষিক সর্বনামের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে, কিংবা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য কোন আপেক্ষিক সর্বনাম ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে।

২.১.২ বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তি

বাংলায় সাত ধরণের সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হতে পারে। এর মধ্যে পাঁচ রকমের বাক্যাংশ বেশ প্রচলিত। সাত রকমের সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রভেদ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য, সংযোগ-বাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক উপাদান এবং যে-ভাবে জটিল বাক্যে বাক্যাংশ গ্রন্থিত ও মুখ্য বাক্যের অবস্থান ভেদে নির্দেশ করা যায়।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের বন্টনও বিভিন্ন ভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে সংরক্ষিত হতে পারে এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হতে পারে (যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যে সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থিত হয়)। যখন সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে, তখন মুখ্য বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থিত হয় না। যখন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সংযোগ-বাচক সর্বনামের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ-রূপে গৃহীত হয়। তার কারণ, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের মধ্যে একটি বদ্ধ সংযোগস্থলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যখন সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অবস্থান করে, তখন তা সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে কমা বিরতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে।

এছাড়া, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সহ (দ্রষ্টব্য : ১৩,৭ উদাহরণ) ও সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য ছাড়া (দ্রষ্টব্য : ২) সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হতে পারে এবং আপেক্ষিক উপাদান মুখ্য বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সহ (দ্রষ্টব্য : ৩, ৪, ৫, ৬,৭) ও সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য ছাড়া (দ্রষ্টব্য : ১, ২, ৮) সংরক্ষিত থাকতে পারে। যখন কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যে গ্রন্থিত হয় তখন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সাধারণও সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং আপেক্ষিক সর্বনাম মুখ্য বাক্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয় (দ্রষ্টব্য : ৭)।

বাংলায় সর্বনামীয় গঠন সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অথবা অভ্যন্তরে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি এবং মুখ্য বাক্যের পূর্বে আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, যা অনেক ভাষার ক্ষেত্রেই দেখা যায় না (দ্রষ্টব্য ঃ ১—৭)। সাধারণ শ্রেণীর সর্বনামীয়-করণের ক্ষেত্রে যে-সে এবং যা-তা-র অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায় বাক্যের পূর্ণ গ্রন্থনের ক্ষেত্রে, সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের জন্য সমশ্রেণীর বাক্যাংশ বর্জিত হয় এবং নামবাক্যাংশ মুখ্য বাক্যে সংরক্ষিত থাকে (দ্রষ্টব্য ঃ ৬)। অপর এক প্রক্রিয়ায়, নামবাক্যাংশ বর্জিত হয়ে তার পরিবর্তে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংরক্ষিত হয় (দ্রষ্টব্য ঃ ১,৪)। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয় যে, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বা আপেক্ষিক সর্বনামের সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অথবা মুখ্য বাক্যে সংরক্ষিত থাকে। এই প্রক্রিয়া শীর্ষবিশেষ্যহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশের (যেখানে কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য মুখ্য বা সর্বনামীয় বাক্যাংশে অনুপস্থিত থাকে) সপ্তম সংখ্যক উদাহরণের ক্ষেত্রে, যেখানে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম নামবাক্যাংশের সঙ্গে মুখ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যখন কোন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে সংরক্ষিত থাকে, সর্বনামীয় গঠন নামবাক্যাংশ + বাক্য গঠনরীতি নির্দেশ করে এবং যখন কোন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সর্বনামীয় গঠন প্রকৃতি হয় যে + বাক্য, যা সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃত গঠন-রীতি নির্দেশ করে না।

লক্ষণীয়, ওপরের প্রদত্ত বর্ণনায়, যখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বর্জিত হয়ে মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের পরে রক্ষিত হয়, তখন মুখ্য বাক্য নির্দেশক রূপে গৃহীত হয়। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের পরে সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশ করে যে উভয় ক্ষেত্রেই সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশক রূপে চিহ্নিত হয়। ওপরে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তা নীচে উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত করা হয়েছে (যে-র পর—চিহ্ন দিয়ে বদ্ধ সংযোগস্থল বোঝান হয়েছে, যেমন ঃ যে—ছেলেটা)।

(১) যে-ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল
(২)ক. আমার বন্ধু যে, সে এসেছিল
খ. যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল
(৩) যে আমার বন্ধু, সে ছেলেটা এসেছিল
(৪) সে এসেছিল, যে-ছেলেটা আমার বন্ধু
(৫) সে-ছেলেটা আমার বন্ধু, যে এসেছিল
(৬) ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল
(৭) আমার একটা বই আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে

উদধৃত উদাহরণের (১-৭) সাহায্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যের বন্টন এবং সেই সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশের আংশিক ও পূর্ণ গ্রন্হন নির্দেশিত। (১) সংখ্যক উদাহরণে নামবাক্যাংশের আংশিক গ্রন্হন এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশে নামবাক্যাংশের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সংরক্ষণ এবং মুখ্য বাক্য থেকে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের বর্জনগত দিক লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সর্বনামউত্তর বিশেষ্য ছেলেটা সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরে ব্যবহৃত, সেহেতু বদ্ধ সংযোগস্থল সর্বনাম ও সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। যখন সর্বনাম কোন সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের পূর্বে বসে এবং তাদের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থল অবস্থান করে, তখন এই শ্রেণীর গঠন বর্তমান আলোচনায় নির্দেশক রূপে পরিগণিত হবে। যদি সর্বনাম কোন সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পরে বসে এবং কমা বিরতির (যেমন, ছেলেটা-র পর যে ব্যবহৃত হলে উভয়ের মাঝখানে শ্বাসাঘাতজনিত বিরতি থাকলে তা, দেখান হয়েছে। উদাহরণ ঃ ছেলেটা, যে ···) দ্বারা বিভক্ত হলে, এই শ্রেণীর গঠন অ-নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ রূপে পরিগণিত হবে। এই পার্থক্য (অর্থাৎ, সর্বনাম ও সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থলের উপস্থিতি এবং সর্বনাম ও সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের মধ্যে স্বরাঘাতের উপস্থিতি) কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশক না অনির্দেশক বাক্যাংশ, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ-বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে (৩.৪.১) বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। (২) সংখ্যক উদাহরণ (১) সংখ্যক উদাহরণের সমধর্মী, শুধু এখানে কোন সর্বনামপূর্ব বা সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত

হলে তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে পরিগণিত হবে। তার কারণ, এই শ্রেণীর বাক্যে কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ বা মুখ্য বাক্যে অনুপস্থিত থাকে। (৩) সংখ্যক উদাহরণও বাক্যের আংশিক গ্রন্থন নির্দেশ করে। মুখ্য বাক্যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত এবং বদ্ধ সংযোগস্থল আপেক্ষিক সর্বনাম ও সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশক রূপ প্রাপ্ত। আলোচ্য বাক্যে মুখ্য বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত। (৪) সংখ্যক উদাহরণ (১) সংখ্যক বাক্যের বিপরীত গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের পূর্বে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বদ্ধ সংযোগস্থল সমেত ব্যবহৃত হওয়ায় তা নির্দেশক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই বাক্যও নামবাক্যাংশে গ্রন্থনের ক্ষেত্রে আংশিক গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে। (৫) সংখ্যক উদাহরণে দেখা যায় যে মুখ্যবাক্য সর্বনামউত্তর বিশেষ্যসহ গঠিত এবং আপেক্ষিক সর্বনাম সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত। মুখ বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম ও সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের মধ্যে বদ্ধ সংযোগ-স্থল অবস্থান করায় তা নির্দেশক বাক্যাংশে রূপান্তরিত। এই বাক্যেও সর্বনামীয় বাক্যাংশের আংশিক গ্রন্থনরীতি লক্ষণীয়। উদধৃত উদাহরণ-গুলির মধ্যে শুধুমাত্র (৬) সংখ্যক বাক্য মুখ্য বাক্যের সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্ণ গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে। এই বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে এবং আপেক্ষিক সর্বনাম তার পরে মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত। যদিও মুখ্য বাক্যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যে ও আপেক্ষিক সর্বনাম উভয়ই ব্যবহৃত, এই বাক্যে নির্দেশক বাক্যরূপে চিহ্নিত হয়নি, তার কারণ সর্বনামীয় বাক্যাংশ সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য ও আপেক্ষিক সর্বনামের মধ্যে ব্যবহৃত এবং উভয়ের মাঝে কমা বিরতি ব্যবহৃত। যে আমার বন্ধু এই সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্য ছেলেটা এসেছিল-র সঙ্গে পূর্ণ গ্রন্থন নির্দেশ করে। (৭) সংখ্যক বাক্য বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের সম্পূর্ণ ভিন্নতর একটি গঠন-প্রকৃতি নির্দেশ করেছে। এখানে মুখ্য বাক্যে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়নি। শুধুমাত্র সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বাক্যে ব্যবহৃত। অন্যক্ষেত্রে, এই উদাহরণ মুখ্য বাক্যের সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশের আংশিক

গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে এবং এক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশকে অন্যান্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত গৌণ বাক্যাংশরূপে পরিগণিত হবে, যা আগে (৬) সংখ্যক উদাহরণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

ওপরে প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে (৪) ও (৫) সংখ্যক বাক্য বাংলায় ব্যবহৃত প্রচলিত বাক্য-রীতি নির্দেশ করে না। এই শ্রেণীর বাক্য ব্যাকরণ অশুদ্ধ না হলেও, তেমন প্রচলিত নয়। যেহেতু (৪) ও (৫) সংখ্যক বাক্যগুলি সাধারণ্যে তেমন প্রচলিত নয়, সে-জন্য পরবর্তী আলোচনায় এই শ্রেণীর বাক্য আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১) থেকে (৭) সংখ্যক বাক্যগুলির প্রত্যেকটিরই যে-নামবাক্যাংশ অথবা নামবাক্যাংশ—বাক্য এই গঠনরীতি বিদ্যমান। প্রথম পাঁচটি উদাহরণে যে-নামবাক্যাংশ ও শেষোক্ত দুটি উদাহরণে নামবাক্যাংশ-বাক্য এই গঠন প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলিতে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থনরীতি লক্ষ্য করা যায়। যে গৌণ বাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন করে তা সর্ব শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্ণ গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে না। যখন কোন সরল বাক্য অন্য একটি সরল বাক্যের মধ্যে পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রন্থিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রথম সরল বাক্যে দ্বিতীয় সরল বাক্যের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় সরল বাক্য প্রথম সরল বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হতে পারে (এখানে লক্ষ্যণীয় যে 'প্রথম' ও 'দ্বিতীয়' শব্দ বাক্যগ্রন্থনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এর কোন তাত্ত্বিক তাৎপর্য নেই)। 'গ্রন্থন' শব্দটি এখানে এই অর্থে গৃহীত যেখানে একটি বাক্য অন্য বাক্যের উপাদানরূপে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম (ব্রাউন ও মিলার, ১৯৮০ : ১৩৪)। বাক্যগ্রন্থনের ক্ষেত্রে যে বাক্য অন্য বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম তা 'মুখ্য বাক্য' রূপে পরিচিত (অন্যভাবে বলা যায় যে বাক্যের মধ্যে অন্য বাক্য গ্রন্থিত হয়) এবং যে-বাক্য মুখ্য বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হয় (গ্রন্থিত বাক্য) তা 'সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ' রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্তের আলোকে, এখানে বাক্যের গ্রন্থনরীতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সেই সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বন্টনের প্রকৃতি নীচে অন্তর্ভুক্ত।

বাক্য গ্রন্থনের ক্ষেত্রে, সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনপ্রকৃতি দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। কতকগুলি বাক্যে মুখ্য বাক্যের সঙ্গে সর্ব-

নামীয় বাক্যাংশের পূর্ণ-গ্রন্হনরীতি লক্ষণীয় (যেমন ঃ ৬); অন্যদিকে, অপর শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে আংশিক গ্রন্হনরীতি লক্ষণীয়। অধিকাংশ বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলিতে এই শ্রেণীর গঠনরীতি দেখা যায় (যেমন ১, ২ ৩, ৪. ৫, ৭)।

পূর্বের (১-৭) উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে একমাত্র (৬) সংখ্যক বাক্য ছাড়া অন্যান্য সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি মুখ্য বাক্যের সঙ্গে পূর্ণ গ্রন্হনরীতি নির্দেশ করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি আংশিক গ্রন্হনরীতি নির্দেশ করে এবং মুখ্য বাক্যাংশের আগে বা পরে ব্যবহৃত হয়। বাংলা বাক্যের গ্রন্হনরীতির নিয়ম নীচের উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত।

(৮) ক. ছেলেটা আমার বন্ধু

খ. ছেলেটা এসেছিল

গ. [ছেলেটা আমার বন্ধু] [ছেলেটা এসেছিল]

ঘ, যে [ছেলেটা আমার বন্ধু] সে [ছেলেটা এসেছিল]

ঙ. [যে-ছেলেটা আমার বন্ধু] সে-ছেলেটা এসেছিল]

↓
০

চ. [যে-ছেলেটা এসেছিল] [সে ছেলেটা আমার বন্ধু]

↓
০

ছ. ছেলেটা, [যে আমার বন্ধু], সে এসেছিল

জ. ছেলেটা, [যে এসেছিল], সে আমার বন্ধু

মুখ্য বাক্যের মধ্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গ্রন্হনরীতি দেখানোর জন্য (৮) ব্যবহৃত। উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশের আংশিক গ্রন্হনরীতি (৮ ঙ, চ) ও পূর্ণ গ্রন্হনরীতি (৮ ছ. জ)-তে নির্দেশিত। (৮ ঙ. চ) ও (৮ ছ. জ)-তে প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের মধ্যে গ্রন্হন লক্ষ্য করা যায়। (৮ ক, খ)-তে অ-গ্রন্হিত বাক্যের গঠনরীতি দেখান হয়েছে। (৮ ঘ)-তে যে ও সে-র অন্তর্ভুক্তি এবং সেই সঙ্গে মুখ্য বাক্য থেকে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ বর্জনের দৃষ্টান্ত নির্দেশিত। (৮ ঙ চ) ও (৮ ছ, জ)-এর মধ্যে মৌল পার্থক্য হল যে, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও শেষোক্ত ক্ষেত্রে অ-নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তভুক্ত।

বাংলায় সম্বন্ধবাচকতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এখানে উল্লেখের প্রয়োজন। যে-ভাবে সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলিতে গ্রন্থনরীতি এবং যে-সে ও যা-তা সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে সংযোজন প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, তা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাংলায় সর্বনামীয়করণে দু'শ্রেণীর সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। এ-দুটি সূত্রই হচ্ছে রূপান্তরমূলক সূত্র। সূত্র দুটি যথাক্রমে : (অ) একটি গ্রন্থনসূত্র ; এবং অন্যটি (আ) সন্নিবেশ সূত্র। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে শুধুমাত্র গ্রন্থন প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে-সে ও যা-তা সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে সন্নিবেশ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ শুধুমাত্র গ্রন্থন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা সম্ভব নয়। গ্রন্থন সূত্র শুধু সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের বর্জন এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে যে অথবা সে-র সন্নিবেশ ব্যাখ্যা করে। যে প্রক্রিয়ায় যে-সে অথবা যা-তা সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে সংযুক্ত হয় তা দ্বিতীয় একটি রূপান্তরমূলক সূত্রের (সন্নিবেশ সূত্র) সাহায্যে বিশ্লেষণ সম্ভব। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে, দু'টি সরল বাক্যে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে, এবং এর মধ্যে একটি সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংযোগ-বাচক সর্বনামের পরিবর্তে বর্জিত হয়। যখন কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ পূর্ণ বা আংশিক গ্রন্থন প্রকৃতি নির্দেশ করে, তখন সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (যে) অন্তর্ভুক্তি অনায়াসেই বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের (সে) অন্তর্ভুক্তি অবিশ্লেষিত থেকে যায়। এক্ষেত্রে আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তিগত দিক একটি স্বতন্ত্র রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যা মুখ্য বাক্যে সে-র অন্তর্ভুক্তিগত সূত্র সরবরাহ করে, অথবা যখন একটি আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে মুখ্য বাক্যে একটি সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ বর্জিত হয়, তখন এই সূত্র সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-র অন্তর্ভুক্তিগত দিকও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। রূপান্তরমূলক এই সূত্রানুসারে ইতিমধ্যেই উদধৃত (৮) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থনরীতি এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। (৮ঙ) উদাহরণে দেখা যায় সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশে সংরক্ষিত এবং মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম সে-র পরিবর্তে বর্জিত। এই প্রক্রিয়া মুখ্য বাক্যে

আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে নামবাক্যাংশ বর্জনগত দিক নির্দেশ করে কিন্তু সর্বনামীয় বাক্যাংশে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ ছেলেটা ও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে-র অন্তর্ভুক্তি ব্যাখ্যা করে না। সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত থাকায়, একথা বলা সঙ্গত হবে না যে বর্জিত নামবাক্যাংশের পরিবর্তে সংযোগ-বাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যেহেতু সর্বনামীয় বাক্যাংশে নামবাক্যাংশ ও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেজন্যে একটি দ্বিতীয় রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে একটি স্বতন্ত্র রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে সংযোজিত হয়, কোন গ্রন্থন সূত্রের সাহায্যে নয়। এই রূপান্তরমূলক সূত্র দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের সূত্রের সমধর্মী, যেখানে এটা ও যা বাক্যের প্রথমে সংযুক্ত হয়ে দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন করে (দ্রষ্টব্য : ৭.২)। এই রূপান্তর সূত্র সংযোগ-বাচক সর্বনাম ও প্রদত্ত নামবাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশে এবং মুখ্য বাক্যে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ ও আপেক্ষিক সর্বনাম সংযোজন সমস্যার সমাধান করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, বাংলায় সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে গ্রন্থন (যা একটি রূপান্তর সূত্র) এবং একটি দ্বিতীয় রূপান্তর সূত্রের প্রয়োজন যা মুখ্য বাক্য ও সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-সে ও যা-তা সর্বনামের অন্তর্ভুক্তিগত দিকের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। দ্বিতীয় রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগের ফলে যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশে পূর্ণ গ্রন্থনের মাধ্যমে যে-সে-র সংযুক্তি ও বিশ্লেষণ করতে পারে (দ্রষ্টব্য : ৬ সংখ্যক উদাহরণ)। উপরোক্ত উদাহরণে, [ছেলেটা, যে এসেছিল, সে আমার বন্ধু] অথবা [ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল], গ্রন্থন রীতির বৈশিষ্ট্য মুখ্য বাক্যের আগে নামবাক্যাংশ ছেলেটা-র অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করতে সক্ষম কিন্তু মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের (সে) সংযুক্তি বিশ্লেষণে অপারগ। দ্বিতীয় রূপান্তর সূত্র আংশিক গ্রন্থিত সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের সংযুক্তি নির্দেশে সক্ষম এবং একথা বলা যায় যে, মুখ্য বাক্যে সে সংযুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় একটি রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগ-মাধ্যমে। সুতরাং উভয় শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ (পূর্ণ ও আংশিকভাবে গ্রন্থিত সর্বনামীয় বাক্যাংশ) গঠিত হয় গ্রন্থনরীতি (প্রথম রূপান্তর সূত্র) ও সংযুক্তি-

গত সূত্রের (দ্বিতীয় রূপান্তর-সূত্র) সাহায্যে। এই নিয়ম নিম্নলিখিত ভাবে দেখান সম্ভব।

(৯) ক. ছেলেটা আমার বন্ধু

খ. ছেলেটা এসেছিল

গ. [ছেলেটা আমার বন্ধু] [ছেলেটা এসেছিল]

ঘ. [যে-ছেলেটা আমার বন্ধু] [সে ০ এসেছিল]

অ. দ্বিতীয় রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে মুখ্য বাক্যে সে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আ. সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে সংযুক্ত হয়েছে গ্রহনরীতির (প্রথম রূপান্তর সূত্র) সাহায্যে।

ঙ. ছেলেটা. [যে আমার বন্ধু], [সে ০ এসেছিল]

অ. সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে গ্রহনরীতির (প্রথম রূপান্তর-সূত্র) সাহায্যে সংযুক্ত।

আ. মুখ্য বাক্যে সে দ্বিতীয় রূপান্তর সূত্রের মাধ্যমে সংযুক্ত।

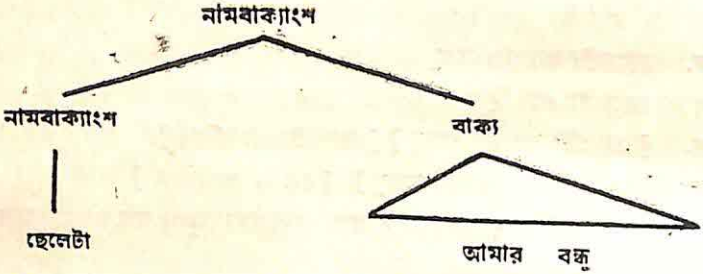
ই. (৯ঘ) উদাহরণে যে নির্দেশক, যেহেতু নামবাক্যাংশ (ছেলেটা) বদ্ধ সংযোগস্থলের সাহায্যে সংযোগ-বাচক সর্বনামের পরে ব্যবহৃত।

ঈ. (৯ঙ) উদাহরণে যে অ-নির্দেশক, কেননা সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য (ছেলেটা) কমা বিরতি সহ সংযোগ-বাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত।

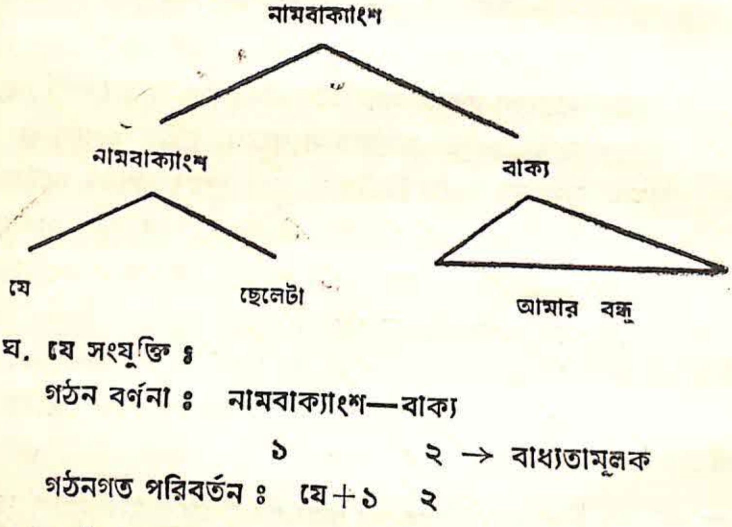
যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে রূপান্তর-সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে যে ও সে সংযুক্ত হয় তা এ-ভাবে দেখান যেতে পারে। (১০ ক) সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য এবং (১০খ) শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে আপেক্ষিক সর্বনামের মুখ্যবাক্যে সংযুক্তিগত দিক নির্দেশ করে। (১০খ) ও (১০গ) যে সংযুক্তির পূর্বে ও পরে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করে। (১১খ) ও (১১গ) সে সংযুক্তির পূর্বে ও পরে মুখ্য বাক্যের গঠন নির্দেশ করে।

(১০) ক. যে ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল

খ.



গ.



ঘ. যে সংযুক্তি ঃ

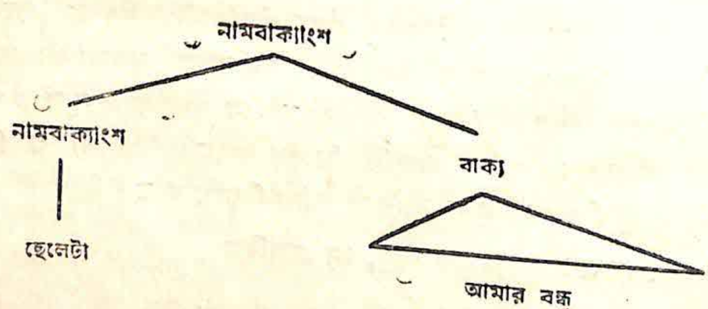
গঠন বর্ণনা ঃ নামবাক্যাংশ—বাক্য

১ ২ → বাধ্যতামূলক

গঠনগত পরিবর্তন ঃ যে+১ ২

(১১) ক. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

খ.



গ. যে সংযুক্তি :

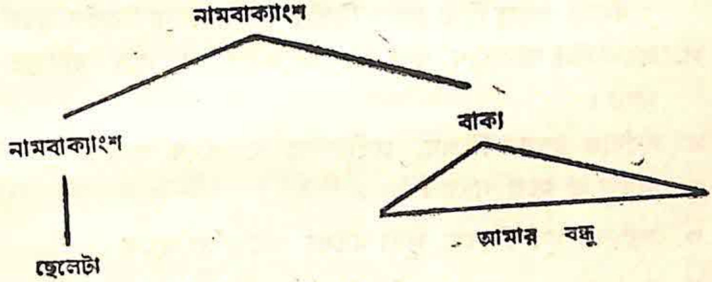
গঠন বর্ণনা : নামবাক্যাংশ—বাক্য

১ ২ →বাধ্যতামূলক

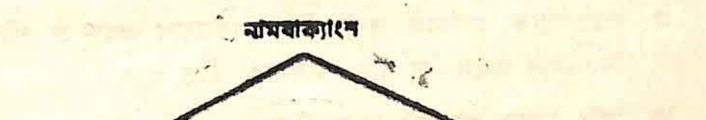
গঠনগত পরিবর্তন : ১ যে + ২

(১২) ক. যে এসেছিল, সে-ছেলেটা আমার বন্ধু

খ.



গ.



ঘ. সে সংযুক্তি :

গঠন বর্ণনা : নামবাক্যাংশ—বাক্য

১ ২→বাধ্যতামূলক

গঠনগত পরিবর্তন : সে + ১ ২

ওপরে প্রদর্শিত (৯-১২) রূপান্তর-সূত্র বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : আপেক্ষিক সর্বনাম গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণে সক্ষম। নীচে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের মুখ্য বাক্য, সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য, সর্ব-

নাম-উত্তর বিশেষ্য, সর্বনামীয় ও আপেক্ষিক উপাদানের গঠন ও বিভাজন সম্পর্কে সারমর্ম লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(১৩) ক. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ পূর্ণ বা আংশিকভাবে মুখ্য বাক্যে গ্রন্থিত হতে পারে।

খ. উভয় শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ (পূর্ণ ও আংশিকরূপে প্রোথিত) গ্রন্থনরীতি (প্রথম রূপান্তর সূত্র), সম্বন্ধবাচক ও আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রূপান্তর-সূত্র নির্দেশ করে।

গ. সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে।

ঘ. সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ অথবা মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ঙ. সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

চ. যে ও সে যথাক্রমে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

ছ. সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে।

জ. যদি কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে আপেক্ষিক সর্বনাম সর্বদা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে বসে।

ঝ. মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হতে পারে যদি তা অনির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

ঞ. সর্বনামীয় বাক্যাংশ অথবা মুখ্য বাক্য অনির্দেশক হতে পারে যখন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সংযোগ-বাচক সর্বনাম অথবা আপেক্ষিক সর্বনামের পূর্বে বদ্ধ সংযোগস্থল সহ ব্যবহৃত হয়।

ট. সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্য অনির্দেশক রূপে গৃহীত হবে যদি সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে কমা বিরতি সহ ব্যবহৃত হয়।

২.১.৩ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের প্রয়োগ

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য, আপেক্ষিক সর্বনাম এবং সেই সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যের বিভাজনের বিচার প্রয়োজন। আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বোক্ত উদাহরণগুলি এখানে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমান আলোচনা পূর্বের আলোচনার সংযোজনরূপে পরিগণিত হবে।

(১৪) ক. যে ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল
খ. যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল
গ. যে আমার বন্ধু, সে-ছেলেটা এসেছিল
ঘ. সে এসেছিল, যে-ছেলেটা আমার বন্ধু
ঙ. সে-ছেলেটা আমার বন্ধু, যে এসেছিল
চ. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল
ছ. আমার একটা বই আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে

উপরোক্ত উদাহরণে বাক্যমধ্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের বিভিন্নরূপে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায়। সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে (১৪ক)-তে ব্যবহৃত। (১৪খ)-তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের পর (১৪গ)-তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত। (১৪ঘ)-তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ব্যবহার (১৪ক) বাক্যের মত, শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে মুখ্য বাক্যের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত। (১৪ঙ)-র গঠন (১৪গ)-এর মত, শুধু সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে মুখ্য বাক্য অন্তর্ভুক্ত। এখানে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (১৪চ)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বসেছে। (১৪ছ)-তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে মুখ্য বাক্যে সন্নিবেশিত।

২.১.৪ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার

(১৪) সংখ্যক উদাহরণে যে-ভাবে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায়ঃ

(১৫)ক. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে অথবা তার আগে বা পরে কোন রকম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছাড়াই ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. আপেক্ষিক সর্বনাম মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সহ তার পরে অথবা তা বাক্যে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকতে পারে।

(১৪ছ) উদাহরণে উদধৃত বাক্য ব্যতীত, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি বাংলা বাক্যে বাধ্যতামূলক। সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দু'টি স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে। যখন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তখন জটিল বাক্যে আংশিক গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে। যখন কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তখন জটিল বাক্য পূর্ণ গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে। তৃতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আগে বা পরে কোন প্রকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অনুপস্থিতি। এক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক বাক্যাংশ রূপে পরিগণিত হবে।

মুখ্য বাক্যের তিন প্রকার গঠনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার নির্দিষ্ট; তার অর্থ হল যে আপেক্ষিক সর্বনাম সর্বদা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত এবং কখনই তার পূর্বে নয়। যদি কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকে তাহলে আপেক্ষিক সর্বনাম অবশ্য তার পূর্বে কোন প্রকার শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছাড়াই বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয় প্রকার বাক্য-গঠনের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্যে কোন রকম আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না।

২.১.৫ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও জটিল বাক্যে মুখ্য বাক্যের অবস্থান

জটিল বাক্যে যখন সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এই শ্রেণীর বাক্যে মুখ্য বাক্যের পূর্বে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়, যদিও

এই বিন্যাস বিপরীত হতে পারে। পূর্বে (১৪)-তে প্রদত্ত উদাহরণে গ্রন্থিত ও মুখ্য বাক্যের ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা যায়। (১৪) সংখ্যক উদাহরণে সাতটি বাক্যে লক্ষ্য করা যায় যে, মুখ্য বাক্যের আগে চারবার সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং মুখ্য বাক্য তিনবার সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত। যখন মুখ্য বাক্যের পূর্বে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়, তখন এই শ্রেণীর সর্বনামীয় গঠনকে সম্মুখ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ, এবং যখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের পরে ব্যবহৃত হয় তখন তা পশ্চাৎ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ রূপে চিহ্নিত করা যায়। বাংলায় সম্মুখ সর্বনামীয়করণ পশ্চাৎ সর্বনামীয়করণের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং এই শ্রেণীর গঠন বাংলা বাক্যের কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই গঠন নির্দেশ করে (কর্তাকর্মক্রিয়া বাংলা বাক্যের সাধারণ প্রচলিত গঠনরূপ)। এই শ্রেণীর বাক্যগঠনরূপ শূন্যীকরণের ক্ষেত্রেও দেখান যায়, যেখানে সম্মুখ শূন্যীকরণ পশ্চাৎ শূন্যীকরণের তুলনায় অধিকতর বোধগম্য। (১৪)-তে যে-সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা এখানে সম্মুখ ও পশ্চাৎ সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১৬) ক. সম্মুখ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ

যে-ছেলেটা এসেছিল, সে আমার বন্ধু

খ. পশ্চাৎ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ

সে আমার বন্ধু, যে-ছেলেটা এসেছিল

২.১.৬ সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে-ভাবে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনামীয় বাক্যাংশ দু'ভাবে শ্রেণীকরণ করা যায়। যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যকে নিয়ন্ত্রকরূপে গুণপ্রকাশ করে, তাহলে এই শ্রেণীর বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যকে অনিয়ন্ত্রকরূপে গুণপ্রকাশ করে, তাহলে তা অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে পরিগণিত হবে। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশনা অত্যাবশ্যক, কেননা তা সংসর্গীয় গুণ-

প্রকাশকের ওপর নির্ভরশীল। বাক্যাংশের অভ্যন্তরে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়—উভয়েই গুণপ্রকাশকের ভূমিকা গ্রহণ করে। গুণপ্রকাশের রীতি নির্দেশ করে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য পাশাপাশি জটিল বাক্যে কোনরকম বিরতি রেখা ভঙ্গ না করেই ব্যবহৃত হয় এবং তার ফলে এই গঠন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করে তার অর্থ সীমিত করে। এ থেকে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুণপ্রকাশের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধকরণের ভূমিকা বিদ্যমান। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে, সংযোগ-বাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দিষ্ট একটি স্বতন্ত্র বস্তু চিহ্নিত করে যা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে দেয়। অনুমান করা হয় যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকরভাবে দেখান হয় যখন তা একটা বাক্য থেকে ব্যুৎপত্ত হয়—যার গ্রন্থনগত গঠনপ্রকৃতি হচ্ছে [যে-নামবাক্যাংশ] বাংলায় এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ আংশিক গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যক্ষেত্রে, মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়, যার দ্বারা সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশ বর্জিত হয়। বাংলায় সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের বৈশিষ্ট্য নির্দেশের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেওয়া হল।

(১৭)ক. যে-মেয়েটা আমার বান্ধবী, সে নামকরা গায়িকা
খ. যে-চোরটা এই এলাকা চিনত, সে চুরি করেছে
গ. যে-বইটা আমি পড়ছি, সেটা সম্প্রতি কেনা

(১৭ক)-তে যে আমার বান্ধবী হচ্ছে সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং মেয়েটা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য যার সর্বনামীয় বাক্যাংশ গুণপ্রকাশ করেছে। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম পাশাপাশি কোনপ্রকার বিরতি ছাড়াই ব্যবহৃত, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও সম্বন্ধবাচক সর্বনামের মধ্যে একটি বদ্ধ সংযোগস্থল বিদ্যমান। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ যার গুণপ্রকাশ করে, তা থেকে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। বাক্যের অর্থ ইঙ্গিত করে যে আমার অনেক

বন্ধু আছে কিন্তু বাক্যে তার মধ্যে শুধু একজনের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ অনেকগুলি বস্তু থেকে শুধুমাত্র একটি বস্তুকে বেছে নেয় এবং সেটাকে এককভাবে শ্রোতার সামনে তুলে ধরে শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। অন্যক্ষেত্রে, অসীমাবদ্ধকর সবনামীয় বাক্যাংশ কেবল একটি অতিক্রমকারী বস্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নির্দেশ করে। (১৭খ)ও সীমাবদ্ধকররূপে ব্যাখ্যা করা যায়। সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে এই এলাকা চিনত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য চোরটা-র সীমাবদ্ধকর গুণপ্রকাশ নির্দেশ করে। বাক্যাংশের অর্থে নির্দে-শিত হয় যে সেখানে আরো অনেক চোর আছে, কিন্তু শুধু যে-চোর সেই এলাকা চিনত, সেই-ই চুরি করেছে, অন্য চোররা নয়। (১৭গ) উদাহরণে দেখা যায় যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য, যার গুণপ্রকাশ করেছে, তা নিয়ে গঠিত। উপরোক্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য হতে পারে।

২.১.৭ অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় যে বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করে তা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের বিপরীতে বিভিন্ন শ্রেণীর তথ্য সরবরাহ করে। এই প্রেক্ষাপটে যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্যে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে তার গুণপ্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থগত দিকের কোন তারতম্য দেখা দেয় না। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে গুণপ্রকাশক বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ওপর কিছু অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে। কোয়ার্ক ও অন্যান্য (১৯৭৯:৬২০) এই শ্রেণীর গুণপ্রকাশকে দুটি বাক্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বলে উল্লেখ করেছেন। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের গুণপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাক্যের অর্থের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা, তা আগেই বলা হয়েছে। তার কারণস্বরূপ বলা যায় অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের যে গুণপ্রকাশ করে তা ছাড়াই পরবর্তী ব্যবহৃত হতে সক্ষম। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের এবংবিধ গঠনের জন্য শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জন

সম্ভব নয়। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জিত হলে মুখ্য বাক্যের গঠন-প্রকৃতি বিঘ্নিত হবে। যদি কোন শ্রোতা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের প্রসঙ্গ সম্পর্ক সচেতন থাকেন তাহলে সর্বনামীয় বাক্যাংশ দ্বারা যে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করা হয় তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বিচ্ছিন্ন করলে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হবে (স্টকওয়েল, ১৯৭৭ : ১৬২)। এই প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত পন্থার সাহায্যে দেখান যেতে পারে :

(১৮) ক. [পারটেক্স বেশ মজবুত] [পারটেক্স পাটকাঠি থেকে তৈরী হয়]
খ. পারটেক্স [পারটেক্স পাটকাঠি থেকে তৈরী হয়] বেশ মজবুত
গ. পারটেক্স, যা পাটকাঠি থেকে তৈরী হয়, তা বেশ মজবুত

উদ্ধৃত উদাহরণে (১৮) প্রথম বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যের গ্রন্থন নির্দেশ করে যে দ্বিতীয় বাক্য, যা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন করেছে, তা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করেছে, যা হচ্ছে অ-নির্দেশক প্রকৃতির, এবং যা বাক্যাংশকে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে চিহ্নিত করেছে। এই প্রক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে, যখন অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে একটি বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে সংযুক্ত হয় (যেমন পারটেক্স), তখন তা তার সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অর্থ বা প্রসঙ্গ সীমিত করে না (যেমন পারটেক্স বেশ মজবুত)। (১৮) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশ যা পারটেক্স থেকে তৈরী হয়) সংযুক্ত করার পর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অপ্রয়োজনীয় গুণপ্রকাশনা নির্দেশ করে।

ওপরের আলোচনা থেকে উপলব্ধ হবে যে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ হচ্ছে অনির্দেশক এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে কমা বিরতি ১ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং যা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও সর্বনামীয় বাক্যাংশের মধ্যে কোনপ্রকার বদ্ধ সংযোগস্থলের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। কমা বিরতি সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং

১ 'কমা-বিরতি' এখানে কোন অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠনে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও শীর্ষবিশেষ্যের মধ্যে বিরতির অবস্থান সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে।

নির্দেশ করে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যার গুণপ্রকাশ করে সেখানে সমভাবে অন্বিতকরণজনিত প্রয়োগ বিদ্যমান। বাংলায় অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃতি নির্দেশের জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে।

(১৯) ক. রবীন্দ্রনাথ, যিনি প্রখ্যাত কবি, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন
খ. আমার বন্ধু, যিনি গল্পলেখক, তিনি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন

(১৯ক) ও (১৯খ) উভয় উদাহরণেই সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করে। যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলিকে গুণপ্রকাশক বাক্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তাহলে শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্যের অর্থগত দিকের কোন ব্যতিক্রম সৃষ্ট হবে না, যার প্রসঙ্গ আগেই মুখ্য বাক্যে চিহ্নিত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং আমার বন্ধু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন। (১৯ ক-খ) উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ গুণপ্রকাশিত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধু সম্পর্কে বহিঃস্থ তথ্য সরবরাহ করেছে। যদি গুণ-প্রকাশক সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি শীর্ষস্হানীয় বিশেষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহলে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের অর্থ যে প্রভাবিত হবে না, তা নীচের (২০) উদাহরণ লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হবে।

(২০) ক. রবীন্দ্রনাথ, যিনি প্রখ্যাত কবি, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন
ক'. রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন
খ. আমার বন্ধু, যিনি গল্পলেখক, তিনি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন
খ'. আমার বন্ধু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন

ওপরের উদাহরণে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে এই গঠনাংশ যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করে তার সঙ্গে সমভাবে অন্বিতকরণের প্রয়োগীয় দিক থেকে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ও প্রখ্যাত কবি এবং আমার বন্ধু ও গল্পলেখক একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে।

সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয়

বাক্যাংশে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, একথা বলা যায় যে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ প্রধানতঃ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে রূপান্তরিত করার সাধারণ প্রক্রিয়া হচ্ছে সম্বন্ধবাচক সর্বনামকে তার পূর্বের স্থান থেকে অপসারিত করে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে আনয়ন এবং উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বিরতি চিহ্নের অব্যবহার। অন্যদিকে, সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশকে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যকে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আগে এনে এবং উভয়ের মধ্যে কমা বিরতির প্রয়োগ দেখাতে হবে।

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের পূর্বে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, অন্যক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পর অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বহির্ভাগীয় গঠনে কমা বিরতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়। এই শ্রেণীর কোন বিরতি সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনামউত্তর বিশেষ্য ও সম্বন্ধ-বাচক সর্বনামের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। কমা বিরতির ব্যবহার সীমা-বদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন। নীচের দু'টি উদাহরণে বাংলায় ব্যবহৃত উপরোক্ত দু'শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

(২৯) ক. যে-ছেলেটা আমার বন্ধু, সে এসেছিল

খ. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হওয়ায় তার সঞ্চালন এই শ্রেণীর বাক্যাংশে অনুমোদিত। অসীমা-বদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অবশিষ্ট মুখ্য বাক্য থেকে সর্বনামীয় বাক্যাংশ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঞ্চালন এই শ্রেণীর বাক্যাংশে সাধারণভাবে অনুমোদিত নয়। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-ভাবে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঞ্চালন সম্ভব তা নীচের উদাহরণে নির্দেশিত।

(২২) ক. যে-লোকটা বই বিক্রি করত, সে মরে গেছে

খ. বই বিক্রি করত যে-লোকটা, সে মরে গেছে

গ. বই যে-লোকটা বিক্রি করত, সে মারা গেছে

(২২´) ক. লোকটা, যে বই বিক্রি করত, সে মারা গেছে

খ. সে মারা গেছে, লোকটা, যে বই বিক্রি করত

সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য [লোকটা] সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে (২২ক), মধ্যে (২২গ) ও অন্ত্যে (২২খ) ব্যবহৃত। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের প্রথমে (২২ক) ব্যবহৃত হলেও সঞ্চালন সূত্রের সাহায্যে তা বাক্যের মধ্যে ও অন্ত্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে, অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঞ্চালন (২২´) উদাহরণে প্রদর্শিত হলেও শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঞ্চালন (২২) উদাহরণের সমগোত্রীয় নয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে সমগ্র অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশটি মুখ্য বাক্যের প্রথম (২২´ক) থেকে শেষে (২২´খ) স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বাক্যের একস্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়নি। এখানে লক্ষণীয় যে সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক সর্বনামও সঞ্চালিত হয়েছে। অনেক ভাষায় অবশ্য বাংলা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের এই শ্রেণীর সঞ্চালনও সম্ভবপর নয়। উদাহরণস্বরূপ ইংরেজির উল্লেখ করা যায়।

যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের নির্দেশকরূপে ব্যবহার একমাত্র সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশেই সম্ভব। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-র নির্দেশকরূপে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার কারণ হচ্ছে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ তখনই নির্দেশকরূপে গণ্য হবে যখন তা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে (সর্বনাম ও শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থলের অন্তর্ভুক্তিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য) ব্যবহৃত হয় এবং কোনক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় না। এই প্রক্রিয়া নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

(২৩) ক. যে মেয়েটা আমার বান্ধবী, সে গল্প লেখে

খ. মেয়েটা, যে আমার বান্ধবী, সে গল্প লেখে

(২৩ক)-তে যে নির্দেশক ১, কেননা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য মেয়েটা-র পূর্বে তার নির্দেশক ব্যবহার বর্তমান, অন্যক্ষেত্রে, (২৩খ)-তে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে কমা বিরতির সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় উভয়ের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থলের ব্যবহার না থাকায় যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গৃহীত। এই দিক স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে যখন যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বদ্ধ সংযোগস্থলের দ্বারা চিহ্নিত হয় তখন তা নির্দেশক সর্বনামরূপে গঠিত হয় এবং যখন যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উভয়ের মধ্যে কমা বিরতি অবস্থান করে, তখন তা তার নির্দেশক ভূমিকা হারিয়ে ফেলে শুদ্ধ সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যখন যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে বসে, তখন অবশ্যই কমা বিরতির ব্যবহার দেখাতে হবে। কেননা, কোনপ্রকার কমা বিরতি ছাড়া অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন সম্ভব নয় (যা ২৩খ-তে দেখান হয়েছে)।

২.১.৮ শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তি বিভিন্নভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জন অথবা বাক্য থেকে কর্তা বর্জন করে গঠিত হতে পারে। যেমন ঃ

(২৪) ক. যে মেয়েটা বই পড়ছে, সে নারীত্বে বিশ্বাসী
ক´. যে ০ বই পড়ছে, সে নারীত্বে বিশ্বাসী
খ. (অ) একজন বই পড়ছে
(আ) একজন নারীত্বে বিশ্বাসী
(ই) যে একজন বই পড়ছে. সে নারীত্বে বিশ্বাসী
(ঈ) একজন, যে বই পড়ছে, সে নারীত্বে বিশ্বাসী
(উ) একজন, যে নারীত্বে বিশ্বাসী, সে বই পড়ছে

১ এখানে যে নির্দেশক সর্বনামরূপে গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে যে যে যখন কোন বিশেষ্যের পূর্বে বদ্ধ সংযোগস্থল সহ ব্যবহৃত হয়, তখন যে সেই পরিবেশে তার নির্দিষ্ট স্থান বা অবস্থানগত (সময়গত) বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

(২৪ক) সংখ্যক উদাহরণে রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য [মেয়েটা] (২৪ক´)-তে বর্জন করে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনগত ব্যুৎপত্তি নির্দেশিত। (২৪খ) উদাহরণে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশের ভিন্ন শ্রেণীর ব্যুৎপত্তি দেখান হয়েছে ; যেখানে বাক্যের শীর্ষ হচ্ছে অনির্দেশক কর্তা (একজন) এবং তা মুখ্য বাক্যে সে আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে বর্জিত হয়েছে। অন্যক্ষেত্রে, এই বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে অনির্দেশক সর্বনাম সংরক্ষিত এবং সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম (যে) তার আগে বা পরে ব্যবহার করা সম্ভব। (২৩খ (অ) ও (২৩খ (আ)-র মত শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবেও গ্রন্থিত হতে পারে (দ্রষ্টব্য ২৫)।

(২৫) যে নারীত্বে বিশ্বাসী, সে বই পড়ছে

(২৫) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে উভয় অনির্দেশক সর্বনামই সম্বন্ধবাচক ও আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে বিলুপ্ত। শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে অনির্দেশক সর্বনামের উৎপাদক আরো কয়েকটি উদাহরনের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(২৬) ক. আমি কিছু কিনেছিলাম

খ. আমি কিছু মৌটুসীকে দিয়েছিলাম

গ. [কিছু আমি কিনেছিলাম] [কিছু আমি মৌটুসীকে দিয়েছিলাম]

ঘ. যা আমি কিনেছিলাম, তা মৌটুসীকে দিয়েছিলাম

(২৬) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যুৎপত্তি দু'টি স্বাধীন বাক্য ও তাদের অনির্দেশক শীর্ষের [কিছু] সাহায্যে নির্দেশিত। অনির্দেশক বিশেষ্য পরবর্তী পর্যায়ে নিয়মিত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম [যা] ও আপেক্ষিক সর্বনামের [তা] পরিবর্তে বর্জিত হয়েছে। নীচের আলোচনায় শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতির উৎপাদক সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলায় শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি বেশ প্রচলিত। এই শ্রেণীর বাক্যাংশের বহির্ভাগীয় গঠনে কোন সর্ব-নামপূর্ব বিশেষ্য বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না।

(২৭) ক. যে-লোকটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. যে ০ আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সে আমাদের প্রতিবেশী

(২৭ক)-তে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য লোক-টা-র পূর্বে ব্যবহৃত। (২৭খ)-তে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য বর্জনের পর, শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, যদি সীমাবদ্ধকর সর্ব-নামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য বর্জন করা যায় তাহলে তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হয়। একই প্রক্রিয়া অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশেও যখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় তখন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় অসীমা-বদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বর্জিত হওয়ার পর শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনপ্রাপ্ত হয়। এই রূপান্তর (২৮) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশিত।

(২৮) ক. লোকটা, যে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. ০, যে আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সে আমাদের প্রতিবেশী

(২৮ক)-তে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য সহ শীর্ষযুক্ত অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই বাক্যে (২৮খ) সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্য বর্জিত হওয়ার পর তা শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে রূপান্তরিত। ওপরের উদাহরণগুলি (২৭.২৮) নির্দেশ করে যে যখন একটি সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষ বিশেষ্যযুক্ত (সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনামউত্তর বিশেষ্য সহযোগে) হয়ে গঠিত হয় তখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জনের পর শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃতি গঠন করে। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জন ছাড়াও শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক ও আপে-ক্ষিক সর্বনাম গঠনাংশে বন্টনের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে থাকে। শীর্ষযুক্ত সর্বনামীয় বাক্যের মত শীর্ষহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অথবা মুখ্য বাক্য জটিল বাক্যের প্রথমে অবস্থান করতে পারে। অবশ্য, জটিল বাক্য যখন শীর্ষহীন অথবা শীর্ষ-যুক্ত সর্বনামীয় বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত হয় তখন উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে পূর্বোক্ত শ্রেণীর বাক্যাংশে অবশ্যই সম্বন্ধবাচক ও আপে-

ক্ষিক সর্বনাম সহযোগে গঠিত হতে হবে। একথা বলার কারণ, বাংলায় এমন কোন শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হতে পারে না যা [আমার একটা বই আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে] এই শ্রেণীর বাক্যের গঠনের সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব। কেননা, উপরোক্ত শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম নেই, শুধুমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা বাক্যে অন্তর্ভুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে বাংলা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অবশ্যই সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম থাকতে হবে এবং কোন উপাদান অনুপস্থিত থাকলে এই শ্রেণীর বাক্য গঠন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে * আমার আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে, এই শ্রেণীর বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জিত হওয়া সত্বেও আপেক্ষিক সর্বনাম না থাকায় এই বাক্যাংশ শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে উন্নীত হয়নি। উপরোক্ত শ্রেণীর বাক্য শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে যা ও তা-র অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনীয়। যেমন ঃ আমার তা আছে, যা আম্মু কিনে দিয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে যে, এই শ্রেণীর বাক্য বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়। সুতরাং, যখন মুখ্য বাক্য অথবা সর্বনামীয় বাক্যাংশ প্রথম বাক্যাংশ-রূপে সম্বন্ধবাচক ও আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে গঠিত হবে তখনই তা আদর্শ শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে গৃহীত হবে।

উদাহরণ ঃ

(২৯) ক. যে আমার বন্ধু, সে এসেছিল

খ. আমার বন্ধু যে, সে এসেছিল

গ. সে এসেছিল, যে আমার বন্ধু

ঘ. আমার বন্ধু সে, যে এসেছিল

ঙ. সে আমার বন্ধু, যে এসেছিল

ওপরের উদাহরণে বাংলায় শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কয়েকটি সম্ভাবনা দেখান হয়েছে। এই শ্রেণীর বাক্যাংশ গঠনের প্রক্রিয়াগত দিক নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ

(৩০) ক. শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের

৪—

প্রথমার্ধে সর্বনামীয় বাক্যাংশ (২৯ ক, খ) অথবা মুখ্য বাক্য (২৯ গ, ঘ, ঙ) ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে (২৯ ক, গ. ঘ, ঙ) বা অন্ত্যে (২৯ খ) যে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন বাক্যের শেষে যে ব্যবহৃত হয় তখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ অবশ্যই জটিল বাক্যের পূর্বে (২৯ খ) ব্যবহৃত হবে।

গ. সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে (২৯ ক,খ,গ, ঙ) অথবা মুখ্য বাক্যের অন্ত্যে (২৯ ঘ) সে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যখন সে মুখ্য বাক্যের অন্ত্যে ব্যবহৃত হয় তখন মুখ্য বাক্য অবশ্যই শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের (২৯ ঘ) পূর্বে অবস্থান করবে।

ঘ. শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত শীর্ষহীন বিশেষ্য মূলক বাক্যাংশেও প্রথম বাক্য দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে অথবা দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হতে পারে।

ঙ. শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (যে, যিনি, যা) ও আপেক্ষিক উপাদান (সে, তিনি, তা) সহযোগে গঠিত হয় এবং কোনটিরই বাক্যাংশে অনুপস্থিত থাকা অবাঞ্ছনীয়।

চ. শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম কম নির্দেশ-কের ভূমিকায় আসীন, তার কারণ সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য অনুপস্থিত থাকে (যেমন ঃ যে এসেছিল = শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে-লোকটা এসেছিল—এর তুলনায় কম নির্দেশিত)।

শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে একমাত্র অপ্রাণীবাচক যে ছাড়া অন্যান্য সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের পরে অপ্রাণীবাচক সর্বনাম যা-র সীমিত ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও এই সর্বনাম শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে অপেক্ষাকৃত মুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়। অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে না, কারণ যে-র পরে সর্বনামউত্তর বিশেষ্যের প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় (যেমন ঃ যে-বইটা তুমি চাও, তা তুমি পাবে→ *

যে ০ তুমি চাও, তা তুমি পাবে)। নীচের উদাহরণে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে যে-সব সংযোগ-সূচক সর্বনাম ব্যবহৃত হতে পারে, তা দেখান হল।

(৩১) ক. যে খেলছে, সে ভারি দুষ্টু

খ. যে বই পড়ছে, সে আমার বন্ধু

(৩২) ক. যিনি ধূমপান করছেন, তিনি একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক

খ. যিনি মাঠে দৌড়াচ্ছেন, তিনি আমাদের ড্রিল শিক্ষক

(৩৩) ক. যা তুমি চাও, তা তুমি পাবে

খ. যা পাবে না, তা কেমন করে পেতে চাও আমি বুঝিনে

(৩৪) ক. যারা খেলছে, তারা স্কুলের ছাত্র

খ. যাঁরা ধূমপান করছেন, তাঁরা প্রখ্যাত সাহিত্যিক

ওপরের উদাহরণ থেকে একটি দিক স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশের সমতুল্য—একমাত্র পার্থক্য যে পূর্বোক্ত বাক্যাংশে শীর্ষযুক্ত বিশেষ্য (সর্বনামপূর্ব বা সর্বনামউত্তর) অনুপস্থিত। এখানে যা সর্বনাম বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহারগত বাধা লক্ষণীয়। এই সর্বনাম শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশ অথবা অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় (যেমন ঃ যা তুমি চাও, তা তুমি পাবে=শীর্ষহীন বাক্যাংশ, বইটা, যা তুমি চাও, তা তুমি পাবে=সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পরে অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত) কিন্তু কোনক্ষেত্রে সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশ যেখানে সর্বনামউত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত, সেখানে ব্যবহৃত হতে পারে না (যেমন ঃ * যা-বইটা চাও, তা তুমি পাবে)। ওপরে যে-সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে (সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ) যে-ভাবে সংযোগ-বাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, ঠিক একই ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও, শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে ও যিনি-র সঙ্গে কর্মসহ (৩১খ, ৩২খ) ও কর্ম ছাড়া (৩১ক, ৩২ক) গঠিত হয়েছে। যা অনির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয় বলে তার সঙ্গে কোন কর্ম অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২.১.৯ গুচ্ছিত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

সাধারণ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে যে বাক্যাংশ গ্রন্থিত হয় তা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় একাধিক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ একটি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণ-প্রকাশকরূপে বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই শ্রেণীর বাক্যাংশ গুচ্ছিত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে পরিচিত। যেমন ঃ

(৩৫) The expensive blue woollen Jacket was bought by chris from Jenners

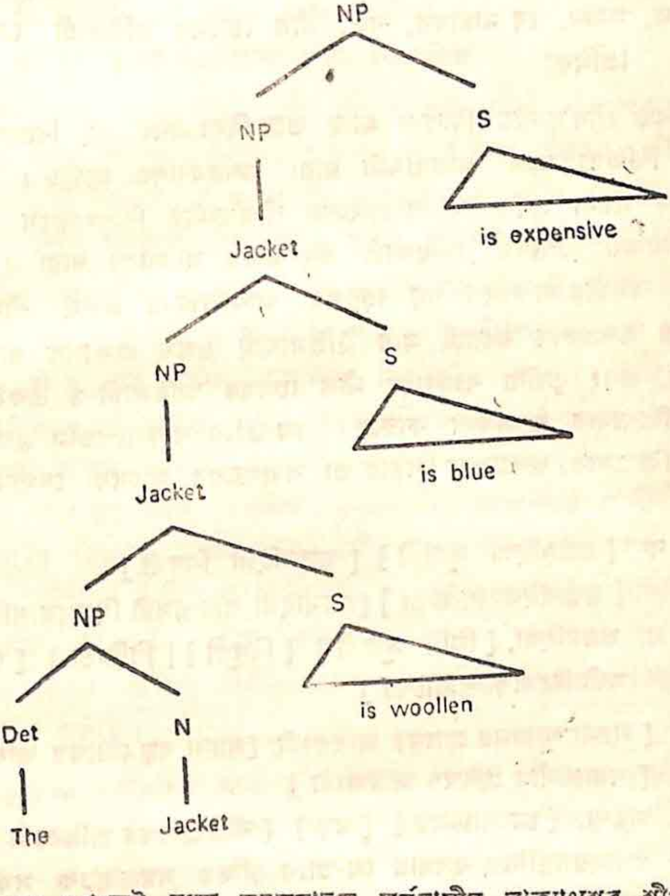
(৩৫) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য জ্যাকেট ব্যাক্যের অন্তর্ভা-গীয় গঠনে তিনটি বাক্যাংশ দ্বারা গুণপ্রকাশিত হয়েছে যা নিম্ন-লিখিত শব্দান্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

(৩৬) ক. The Jacket is expensive
খ. The Jacket is blue
গ. The Jacket is woollen

যে-ভাবে গুচ্ছিত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হয় তা নীচের উদাহরণ ও বৃক্ষ-চিত্রের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৩৭) ক. The Jacket which was expensive blue and woollen was bought by chris from Jenners

খ.



(৩৭ক)-তে জ্যাকেট হচ্ছে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য এবং তিনটি সর্বনামীয় বাক্যাংশ তার গুণপ্রকাশকরূপে ব্যবহৃত। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন অধিকতর বিস্তৃত করা সম্ভব।

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুচ্ছিত গঠন বেশ প্রচলিত। এখানে ইংরেজী বাক্যের মতই সমশ্রেণীর গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুচ্ছিত গঠনরূপ দেখানোর জন্য নীচে উদাহরণ দেওয়া হল।

(৩৮) ক. ভদ্রমহিলা, যিনি সুন্দরী, বিদূষী, শিক্ষিতা, লাবণ্যময়ী হিসেবে পরিচিতা, তিনি ভাষাতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করেছেন

খ. ময়না, যে মায়াময়, বড়, নীল চোখের অধিকারী, সে আমার প্রেমিকা

(৩৮ক)-তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য হচ্ছে ভদ্রমহিলা এবং এই বিশেষ সুন্দরী বিদূষী, শিক্ষিতা আর লাবণ্যময়ী দ্বারা গুণপ্রকাশিত হয়েছে। (৩৮খ) উদাহরণে ময়না সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত এবং মায়াময় চোখের অধিকারী এই প্রথম বাক্যাংশ দ্বারা তার গুণ-প্রকাশিত. দ্বিতীয় বাক্যাংশ বড় চোখের অধিকারী-ও একই শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করেছে যার ইতিমধ্যেই প্রথম বাক্যাংশ দ্বারা গুণ-প্রকাশিত, এবং তৃতীয় বাক্যাংশ নীল চোখের অধিকারী-ও একই শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করেছে। যে-ভাবে বাক্যাংশগুলি একই শীর্ষ স্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করেছে তা শব্দান্তরের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৩৯) ক. [ভদ্রমহিলা সুন্দরী] [ভদ্রমহিলা বিদূষী]
[ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা] [ভদ্রমহিলা লাবণ্যময়ী হিসেবে পরিচিতা]

খ. ভদ্রমহিলা, [যিনি সুন্দরী] [বিদূষী] [শিক্ষিতা] [লাবণ্য-ময়ী হিসেবে পরিচিতা]

(৪০) ক. [ময়না মায়াময় চোখের অধিকারী] [ময়না বড় চোখের অধিকারী]
[ময়না নীল চোখের অধিকারী]

খ. ময়না, [যে মায়াময়] [বড়] [নীল চোখের অধিকারী]

উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে বাংলায় যে-ভাবে গুচ্ছিত সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হয় তা নির্দেশিত হয়েছে। উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য যে-ভাবে একাধিক বাক্যাংশের দ্বারা অন্তর্ভাগীয় গঠনে গুণপ্রকাশিত হয় তার প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। (৩৯) ও (৪০)-এর মত উদাহরণে বিশেষণ দ্বারা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশনার দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। উদধৃত উদা-হরণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে বিশেষণ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে ব্যুৎপত্ত (৪১খ) এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশেষণে খর্বীকৃত (৪১ক)। (৪১) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে এই দিক বিশ্লেষিত।

(৪১) ক. শাড়িটা সুন্দর আর দামী
ক́. শাড়িটা যা সুন্দর আর দামী…
খ. শাড়িটা, যা সুন্দর আর দামী…
খ́. সে সুন্দর আর দামী শাড়ি কিনেছিল

যে-কোন বাক্যে তিন, চার, কিংবা তার বেশী বাক্যাংশযোগে পরিবর্ধিত করে গুচ্ছিত সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে দু'টি সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিশেষক নির্দেশিত।

(৪২) বইটা, যা লাল, বড়, দামী, সুন্দর, নতুন আর বাঁধানো, সেটা মউয়ের

ওপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে একটি সর্বনামীয় বাক্যাংশ গুচ্ছিতরূপে গৃহীত হবে যখন তা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং যা-র পরে বাক্যে একাধিক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হবে। একাধিক্রমে সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর বাক্যের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত বাক্যাংশগুলির গুণপ্রকাশনা ক্রমান্বয়ে সাধিত হয় এবং ফলশ্রুতি হিসাবে পর্যায়ক্রমে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুচ্ছিতকরণ প্রতিপালিত হয়। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুচ্ছিত নিদেশিত, যেখানে বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠনে কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়নি; এবং এরপর গুচ্ছিত সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও তাদের শব্দান্তরিত করে দেখান হয়েছে।

(৪৩) ক. সেলিনার দীর্ঘ সুখী দাম্পত্য জীবন সবাইকে পরিতৃপ্ত করেছে
ক́. সেলিনার দাম্পত্য জীবন, যা ছিল দীর্ঘ আর সুখী, তা সবাইকে পরিতৃপ্ত করেছে
ক́́. সেলিনার দাম্পত্য জীবন ছিল দীর্ঘ আর সুখী,
খ. ড্রেসিং টেবিলের ওপরে বারো ইঞ্চি দীর্ঘ লাল চীনে কাগজের পাখাটা বেশ দামী
খ́. ড্রেসিং টেবিলের ওপরের পাখাটা, যা বারো ইঞ্চি দীর্ঘ লাল চীনে কাগজের, তা বেশ দামী
খ́́. পাখা, যা বারো ইঞ্চি দীর্ঘ, যার রং লাল যা চীনে কাগজ দিয়ে তৈরী, যা ড্রেসিং টেবিলের ওপরে আছে

যে-দুটি উদাহরণ (৪৩) ওপরে দেওয়া হয়েছে, তা ভিন্ন শ্রেণীর গুচ্ছিত সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করে (৪৩ক', খ')। (৪৩ক'') ও (৪৩খ'') গুচ্ছিত সর্বনামীয় বাক্যাংশের শব্দান্তরিতরূপ দেখানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। (৪৩ক) ও (৪৩খ) বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য হচ্ছে অপ্রাণীবাচক (৪৩ক-এ দাম্পত্য জীবন এবং ৪৩খ-এ পাখা)। বাক্যের গঠনের ক্ষেত্রে গুচ্ছিতকরণ জটিলতর রূপ নির্দেশ করে এবং জটিলতর প্রক্রিয়া একই শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশের ক্ষেত্রে অসংখ্যক সর্বনামীয় বাক্যাংশ উৎপাদন করতে পারে (দ্রষ্টব্য : ৪৪)।

(৪৪) বাড়িটা, যা ছিল [বন্দরের কাছে] [সাঁকোর পাড়ে] [নারকেল গাছের নীচে] [ঢিবির ওপরে] [বড় রাস্তার ধারে] [মসজিদের বাঁ দিকে] [জমিদার বাড়ির কাছে]. তা এখন শিল্প-কলা একাডেমীর সম্পত্তি

২.১.১০ গ্রন্থন

গ্রন্থন হচ্ছে এক ধরণের বাক্যগত অধীনস্থকরণ যাতে একটি বাক্য অন্য একটি বাক্যের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে পূর্ণ গ্রন্হন এবং তার পাশাপাশি আংশিক গ্রন্থন-রীতি লক্ষণীয়। পূর্ণ গ্রন্থনের ক্ষেত্রে একটি বাক্য অন্য বাক্যের ভেতরে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হয়; আর আংশিক গ্রন্থনের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্যের মধ্যে গৌণ বাক্য সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত হয় না। আংশিক গ্রন্থন সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ও পূর্ণ গ্রন্থনরীতি অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। নীচের উদাহরণে বাংলা জটিল বাক্যের অভ্যন্তরে দুটি সরল বাক্যের পূর্ণ ও আংশিক গ্রন্থনরীতি নির্দেশিত হয়েছে।

(৪৫) পূর্ণ গ্রন্থন

ক. ভদ্রমহিলা বই পড়ছেন

খ. ভদ্রমহিলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

গ. ভদ্রমহিলা [ভদ্রমহিলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা] বই পড়ছেন

ঘ. ভদ্রমহিলা, [যিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা], তিনি বই পড়ছেন

ঙ. ভদ্রমহিলা [ভদ্রমহিলা বই পড়ছেন] ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

চ. ভদ্রমহিলা, [যিনি বই পড়ছেন], তিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

(৪৬) আংশিক গ্রন্থন

ক. ভদ্রমহিলা বই পড়ছেন

খ. ভদ্রমহিলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

গ. ভদ্রমহিলা [ভদ্রমহিলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা] বই পড়ছেন

ঘ. ০ [যে-ভদ্রমহিলা ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা], তিনি বই পড়ছেন

ঙ. ভদ্রমহিলা [ভদ্রমহিলা বই পড়ছেন] ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

চ. ০ [যে-ভদ্রমহিলা বই পড়ছেন], তিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা

দুটি সরল বাক্য সংযোগে জটিল বাক্যের পূর্ণ ও আংশিক গ্রন্থনরীতি ওপরের উদাহরণে উপস্থাপিত হয়েছে। (৪৫ ক,খ) ও (৪৬ ক, খ)-তে সরল বাক্য এবং গ্রন্থনরীতি (৪৫ গ-চ) ও (৪৬ গ-চ)-তে নির্দেশিত। (৪৫ঘ)-তে দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যের গ্রন্থন এবং (৪৫ঙ)-তে প্রথম বাক্যের মধ্যে দ্বিতীয় বাক্যের গ্রন্থনরীতি নির্দেশিত। (৪৬ গ-চ) বাক্যগুলি পূর্ণ গ্রন্থনরীতি নির্দেশ করে না। মুখ্য বাক্য থেকে সম-শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জিত হওয়ার পর একটি বাক্য অন্য বাক্যের অভ্যন্তরে আংশিকভাবে গ্রথিত হয়েছে। (৪৬ ঙ-চ)-এ আংশিক গ্রন্থন-রীতি নির্দেশিত যেখানে দ্বিতীয় বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ভদ্রমহিলা আপেক্ষিক সর্বনাম তিনি-র পরিবর্তে বর্জিত হয়েছে। (৪৬ঘ)-তে দ্বিতীয় বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যের গ্রন্থন লক্ষ্য করা যায় এবং (৪৬ঙ)-তে দ্বিতীয় বাক্যের স্থানে প্রথম বাক্য সঞ্চালিত হয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য আপেক্ষিক সর্বনামের পরিবর্তে বর্জিত হয়েছে।

যে-ভাবে একটি বাক্য অন্য বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হয় তা বাক্যতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যেও বর্ণনা করা যায়। জটিল বাক্যের প্রথমে, মধ্যে বা অন্ত্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুনো'কে (১৯৭৪) অনুসরণ করে বলা যায় যে গ্রন্থন সাধারণভাবে উত্তর-গ্রন্থন, মধ্য-গ্রন্থন ও দক্ষিণ-গ্রন্থন হতে পারে, এবং এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থনরীতিই বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে দেখান সম্ভব। কুনো'র (১৯৭৪ঃ১১৮) মতে কর্তাকর্মক্রিয়ামূলক বাক্যরীতি ব্যবহৃত ভাষায় মধ্য-গ্রন্থন বাক্যের বোধ-গম্য ক্ষমতা খর্ব বা হ্রাস করে। বাংলার ক্ষেত্রে এই মত প্রযোজ্য নয়। বাংলা কর্তাকর্মক্রিয়া বাক্যরীতির ভাষা হলেও বাম-গ্রন্থন ও ডান-গ্রন্থনের

মত মধ্য-গ্রন্থনও ভাষার বোধগম্য ক্ষমতা হ্রাস করেনা। নীচের উদাহরণে এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থনরীতি দেখান হয়েছে।

২.১.১০.১ বাম-গ্রন্থন

(৪৭) [যে-ছেলেটা এসেছিল], সে আমার অপরিচিত

(৪৭) সংখ্যক উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে-ছেলেটা এসেছিল মুখ্য বাক্য সে আমার অপরিচিত-র বামদিকে গ্রন্থিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থন-রীতি শুধুমাত্র নির্দেশক সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশেই লভ্য।

২.১.১০.২ মধ্য-গ্রন্থন

(৪৮) ছেলেটা, [যে এসেছিল], সে আমার অপরিচিত

ওপরের উদাহরণের মাধ্যমে নির্দেশিত হয় যে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে মধ্য-গ্রন্থনও সমভাবে প্রয়োগ সম্ভব। (৪৮)-এ যে এসেছিল সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্য ছেলেটা আমার বন্ধু-র মধ্যে মধ্য গ্রন্থিত। মধ্য-গ্রন্থন শুধুমাত্র অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে প্রয়োগ করা যায়।

২.১.১০.৩ ডান-গ্রন্থন

(৪৯) দুর্ঘটনায় মারা গেছে সে-লোকটা, [যে আঙুর বিক্রি করত]

ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে বাংলায় ডান-গ্রন্থনও সম্ভব যেখানে মুখ্য বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (৪৯)-এ যে আঙুর বিক্রি করত এই সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্য দুর্ঘটনায় গতকাল মারা গেছে লোকটা-র মধ্যে ডান-গ্রন্থন নির্দেশ করে।

২.২ নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ

২.২.১ নামবাক্যাংশের অবস্থান

জটিল বাক্যের বিভিন্ন অংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রকৃত বিভাজন এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য কোন্ অবস্থায় সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য হবে,

এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সর্বনামীয় বাক্যাংশগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এদিক থেকে বিচার করলে সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে নামবাক্যাংশের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিনান ও কমরি'র (১৯৭৭, ১৯৭৯ক, ১৯৭৯খ) নামবাক্যাংশের অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সর্বনামীয় বাক্যাংশ দ্বারা নামবাক্যাংশের গুণপ্রকাশগত দিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। তাঁদের নিরীক্ষা সাধারণত সর্বনামীয় বাক্যাংশের অর্থগত দিকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনের বিভিন্ন কৌশলের পার্থক্য নির্দেশের ক্ষেত্রে তিন প্রকার ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের বিধিনিষেধের প্রস্তাব করেছেন (১৯৭৭:৬৭)। এই বিধিনিষেধ নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৫০) the book that Robin likes

(৫০) সংখ্যক উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশিত, যেখানে দি বুক হচ্ছে সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য, রবিন লাইক্স হচ্ছে সীমাবদ্ধকরণ বাক্যাংশ এবং রবিন লাইক্স ইট সীমাবদ্ধকরণ বাক্যের অন্তর্ভাগীয় গঠন। সর্বনামীয় বাক্যাংশ কৌশল সীমাবদ্ধকরণ বাক্যাংশের ব্যবহারের স্থানের ওপর নির্ভরশীল এবং স্থানানুযায়ী তা তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন: বিশেষ্যপূর্ব, বিশেষ্যউত্তর ও অন্তর্ভাগীয়। যদি সীমাবদ্ধকরণ বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা বিশেষ্যপূর্ব কৌশলরূপে পরিচিত। যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা বিশেষ্যপরবর্তী কৌশল হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং অন্তর্ভাগীয় কৌশলের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধকরণ বাক্যাংশের অভ্যন্তরেই শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিভিন্নভাবে গঠন করা সম্ভব এবং এই গঠন-প্রকৃতি দু'টি দিকের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর কিনা; এবং দ্বিতীয়ত, সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের স্থানের ওপর। সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের তিনশ্রেণীর কৌশলই (বিশেষ্যপূর্ব, বিশেষ্যপরবর্তী ও অন্তর্বর্তী) বাংলায় লক্ষ্য করা যায়, যদিও অন্তর্বর্তী কৌশলের তুলনায় বিশেষ্যপূর্ব ও বিশেষ্যপরবর্তী কৌশল অনেক সাধারণ। সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে কিনান ও

কমরি বর্ণিত ত্রয়ী কৌশল নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে নির্দেশিত।

(৫১) ক. বিশেষ্যপরবর্তী সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল
লোকটা, যে তাস খেলছে, সে খ্যাতিমান খেলোয়ার

খ. বিশেষ্য-পূর্ব সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল
যে তাস খেলছে, সে-লোকটা আমাদের প্রতিবেশী

গ. অন্তর্বর্তী সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল
আমি যে-দুটো পুতুল কিনেছিলাম, তা মউকে দিয়েছি

(৫১ক) উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য লোকটা সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে তাস খেলছে-র বিশেষ্য পূর্ব ব্যবহার নির্দেশ করে। (৫১খ)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে তাস খেলছে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য লোকটা-র পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ্য-পূর্ব সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল নির্দেশ করেছে। অন্তর্বর্তী সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল নির্দেশের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য পুতুল সর্বনামীয় বাক্যাংশ আমি যে পুতুল কিনেছিলাম-এর অভ্যন্তরে ব্যবহৃত (৫১গ)। (৫১গ) উদাহরণে মুখ্য বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্বর্তীয় বাক্যাংশকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আলোচ্য উদাহরণে অন্তর্বর্তীয় বাক্যাংশ আমি যে দুটো কিনেছিলাম-এর পূর্বে ব্যবহৃত। কিনেছিলাম বাক্যে অন্তর্ভুক্ত অ-শূন্য উপাদান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যেহেতু সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে, সেজন্য অনেক সময় বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ত্রয়ী কৌশলের নির্দেশনা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন কৌশলের বহির্ভাগস্থ সীমারেখা যে-ভাবে (৫১)-তে দেখান হয়েছে. তা থেকে বলা যায় যে, যখন সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয় (৫১ক), তার প্রেক্ষিতে সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিশেষ্য-পরবর্তী কৌশল বর্তমান আলোচনায় নির্দেশ করা হয়েছে। যখন মুখ্য বাক্যে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পরে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় (৫১খ), তখন তা বিশেষ্য-পূর্ব কৌশল রূপে নির্ণীত হবে। অন্তর্বর্তী কৌশলের ক্ষেত্রে নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর যখন সাধারণত সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়, তখনই

তা এই শ্রেণীর কৌশল নির্দেশ করতে সক্ষম (৫১গ)। এই কৌশলে সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

২.২.২ অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ

সার্বজনীন ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কিনান ও কমরি (১৯৭৭ : ৬৬) অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করে বিভিন্ন ভাষার নামবাক্যাংশের নির্ভরতা সম্পর্কিত দিক নির্দেশ করেছেন। অধিগতকরণ ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন কৌশলের বর্ণনা দেয়, যা সর্বনামীয় করণের বাঁ থেকে ডান দিক পর্যন্ত সমস্ত দিকের অনুমতি দেয়। এই প্রক্রিয়া একটি সদৃশ বস্তুর দলের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত করে রেখে আলোচনা করা যায়। তাঁদের মতানুসারে তিনটি বিশ্বজনীন শর্ত এ-ভাবে বর্ণনা করা যায় :

(৫২) ক. কোন ভাষায় অবশ্যই একটি প্রাথমিক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল থাকতে হবে।

খ. যদি কোন ভাষা নিম্নাবস্থায় প্রাথমিক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়, তাহলে (ওপরে যে-ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সেই ভাষা অবশ্যই উচ্চ অবস্থানগুলিতেও এই সূত্র প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। এই সম্বন্ধবাচকতা কৌশল নির্দেশ করে যে, যে-কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল অধিগতকরণ ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অবিচ্ছিন্ন শব্দাংশের প্রয়োগ সম্ভব।

গ. অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের একটি বিন্দুতে প্রাথমিক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ গঠনের কৌশল প্রয়োগ সম্ভব হলে তখন কোন নিম্নতম বিন্দুতে প্রয়োগ করা হলে তা পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারে।

বাংলার ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত (৫২ক) পরিপূরণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নেই। বাক্যের প্রথমাংশে (যেখানে কর্তা ব্যবহৃত হয়) সেখানে সমস্ত প্রকারের নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণ সম্ভব। দ্বিতীয় বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে নির্দেশিত হয় যে, যদি কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের

কৌশল তুলনীয় কর্ম, সম্বন্ধপদীয় নামবাক্যাংশ, বক্রকর্ম, এবং গৌণ কর্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে তা অনায়াসেই মুখ্য কর্ম ও কর্তার স্থানে প্রয়োগ করা সম্ভব। ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ অধিগতকরণের সমস্ত স্থান বাংলা সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগযোগ্য। বাংলার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিধি-নিষেধ অনায়াসেই অবজ্ঞা করা চলে, যেহেতু ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণের সমস্ত স্থান সহজেই এতে অধিগত করা সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে কোন নামবাক্যাংশের বর্জনের ফলে স্থানচ্যুত হওয়ার বিন্দু নেই।

কিনান ও কমরি (১৯৭৭) অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস যে-ভাবে বহির্ভাগস্থ সীমারেখা করে দেখিয়েছেন, সেখানে ছ'শ্রেণীর নামবাক্যাংশের স্থান লক্ষ্য করা যায়, এবং এগুলি বাংলায় প্রত্যক্ষভাবে সর্বনামীয়করণের গঠনাংশে নির্দেশ করা সম্ভব। এই ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী, যে নামবাক্যাংশ বাক্যের বাঁ দিকে অবস্থান করে তা ডানদিকে অবস্থিত যে-কোন নামবাক্যাংশের তুলনায় সর্বনামীয়করণে অপেক্ষাকৃত সহজতর বলে বিবেচিত। যে-সব নামবাক্যাংশ বাক্যের একেবারে বাঁ ও ডানদিকে অবস্থিত নামবাক্যাংশের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থিত, সেগুলি যে-কোন ভাষায় প্রাথমিক কৌশলের ক্ষেত্রে স্থানচ্যুত রূপে চিহ্নিত। যে-ভাবে এগুলি অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগে অন্তর্ভুক্ত থাকে তা-এভাবে দেখান যায় ঃ

(৫৩) অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ

কর্তা >মুখ্য কর্ম >গৌণকর্ম >তির্যক কারক ভুক্ত নামবাক্যাংশ > সম্বন্ধপদ >তুলনীয় কর্ম

[>এই চিহ্ন বাক্যে অধিকতর অধিগতকরণ বস্তু নির্দেশ করে]

উপরোক্ত (৫৩) ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণের ভিত্তিতে. নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের বিন্যাস (যা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন করে) নির্দেশ করা যায়।

২.২.২.১ কর্তার সম্বন্ধবাচকতা

(৫৪) ক. ভদ্রমহিলা, যিনি গান গাইছেন, তিনি নারীত্বে বিশ্বাসী

খ. আমার বন্ধু, যিনি সাহিত্যিক, তিনি রাজশাহী কলেজের অধ্যাপক

২.২.২.২ মুখ্য কর্মের সম্বন্ধবাচকতা

(৫৫)ক. ময়না মাছ রাঁধছে, যা মঞ্জুলা খেতে ভালবাসে

খ. ময়না বই পড়ছে, যা মঞ্জুলা সকালে কিনে এনেছে

(৫৫ক) ও (৫৫খ) উদাহরণের সাহায্যে মুখ্য কর্মের সর্বনামীয়-করণের কৌশল নির্দেশিত। উপরোক্ত বাক্য দুটিতে মাছ ও বই মুখ্য কর্মরূপে ব্যবহৃত এবং মুখ্য বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে সংরক্ষিত। অন্যক্ষেত্রে, সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য দু'টি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা-র পরিবর্তে বিলুপ্ত।

২.২.২.৩ গৌণকর্মের সম্বন্ধবাচকতা

বাংলায় গৌণকর্ম সাধারণত মুখ্য কর্মের আগে ব্যবহৃত হয়, যদিও ব্যবহার ভেদে অনেক সময় গৌণকর্ম মুখ্য কর্মের পর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গৌণকর্মের সর্বনামীয়করণ নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৫৬) ক. মেয়েটা, যাকে আমি বই দিয়েছিলাম, সে আমার সহপাঠী

খ. লোকটা, যাকে রওশন টাকা দেয়, সে গরীব ব্যবসায়ী

উপরোক্ত উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য মেয়েটা আর লোকটা (৫৬ক) ও (৫৬খ)-তে গৌণকর্মরূপে অন্তর্ভুক্ত। সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে উপরোক্ত গৌণকর্ম বর্জিত হয়ে যাকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

২.২.২.৪ তির্যক কর্মের সম্বন্ধবাচকতা

কিনান ও কমরি (১৯৭৭:৬৬) প্রধান তির্যক কারকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যে-সব নামবাক্যাংশ 'মুখ্য বিধেয়ের যুক্তি নির্দেশ করে' তার উল্লেখ করেছেন। যেমন:

(৫৭) ক. মৌটুসী যে-আলমারির মধ্যে বই রেখেছিল, তা ভেঙ্গে গেছে

(৫৭ক)-তে তির্যক কারকের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ক্ষেত্রে আলমারির ব্যবহৃত, অন্যপক্ষে যা বাক্যের বিধেয়ের যুক্তি প্রকাশ করেছে। আল-

মারি (র) শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে বাক্যে ব্যবহৃত, যা মুখ্য বাক্যে অপ্রাণীবাচক তা সর্বনাম দ্বারা বর্জিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তির্যক নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে অধিকরণ ও সহগমনকারী নামবাক্যাংশের উপস্থাপনা করা যায়। এগুলি অন্যান্য রূপমূলের সঙ্গে (যা অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়) সংযুক্ত করে সর্বনামীয়করণ সম্ভব। নীচের উদাহরণের সাহায্যে অধিকরণ ও সহগমনকারী নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণ দেখান হয়েছে।

(৫৭) খ. অধিকরণ নামবাক্যাংশ

অ. [মেঝে [মেঝোতে আমি বসেছিলাম]] ধূলোতে ভর্তি

আ. [মেঝে [যেখানে আমি বসেছিলাম] তা ধূলোতে ভর্তি

গ. সহগমনকারী নামবাক্যাংশ

লোকটা যার সঙ্গে আমি পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলাম,
সে আমার পরিচিত

(৫৭খ)-তে যে-ভাবে অধিকরণ নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণ সম্ভব তা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে মুখ্য নামবাক্যাংশ মেঝে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে প্রচলিত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (যেখানে) দ্বারা বর্জিত হয়েছে। উদধৃত বাক্যে প্রচলিত সর্বনামীয় বাক্যের মত মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর আপেক্ষিক সর্বনাম তা ব্যবহৃত। (৫৬গ)-তে সহগমনকারী নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য লোকটা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যার পরিবর্তে বর্জিত। (৫৬খ) এর মত, (৫৭গ)-ও মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার নির্দেশ করে। প্রদত্ত উদাহরণের সাহায্যে একথা বলা যায় যে অধিকরণ নামবাক্যাংশ বাংলায় নিয়মিত সংযোগ-বাচক সর্বনাম ছাড়াই সর্বনামীয়করণ সম্ভব।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে যেখানে (৫৭খ-তে অন্তর্ভুক্ত) ও যখন প্রকৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম নয়। এই রূপমূলগুলির গঠনগত দিক বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের বিশেষণিক ব্যবহার নির্দেশ করে। যেখানে যে + খানে এবং যখন য + খন এইভাবে নির্দেশ করা সম্ভব। রূপমূলগুলির গঠন-প্রকৃতি থেকে বোঝা যায় যখন কোন অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে অন্য কোন অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য সহযোগে উপসর্গ

যুক্ত হয়, তখন এগুলি সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। আপেক্ষিক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত তখন রূপমূলও উপ-রোক্তভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। কেননা, যখন রূপমূলের বিপরীতে এর গঠনগত রূপ বিশেষণিকের ব্যবহার নির্দেশ করে (এ-বিষয়ে পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তখন ত+খন (সেই সময়) এই গঠনগত প্রকৃতি নির্দেশ করে। খন (ক্ষণ) বাংলায় স্বাধীন রূপমূলরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

২.২.২.৫ সম্বন্ধপদ নামবাক্যাংশের সম্বন্ধবাচকতা

(৫৮) ক. ময়না, যার শাড়ি আমি ধার করেছিলাম, সে আমার পুরোন বান্ধবী (তার বাড়ি আমাদের কাছেই)

খ. মউ, যার পুতুল আমি নিয়েছিলাম, সে আমার সহপাঠী (তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে)

উপরোক্ত উদাহরণে ময়না ও মউ মুখ্য বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে সমশ্রেণীর বিশেষ্য বর্জিত হয়ে সম্বন্ধপদ সর্বনামীয় রূপমূল যার তার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সে (তার) বর্জিত নামবাক্যাংশের আপেক্ষিকতা নির্দেশ করেছে।

২.২.২.৬ তুলনীয় কর্মের সম্বন্ধবাচকতা

(৫৯) ক. রওশন, যার চেয়ে মঞ্জুলা লম্বা, সে কলেজের অধ্যাপিকা

খ. বাড়িটা, যার চেয়ে গাছটা ছোট, তা আমাদের

(৫৯ক)-এ রওশন হচ্ছে তুলনীয় কর্ম, যার সঙ্গে মঞ্জুলার তুলনা করা হয়েছে। (৫৯খ)-তে তুলনীয় কর্ম হচ্ছে বাড়িটা, যার সঙ্গে গাছ-এর তুলনা করা হয়েছে। রওশন ও বাড়িটা হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য, যা পরবর্তী পর্যায়ে সর্বনামীয় বাক্যে যার দ্বারা বর্জিত।

২.২.৩ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল

কিনান ও কমরি'র (১৯৭৭ ঃ ৬৭-৯৫) ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগত-করণের ত্রয়ী সূত্রের উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রাথমিক

সর্বনামীয়করণের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁরা কতকগুলো ভাষায় সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল এবং সেই সঙ্গে তাদের সর্বনামীয়করণের স্থান নির্দেশ করেছেন। তাঁদের আলোচনায় বাংলা অন্তর্ভুক্ত না হলেও, বাংলার সহোদর স্থানীয় ভাষা হিন্দি অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যদিও বাংলা ও হিন্দি সংগোত্রীয় ভাষা, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উভয় ভাষার বাক্যরীতি ও রূপমূল গঠনের প্রকৃতি সমধর্মীয় নয়। কিনান ও কমরি উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলার জন্য নিম্নলিখিত ছক প্রণয়ন করে সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল ও সম্বন্ধবাচকতার স্থানগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে।

(৬০)

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল	সম্বন্ধবাচকতার স্থান					
	কর্তা	গৌণ কর্ম	মুখ্যকর্ম	তির্যক কর্ম	সম্বন্ধ পদ	তুলনীয় কর্ম
১. বিশেষ্যপূর্ব, + কারক	+	+	+	+	+	+
২. বিশেষ্য-উত্তর, + কারক	+	+	+	+	+	+
৩. অন্তর্বর্তী, + কারক	+	+	±	+	+	+

(৬০) ছকে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল এবং তার সঙ্গে তাদের সম্বন্ধবাচকতার স্থানগুলি যে-ভাবে দেখান হয়েছে তা নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে বর্ধিত করা যায়।

২.২.৩.১ বিশেষ্যপূর্ব + কারক

(৬১) ক. কর্তার স্থান ঃ

সকাল বেলায় যে এসেছিল, সে-মেয়েটা চলে গেছে

খ. মুখ্য কর্মের স্থান ঃ

তুমি যাকে দেখেছিলে, সে-মেয়েটা আমার বান্ধবী

গ. গৌণকর্মের স্থান ঃ

আমি যাকে বই দিয়েছিলাম, সে-মেয়েটা আমার বান্ধবী

ঘ. তির্যক কারক নামবাক্যাংশের স্থান ঃ
মউ যেখানে আংটি রেখেছে, সে-বাক্সটা দেখতে সুন্দর

ঙ. সম্বন্ধপদ বাক্যাংশের স্থান ঃ
আমি যার বই ধার করেছিলাম, সে-মউ আমার বান্ধবী

চ. তুলনীয় কর্মের স্থান ঃ
যার চেয়ে মউ লম্বা, সে-মেয়েটা আনিতার বোন

২.২.৩.২ বিশেষ্য-উত্তর, + কারক

(৬২) ক. কর্তার স্থান ঃ
সকালবেলায় মেয়েটা, যে এসেছিল, সে চলে গেছে

খ. মুখ্যকর্মের স্থান ঃ
মেয়েটা একটা পুতুল কিনেছে, যা দেখতে সুন্দর

গ. গৌণকর্মের স্থান ঃ
আমি মেয়েটা, যাকে বই দিয়েছিলাম, সে আমার বান্ধবী

ঘ. তির্যক কারক নামবাক্যাংশের স্থান ঃ
আমি বাক্স, যার ভেতরে আংটি রেখেছিলাম, সেটা নতুন

ঙ. সম্বন্ধপদ নামবাক্যাংশের স্থান ঃ
দোকানের মালিক, যাঁর রমনায় একটা দোকান আছে তিনি বেশ ভদ্র

চ. তুলনীয় কর্মের স্থান ঃ
মেয়েটা, যার চেয়ে মৌটুসী লম্বা, সে আনিতার বোন

২.২.৩.৩ অন্তবর্তী, + কারক

(৬৯) ক. কর্তার স্থান ঃ
চিড়িয়াখানায় যে-হরিণটা আছে, তা সুন্দরবন থেকে আনা

খ. মুখ্যকর্মের স্থান ঃ
ময়না, যে-বইটা নতুন, সেটা পড়ছিল

গ. গৌণকর্মের স্থান ঃ
ময়না একটা বই মউ যাকে দিয়েছিল, সে তার বান্ধবী

ঘ. তির্যক কারক নামবাক্যাংশের স্থান ঃ

মউ যে বাক্সের মধ্যে আংটি রেখেছে, তা দেখতে সুন্দর

ঙ. তুলনীয় কর্মের স্থান ঃ

যে-মেয়েটার চেয়ে মউ লম্বা, সে আনিতার বোন

ওপরের উদাহরণগুলিতে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল ও সম্বন্ধবাচকতার স্থান দেখান হয়েছে। এর সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে বাংলায় সম্বন্ধবাচকতার জন্য নামবাক্যাংশগুলি ত্রয়ী কৌশলের যে-কোনটিতে ব্যবহৃত হতে পারে (অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য-পূর্ব, বিশেষ্য-উত্তর ও অন্তর্বর্তী স্থানে)। সাধারণত সম্বন্ধপদ ও গৌণকর্মের স্থানের অন্তর্বর্তী কৌশল ছাড়া অন্য যে-কোন স্থানে সহজেই ব্যবহার করা যায় (৬৯গ-তে গৌণকর্মের স্থান নির্দেশ করা হলেও উদাহরণ থেকে বোঝা যায় এই প্রয়োগ সব সময় সম্ভব নয় এবং প্রদত্ত উদাহরণও তেমন স্পষ্ট নয়)। এখানে পূর্বের মন্তব্য পুনরুক্ত করে বলা যায় যে কিনান-কমরি'র আদর্শ বাংলায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কতকগুলো অসুবিধা বিদ্যমান। তার কারণ, সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সঙ্গে অথবা মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে কিংবা অপ্রধান গঠনের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম ছাড়া ব্যবহৃত হতে পারে। অন্তর্বর্তী বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ব্যবহার-রীতি যে-ভাবে (৬৩) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় যে অন্তর্বর্তীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের উপরোক্ত পরিস্থিতির জন্য বর্তমান আলোচনায় অন্তর্বর্তী বাক্যাংশের স্থান সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আগে বা পরে ব্যবহারের রীতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে নিম্নলিখিতভাবে এই বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি বিবেচ্য হয়েছে ঃ আমি একটা হরিণ দেখেছিলাম। এখানে অন্তর্বর্তী বাক্যাংশে হরিণ কর্তার পরে ও ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম হরিণ-এর আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে (দ্রষ্টব্য ঃ ৫১গ)। এই শ্রেণীর গঠনপ্রকৃতি জার্মান ভাষায়ও লক্ষ্য করা যায় যেখানে জার্মান বাক্য ইংরেজি বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বাক্যরীতি নির্দেশ করে (যেমন ইংরেজি 'আই স এ

ডিয়ার'—ইংরেজিতে 'ডিয়ার' বাক্য শেষে ব্যবহৃত হওয়ায় তা অন্তর্বর্তী গঠন নির্দেশ করে না; কিন্তু জার্মান ভাষায় 'ইখ্ দাস দের সাগেন' গঠন প্রকৃতি বাংলার সমধর্মীয়)।

২.২.৪ কিনান ও কমরির সাম্প্রতিক আলোচনা

পরবর্তী পর্যায়ে কিনান ও কমরি (১৯৭৯ক) ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণ সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বিশেষতঃ হিন্দিতে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ওপর তাঁদের মন্তব্য বিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমত, সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে হিন্দিতে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের বাঁ পাশে অবস্থান করে এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশ সূচিত হয়। এক্ষেত্রে, নামবাক্যাংশ ও সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে একই পদান্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়। সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য ক্রিয়ার বাঁ অথবা ডানদিকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কিনান ও কমরি (১৯৭৯ কঃ ৩৩৮) হিন্দি থেকে একটা উদাহরণ দিয়েছেন যা মুখ্য ক্রিয়ার ডানপাশে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলায় একই প্রক্রিয়ার সাহায্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হতে পারে; কিন্তু এক্ষেত্রে হিন্দির সঙ্গে বাংলার গঠনগত ঐক্য পরিলক্ষিত হলেও (বিশেষ্যের পর কর্মপ্রবচনীয় সহ), অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দির সঙ্গে বাংলার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উভয় ভাষার বাক্যরীতির সঙ্গে তুলনা ও সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশলের ক্ষেত্রে নীচে সমশ্রেণীর উদাহরণের সাহায্যে উভয় ভাষার সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে (হিন্দির উদাহরণ কিনান ও কমরি'র আলোচনা থেকে গৃহীত)

(৬৪) ক. বাংলা

মিথুন সেই ছুরিটা দেখেছিল, যা দিয়ে ঐ লোকটা মুরগি কেটেছিল

খ. হিন্দি

রাম নে উস চাকু কো দেখা জিস সে উস আদমি নে মুরগি কো মারা থা

উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে যে বাংলায় হিন্দির মত কোন পদান্বয়ী অব্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে (মিথুন, ছুরি, মুরগি) ব্যবহৃত হয়নি।

কিনান ও কমরি (১৯৭৯ক ঃ ৩৩৮) হিন্দিতে সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের অন্য একটি কৌশল নির্দেশ করেছেন, যেখানে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য নামবাক্যাংশের স্থানে ব্যবহৃত (যেখানে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরিবর্জনের মাধ্যমে সংযোগ-বাচক সর্বনাম ব্যবহৃত) এবং মুখ্য বাক্য সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের পরে অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের প্রক্রিয়া বাংলায়ও লভ্য। নীচে বাংলা ও হিন্দির উদাহরণের সাহায্যে উভয় শ্রেণীর বাক্যের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে (হিন্দির উদাহরণ কিনান ও কমরি'র আলোচনা থেকে সংগৃহীত)।

(৬৫) ক. বাংলা

লোকটা যে ছুরি দিয়ে মুরগি কেটেছিল তা/সেটা (সেই ছুরিটা) মিথুন দেখেছিল

খ. হিন্দি

আদমি নে জিস চাকু সে মুরগি কো মারা থা, উস চাকু কো রাম নে দেখা

বাংলা ও হিন্দি বাক্যের গঠনপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলায় আপেক্ষিক উপাদান তা/সেটা ছুরি-র পরিবর্তে অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে হিন্দিতে ছুরি ব্যবহৃত। অবশ্য বাংলায় আপেক্ষিক সর্বনাম তা/সেটা-র পরিবর্তে হিন্দির মত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছুরি ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর বাক্যরীতি সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নয়।

কিনান ও কমরি'র (১৯৭৭, ১৯৭.ক, ১৯৭৯খ) নামবাক্যাংশের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণ প্রধানত ব্যাকরণের ঐতিহ্যগত সূত্রের ওপর সংস্থাপিত। আলোচনার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তাঁরা সূত্রগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে অর্থগত দিক আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২.২.৫ ম্যাক্সওয়েলে'র প্রস্তাব

গিভন'কে (১৯৭৫) অনুসরণ করে ম্যাক্সওয়েল (১৯৭৯) সম্বন্ধবাচকতা ও নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ সম্পর্কে কৌশলের নবতর সূত্রের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছেন। তিনি আলোচনার প্রথমে গিভন প্রস্তাবিত কৌশল-

গুলি সংশোধনাকারে ও বর্ধিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। গিভন প্রস্তাবিত সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশল এক ধরনের ক্রিয়ামূলক শ্রেণীকরণ এবং ভাষার বহির্ভাগীয় গঠনগত উপাদানের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সাধারণভাবে কিনান ও কমরি অনুসৃত প্রস্তাবমালার সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নয়। গিভনের প্রস্তাবিত কৌশলগুলি নিম্নলিখিত বিভাজন ক্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত : শব্দ গঠন কৌশল, বৈসাদৃশ্য কৌশল, পশ্চাৎপ্রসঙ্গ নির্দেশক সর্বনামীয় কৌশল, সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ কৌশল এবং অ-খর্বীকরণ কৌশল। যদিও তিনি বিশেষ্য-পূর্ব ও বিশেষ্য-উত্তর বাক্যাংশ বিচারের মান ব্যবহার করেছেন, তাঁর নামবাক্যাংশে সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ম্যাক্সওয়েল সর্ব-নামীয় বাক্যাংশ বিচারণার ক্ষেত্রে যে কৌশলের উল্লেখ করেছেন তা কিনান ও কমরি'র কৌশলের প্রায় সমস্থানীয়। ম্যাক্সওয়েলে'র (১৯৭৯ : ৩ : ৯) অ-খর্বীকরণ কৌশল কিনান ও কমরি'র অন্তর্বর্তী (+ কারক) কৌশলের সমস্থানীয়। গিভন ও ম্যাকসওয়েলে'র কৌশলের মধ্যে মুখ্য পার্থক্য হচ্ছে যে, গিভনে'র শ্রেণীকরণ বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত আর ম্যাকসওয়েলে'র প্রস্তাব রূপান্তরমূলক সূত্র, যেমন বর্জন (শব্দক্রম কৌশলের পরিবর্তে), সর্বনামীয়করণ (পশ্চাৎপ্রসঙ্গ নির্দেশক সর্বনাম কৌশলের পরিবর্তে), সঞ্চালন সূত্রের একত্রীকরণ এবং রূপান্তর (সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পরিবর্তে) ব্যবহৃত। যে-ভাবে কিনান-কমরি'র সঙ্গে গিভন-ম্যাকসওয়েলে'র সূত্রীকরণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা নীচে নির্দেশ করা যেতে পারে।

(৬৬)

	কিনান-কমরি	গিভন-ম্যাকসওয়েল	রূপান্তরমূলক
বাংলা	অন্তর্বর্তী, + কারক	অ-খর্বীকৃত কৌশল	মূলদেশ-উৎপাদিত

গিভনে'র কারক-রীতিভুক্ত কৌশল বাংলায় যে-ভাবে প্রযোজ্য তা নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায় :

(৬৭)

	সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন কৌশল	সম্বন্ধবাচকতার বিভিন্ন স্থান					
		কর্তা	গৌণ কর্ম	মুখ্য কর্ম	তির্যক কর্ম	সম্বন্ধ পদ	তুলনীয় কর্ম
বাংলা	১. সম্বন্ধবাচকতার কৌশল	+	+	+	+	+	+
	২. অ-খর্বীকরণ কৌশল	+	+	+	+	+	+

কিনান ও কমরি'র সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের সূত্রের মত গিভন-ম্যাকসওয়েলে'র সূত্রও বাংলায় প্রয়োগ করা সম্ভব। বর্তমান আলোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সূত্রগুলি বাংলায় প্রয়োগ করে উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়নি।

কিনান ও কমরি'র (১৯৭৯খ) ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণ সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েল যে সমালোচনা করেন, তাঁরা বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে তা খণ্ডন করেছেন। তাঁদের শেষতম আলোচনায় (১৯৭৯খ, ৬৫১), তাঁরা শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণের বিধি-নিষেধের ক্ষেত্রে একটি 'শক্তিশালী রূপ' নির্দেশ করেছেন। তাঁদের আলোচনায় দু'টি স্থান সম্পর্কে যে-ভাবে বলা হয়েছে, তার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়ঃ

(৬৮) ক. কোন ভাষায় যদি ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণের সাহায্যে কোন একটি স্থানের সর্বনামীয়করণ সম্ভব হয়, তাহলে তার যে-কোন উচ্চতর স্থান অনায়াসে সর্বনামীয়করণ সম্ভব।

খ. যে-কোন ভাষায় অধিগতকরণের ক স্থান সর্বনামীয়করণ সম্ভব, কিন্তু ক-এর কোন নিম্নতম স্থান সর্বনামীয়করণ সম্ভব নয়।

কিনান ও কমরি'র (১৯৭৯খঃ ৬৫৮) সম্বন্ধবাচকতা কৌশলের সীমাবদ্ধ বাক্যাংশ ও নামবাক্যাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যদি কোন সীমাবদ্ধ বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষের পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাহলে তা নাম-পূর্ব কৌশল রূপে পরিগণিত হবে, যদি তা শীর্ষস্থানীয়

বিশেষ্য অনুসরণ করে তাহলে তা নাম-পরবর্তী কৌশল-রূপে চিহ্নিত, যদি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সীমাবদ্ধ বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে (এ সম্পর্কে আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে), তা অন্তর্বর্তী কৌশল রূপে গৃহীত। অন্যদিকে, ম্যাক্সওয়েলের প্রস্তাব শব্দক্রম কৌশল, সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ কৌশল এবং ব্যক্তিবাচক সর্বনামীয় কৌশলের ওপর উপস্থাপিত। ম্যাক্সওয়েলে'র শব্দ-ক্রম কৌশল কিনান-কমরি'র—কারক কৌশলের প্রায় সগোত্রীয়। সুতরাং, কিনান-কমরি'র কৌশল মুখ্যত ম্যাক্সওয়েলে'র সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও ব্যক্তিবাচক সর্বনামীয় কৌশল থেকে ভিন্নতর।

বর্তমান আলোচনায় কিনান-কমরি প্রস্তাবিত নামবাক্যাংশের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণের বিশ্লেষণ এবং বাংলায় তা যে-ভাবে প্রয়োগ সম্ভব তা নির্দেশ করা হয়েছে। ম্যাক্সওয়েলে'র তত্ত্ব এখনও পূর্ণ-ভাবে সম্প্রসারিত হয়নি বলে বর্তমান আলোচনায় প্রয়োগ করা হয়নি।

২.২.৬ অন্যান্য আলোচনা

কিনান-কমরি, গিভন ও ম্যাক্সওয়েল ছাড়াও অনেকে নামবাক্যাংশের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের অধিগতকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কোল ও অন্যান্য (১৯৭৭), রস (১৯৬৭) ও পার্লমুটার (১৯৭২) প্রস্তাবিত দ্বীপ বিধিনিষেধের ওপর নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ সম্পর্কিত কয়েকটি বিধি নিষেধের ওপর আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, দ্বীপ বিধিনিষেধ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব, যদি এক্ষেত্রে কোন বর্জন অথবা সঞ্চালন সূত্র ক্রিয়াশীল থাকে, অন্যথায় তা কোন ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কোল প্রমুখ বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দ্বীপ বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন যে, বর্জন ও সঞ্চালন অন্তর্ভুক্ত হলে সর্বনামীয়করণের সম্ভাবনা নির্দেশ করা যায়। বর্তমান আলোচনায় কোল প্রমুখ প্রস্তাবিত নামবাক্যাংশ অধিগতকরণ ও দ্বীপ বিধিনিষেধ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কেননা, সমশ্রেণীর সূত্র বর্তমান আলোচনার অন্যত্র প্রয়োগ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : ৬.৪.৬৩—৬.৪.৬.৪ যেখানে জটিল নামবাক্যাংশ ও বাক্যগত কর্তা সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিনান ও কমরি প্রস্তাবিত নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার জটিলতর গঠনের জন্য সর্বদা প্রয়োগসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে ইয়ো-র (১৯৭৭) বাহাসা মালয়েশিয়ার (মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা) ওপর আলোচনার উল্লেখ করা যায়। মালয়েশীয় ভাষায় কিনান–কমরি প্রস্তাবিত সূত্রগুলির অধিকাংশ সমপর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ডারবিলের মত ভাষার ক্ষেত্রেও নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ প্রয়োগও কষ্টসাধ্য তা ডিক (১৯৮০ : ১১৩) তাঁর গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন। চিংকে (১৯৮১:৩০৬) স্প্যানিশ ভাষার প্রেক্ষিতে অধিগতকরণের সংশোধিত নিম্নরূপের প্রস্তাব করেছেন :

(৬৯) কর্তা >মুখ্যকর্ম ▷বিধেয় নামবাক্যাংশ >সময়গত ক্রিয়া-বিশেষণক গৌণকর্ম >তির্যক কর্ম >সম্বন্ধপদ ▷তুলনীয় কর্ম

৩

সম্বন্ধবাচক সর্বনামের উপাদান

৩.০ ভূমিকা

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের সঙ্গে অন্যান্য রূপমূল, যেমন নির্দেশক, শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া অন্য বিশেষ্য, বিশেষণ সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে বাক্য-প্রথম ব্যবহৃত সংযোগ-বাচক সর্বনাম এবং মুখ্য বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে গঠিত হয়। বাংলায় একাধিক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বিদ্যমান এবং এগুলি সম্মান-সূচক, অসম্মান-সূচক, একবচন ও বহুবচন, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক ও অমনুষ্যবাচক বিশেষ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। বাংলায় সম্বন্ধসূচক ও আপেক্ষিক সর্ব-নাম সহযোগে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি অত্যন্ত নিয়মিত এবং সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত বহু ভাষার বাক্য-গঠনের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করে। নীচের আলোচনায়, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনাম-পূর্ব ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে নির্দেশক রূপমূল যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

বাংলায় দু'টি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এগুলি যথাক্রমে মনুষ্যবাচক যে (মনুষ্যবাচক ও সম্মানসূচক যিনি এবং অপ্রাণী-বাচক যে ঃ সম্মানসূচক যিনি অপ্রাণীবাচক যে মনুষ্যবাচক যে-র ভিন্ন-রূপ মাত্র এবং বাক্যে ব্যবহারগত পরিবর্তন ছাড়া যে-র অন্য দু'রূপের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই) এবং [-অপ্রাণীবাচক] বিশেষ্যের জন্য যা। বচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বনামগুলির সাযুজ্য বা ঐক্য নির্দেশ করে এবং মনুষ্যবাচক যে-র সঙ্গে তাঁর সহস্থানীয় সম্মানসূচক যিনি-র

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিনান ও কমরি প্রস্তাবিত নাম-বাক্যাংশের অধিগতকরণ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার জটিলতর গঠনের জন্য সর্বদা প্রয়োগসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে ইয়ো-র (১৯৭৭) বাহাসা মালয়েশিয়ার (মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা) ওপর আলোচনার উল্লেখ করা যায়। মালয়েশীয় ভাষায় কিনান–কমরি প্রস্তাবিত সূত্রগুলির অধিকাংশ সমপর্যায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ডারবিলের মত ভাষার ক্ষেত্রেও নাম-বাক্যাংশের অধিগতকরণ প্রয়োগও কষ্টসাধ্য তা ডিক (১৯৮০ঃ ১১৩) তাঁর গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন। চিংকে (১৯৮১ঃ৩০৬) স্প্যানিশ ভাষার প্রেক্ষিতে অধিগতকরণের সংশোধিত নিম্নরূপের প্রস্তাব করেছেন ঃ

(৬৯) কর্তা >মুখ্যকর্ম ▷বিধেয় নামবাক্যাংশ >সময়গত ক্রিয়া-বিশেষণক গৌণকর্ম >তির্যক কর্ম >সম্বন্ধপদ ▷তুলনীয় কর্ম

৩

সম্বন্ধবাচক সর্বনামের উপাদান

৩.০ ভূমিকা

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের সঙ্গে অন্যান্য রূপমূল, যেমন নির্দেশক, শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া অন্য বিশেষ্য, বিশেষণ সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে বাক্য-প্রথম ব্যবহৃত সংযোগ-বাচক সর্বনাম এবং মুখ্য বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত আপেক্ষিক সর্বনাম সহযোগে গঠিত হয়। বাংলায় একাধিক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বিদ্যমান এবং এগুলি সম্মান-সূচক, অসম্মান-সূচক, একবচন ও বহুবচন, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক ও অমনুষ্যবাচক বিশেষ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। বাংলায় সম্বন্ধসূচক ও আপেক্ষিক সর্ব-নাম সহযোগে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি অত্যন্ত নিয়মিত এবং সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত বহু ভাষার বাক্য-গঠনের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য নির্দেশ করে। নীচের আলোচনায়, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনাম-পূর্ব ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে নির্দেশক রূপমূল যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

বাংলায় দু'টি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এগুলি যথাক্রমে মনুষ্যবাচক যে (মনুষ্যবাচক ও সম্মানসূচক যিনি এবং অপ্রাণী-বাচক যে ঃ সম্মানসূচক যিনি অপ্রাণীবাচক যে মনুষ্যবাচক যে-র ভিন্ন-রূপ মাত্র এবং বাক্যে ব্যবহারগত পরিবর্তন ছাড়া যে-র অন্য দু'রূপের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই) এবং [-অপ্রাণীবাচক] বিশেষ্যের জন্য যা। বচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে সর্বনামগুলির সাযুজ্য বা ঐক্য নির্দেশ করে এবং মনুষ্যবাচক যে-র সঙ্গে তাঁর সহস্থানীয় সম্মানসূচক যিনি-র

পার্থক্য নির্দেশ করে। বাংলায় ব্যক্তি বাচক সর্বনামগুলিতে দ্বিতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক, অসম্মানসূচক ও সাধারণ [আপনি (সম্মানসূচক, তুমি (সাধারণ) ও তুই (অসম্মানসূচক] এবং তৃতীয় পুরুষের ক্ষেত্রে সম্মানসূচক ও সাধারণ [তিনি (সম্মানসূচক) ও সে (সাধারণ)] রূপভেদ বিদ্যমান। নীচের উদাহরণের সাহায্যে বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্বন্ধবাচক সর্বনামগুলি দেখান হয়েছে।

(১) ক. যে ঃ মনুষ্যবাচক ও সাধারণ
যিনি ঃ মনুষ্যবাচক ও সম্মানসূচক
যে ঃ —মনুষ্যবাচক
± অপ্রাণীবাচক
গ. যা ঃ —অপ্রাণীবাচক

৩.১.১ যে ঃ মনুষ্যবাচক ও সাধারণ

(২) ক. যে-ছেলেটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল, সে শাওনের ভাই
খ. আমাদের বাড়িতে যে-ছেলেটা এসেছিল, সে শাওনের ভাই

উপরোক্ত উদাহরণে সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের প্রথমে ও মধ্যে যে ব্যবহৃত (এখানে স্মর্তব্য যে এই শ্রেণীর বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়)। যে অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ

(২´) ক. ছেলেটা, যে আমার বন্ধু, সে বই পড়ছে
খ. মউ, যে রুবিক্‌স কিউব কিনেছে, সে আমার বান্ধবী

যে অপ্রাণীবাচক সর্বনামরূপেও ব্যবহৃত হতে পারে যদি কোন অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য তার পরে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ :

(৩) ক. যে-বইটা তুমি চাও, তা/সেটা তুমি পাবে
খ. যে-ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী, তা মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ

প্রদত্ত (৩) উদাহরণ ব্যাকরণসম্মত, কেননা যে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য বইটা ও ঢাকা-র পূর্বে ব্যবহৃত। নীচের উদাহরণে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের পরে অন্তর্ভুক্ত যে-র ব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার দিকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(৩´) ক. * বইটা, যে তুমি চাও, তা তুমি পাবে

খ. * ঢাকা, যে বাংলাদেশের রাজধানী, তা মসলিনের জন্য প্রসিদ্ধ

(৩´) সংখ্যক উদাহরণে যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যের অশুদ্ধ রূপের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে এই সর্বনাম শুধুমাত্র সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহার করা সম্ভব।

৩.১.২ যিনি : মনুষ্যবাচক ও সম্মানসূচক

যিনি যে সর্বনামের সম্মানসূচক রূপ হলেও, সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হওয়ার একই সুযোগপ্রাপ্ত নয়। যিনি সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হতে পারে না। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশে যিনি-র ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে।

(৪) ক. যিনি ভাত খাচ্ছেন, তিনি নিউমার্কেট থেকে ভাষাতত্ত্বের বই কিনতে এসেছেন

খ. আমাদের বাড়িতে যিনি এসেছিলেন, তিনি আগামীকাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক এ্যাশারের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন

উপরোক্ত উদাহরণে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যিনি-র পর কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়নি। দৃষ্টান্তে শীর্ষহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে ও মধ্যে যিনি-র অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যিনি-র পর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, এই শ্রেণীর বাক্য থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বর্জন সম্ভব নয়।

(৪) গ. ভদ্রলোক, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়ান, তিনি ভাষাতত্ত্বে গবেষণার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন

ঘ. ০ যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়ান, তিনি ভাষাতত্ত্বে গবেষণার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন

ঙ. * যিনি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একজন সাহিত্যিক

(৪ঘ) অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে অগ্রহণযোগ্য, যদিও তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে গ্রহণযোগ্য। (৪ ঙ) উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যিনি-র

পর কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে না। প্রদত্ত উদাহরণের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যিনি শুধুমাত্র (অ) অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যসহ এবং (আ) শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। এই সর্বনাম কোন সময় সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যসহ বহির্ভাগীয় গঠনাংশে ব্যবহৃত হতে পারে না।

৩.১.৩ যা ঃ অপ্রাণীবাচক

(৫) ক. যা তুমি চাও, তা তুমি পাবে

খ. গল্পের বইগুলো, যা তুমি চাইছ, তা পাবে

যা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ (৫ক) অথবা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষবিশেষ্যসহ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (৫খ) কিন্তু যা সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে না। তার কারণ, এই শ্রেণীর সর্বনাম তার পরে কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ব্যবহার অনুমোদন করে না।

৩.১.৪ যে ঃ — অমনুষ্যবাচক

± অপ্রাণীবাচক

(৬) ক. যে-বইটা তুমি চাও, তা তুমি পাবে

খ. যে-হরিণটা সুন্দর, সেটা আমি দেখেছিলাম

উপরোক্ত উদাহরণে (৬ক) যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে অপ্রাণীবাচক সর্বনামরূপে এবং প্রাণীবাচক সর্বনামরূপে (৬খ)-তে অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে নির্দেশকরূপে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ ছাড়া শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক অথবা শীর্ষযুক্ত অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে না। নীচের উদাহরণে শেষোক্ত দু'শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-র অব্যবহার নির্দেশিত।

(৬) গ. * যে তুমি চাও, তা তুমি পাবে

ঘ. * ০, যে চাও, তা তুমি পাবে

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনাম যে-ভাবে ব্যবহৃত হয়, তার সারাংশ নীচে দেওয়া হল ঃ

(৭) ক. মনুষ্যবাচক সাধারণ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে সীমাবদ্ধকর, অসীমাবদ্ধকর ও শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।

খ. যখন যে মনুষ্যবাচক বা প্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হয়, তখন তা মনুষ্যবাচক বা প্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম রূপে চিহ্নিত হয় এবং যে যখন কোন অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত হয় তখন তা অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনামে পরিণত হয় (যেমন : যে-লোকটা, যে হরিণটা, যে বইটা এবং লোকটা, যে ; হরিণটা, যে; * বইটা, যে)। যে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় এবং কোন সময়েই অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় না।

গ. সম্মানসূচক সর্বনাম যিনি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।

ঘ. অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা অসীমাবদ্ধকর অথবা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় এবং কখনো সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় না।

৩.২ বাংলায় যুগল সন্ধন্ধবাচক সর্বনাম

বাংলায় একক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ছাড়াও যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যা অন্য ভাষায় সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। যুগল সর্বনাম বহুবচন নির্দেশ করে, যদিও নিয়মিত একক সর্বনামের সঙ্গে বহুবচনের চিহ্ন যোগ করে বাংলায় বহুবচন নির্দেশ করা যায়। যখন কোন বাক্যে যুগল সর্বনাম সংযুক্ত হয়, তখন তা সাধারণ একক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (যুগল) পর আপেক্ষিক উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একক সর্বনামের মত যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনামের ক্ষেত্রেও চার শ্রেণীর সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

(৮) ক. যে-যে ঃ মনুষ্যবাচক ও সাধারণ

খ. যিনি-যিনি ঃ মনুষ্যবাচক ও সম্মানসূচক

গ. যে-যে ঃ —মনুষ্যবাচক
+প্রাণীবাচক

ঘ. যা-যা ঃ —প্রাণীবাচক

ঙ. একবচন ঃ বহুবচন

একবচন	বহুবচন
যে	যারা
যিনি	যাঁরা
যে	যে (কোন প্রকার বহুবচনের চিহ্ন যুক্ত হয় না)
যা	যা (,, ,,)

(৮ঙ)-তে নিয়মিত বিভক্তি ও প্রত্যয়ের সাহায্যে বহুবচন নির্দেশ করা হয়েছে। শুধু যা ও যে-র (অপ্রাণীবাচক) রূপ অপরিবর্তনীয়। নীচের উদাহরণে যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনামের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৯) ক. যে যে-লোক এসেছিল, সে সে চলে গেছে

খ. যে যে বই চাও, সে সে বই পাবে

গ. তুমি যা যা জিনিস চাও, তা তা পাবে

(১০) ক. ছেলেরা, যে যে খেলবে, সে সে এখানে এস

খ. ভদ্রলোক, যিনি যিনি এসেছিলেন, তিনি তিনি বই পেয়েছেন

গ. তুমি বইগুলো, যা যা চাও, তা তা নিতে পার

(১১) ক. যে যে এসেছিল, সে সে চলে গেছে

খ. * যে যে চাও, তা তা পাবে

গ. যিনি যিনি আসতে চান, তিনি তিনি আসতে পারেন

ঘ. তুমি যা যা চাইছ, তা তা পাবে

(৯) সংখ্যক উদাহরণে নিয়মিত সম্বন্ধবাচক সর্বনামগুলি যুগল সর্বনাম-রূপে ব্যবহৃত হতে পারে তা দেখান হয়েছে। যুগল সর্বনামগুলি সীমাবদ্ধকর, অসীমাবদ্ধকর ও শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। একমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় যিনি যিনি সর্বনামের ক্ষেত্রে। কেননা. এই সর্বনাম সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় না। তার কারণ কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য এই শ্রেণীর বাক্যাংশের পর অন্তর্ভুক্ত হয় না। (৯ক)-তে মনুষ্যবাচক যুগল সর্বনাম

যে যে, (৯খ) ও (৯গ)-তে অপ্রাণীবাচক যুগল সর্বনামের ব্যবহার নির্দেশিত। (১০) সংখ্যক উদাহরণে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনামের প্রয়োগ দেখান হয়েছে। যুগল সর্বনাম যে যে অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে যখন ব্যবহৃত হয় তখন বাক্য অশুদ্ধ হয়ে পড়ে (যেমন ঃ * বইগুলো, যে যে চাও, তা তা পাবে)। (১০ক ও খ)-তে যে যে-র মনুষ্যবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত এবং (১০গ)-তে যা যা অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর অন্তর্ভুক্ত। (১১) সংখ্যক উদাহরণে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে যুগল সর্বনামের ব্যবহার দেখান হয়েছে। এই শ্রেণীর বাক্যাংশে এক মাত্র অপ্রাণীবাচক যে যে ব্যতীত অন্যান্য সর্বনামগুলি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূর্বে (২-৫) সংখ্যক উদাহরণে তিন প্রকার সর্বনামীয় বাক্যাংশে একক সর্বনামের মত যুগল সর্বনামের সমশ্রেণীর বিভাজন লক্ষণীয়। (৯-১১)-তে দেখান হয়েছে যে বহুবচনমূলক সর্বনামের পরিবর্তে যুগল সর্বনাম ব্যবহৃত। এই শ্রেণীর ব্যবহার বাংলা বাক্যে সাধারণভাবে প্রচলিত। নীচের উদাহরণে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের বহুবচন নির্দেশ করা হয়েছে।

(১২) ক. শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

অ. যারা এসেছিল, তারা চলে গেছে

আ. যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা চলে গেছেন

ই. তোমরা যা চাও, তা পাবে

খ. অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

অ. স্কুলের ছেলে (রা), যারা খেলছে, তারা দশম শ্রেণীর ছাত্র

আ. ভদ্রলোক (রা), যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা আমন্ত্রিত অতিথি

ই. আমার বইগুলো, যা তুমি চাইছ, তা পাবে

গ. সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

অ. যে-ছেলেগুলো খেলছে, তারা আমাদের বন্ধু

আ. যে-বইগুলো আমি পড়ছি, সেগুলো আমার নয়

(১২ক)-তে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে যারা, যাঁরা ও যা সর্বনামের বহুবচনের প্রয়োগ নির্দেশিত (যা-র রূপ অপরিবর্তনীয়)।

(১২খ)-তে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে বহুবচন যারা, যাঁরা ও যা-র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। (যা-র অপরিবর্তনীয় রূপ লক্ষণীয়)। (১২গ)-তে লক্ষ্য করা যায় যে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে বহুবচন সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না এবং এই শ্রেণীর অনুক্রম যেমন * যারা ছেলেগুলো, * যাঁরা ভদ্র লোকগুলো ব্যাকরণ সম্মত নয়। (১২গ)-তে সর্বনামের বহুবচনের পরিবর্তে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের বহুবচনের দ্বারা সর্বনামের বহুবচন নির্দেশিত হয় (যেমন ঃ যে ছেলেগুলো, যে বইগুলো)। অনেকক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশে বিশেষ্য, নির্দেশক বা পরিমাণের ব্যবহারগত পার্থক্য নির্দেশকের সাহায্যেও বহুবচন নির্দেশিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ

(১৩) যে-সব লোক বসে আছে, তারা আমার পরিচিত

এখানে উল্লেখ্য যে, বহুবচন নির্দেশের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সর্বনাম কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কেননা, প্রতিক্ষেত্রেই আপেক্ষিক সর্বনামের বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি ও প্রত্যয় বিদ্যমান।

৩.৩ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে আপেক্ষিক সর্বনামের স্থান

বাংলায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আপেক্ষিক উপাদান আছে। অবশ্য, সমস্ত সর্বনামের জন্য একই আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় না এবং এক সর্বনামের জন্য ব্যবহৃত আপেক্ষিক উপাদান অন্য সর্বনামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যে ও যিনি মনুষ্যবাচক সর্বনাম এবং উভয়ের বিপরীতে মনুষ্যবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, যদিও এই আপেক্ষিক সর্বনামের গঠনরূপ এক নয় এবং তা সম্মানসূচক ও সাধারণ ক্রম অনুযায়ী ভিন্নতর। যা অপ্রাণীবাচক হওয়ায় এই সর্বনাম তা আপেক্ষিক সর্বনামের বিপরীতরূপ দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। যদি যে নির্দেশক সর্বনামরূপে (এ সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) গৃহীত হয়, সেক্ষেত্রে এই সর্বনাম মনুষ্যবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ করলে, তার আপেক্ষিক সর্বনামও হবে মনুষ্যবাচক (যে-সে, যিনি-তিনি)। অন্যদিকে, যে অপ্রাণীবাচক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করলে তার বিপরীতে অপ্রাণীবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হবে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামের অনুরূপ আপেক্ষিক সর্বনামগুলি নীচে দেখান হয়েছে।

(১৪) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : আপেক্ষিক সর্বনাম

ক. একবচন

যে	: সাধারণ ও মনুষ্যবাচক	সে
যিনি	: সম্মানসূচক ও মনুষ্যবাচক	তিনি
যা	: প্রাণীবাচক	তা
যে	: +প্রাণীবাচক —মনুষ্যবাচক	সে

খ. বহুবচন

যারা	: সাধারণ ও মনুষ্যবাচক	তারা
যাঁরা	: সম্মানসূচক ও মনুষ্যবাচক	তাঁরা
যা	: অপ্রাণীবাচক	তা
যে	: +প্রাণীবাচক —মনুষ্যবাচক	সে

বাংলা জটিল বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের ব্যবহার অত্যন্ত নিয়মিত। সর্বনামীয় বাক্য ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণীর বাক্যেও আপেক্ষিক উপাদান ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর কয়েকটি আপেক্ষিক উপাদানের ব্যবহার নীচের উদাহরণে দেখান হয়েছে।

(১৫) ক. যত—তত

খ. যেখানে—সেখানে

গ. এখানে—ওখানে

উপরোক্ত আপেক্ষিক উপাদানগুলি বাক্যে ব্যবহার করে নীচের উদাহরণে প্রদর্শিত।

(১৬) ক. তুমি যত বই চাও, তত পাবে

খ. যেখানে আমার বই আছে, সেখানে তোমার পেন্সিলটা পাবে

গ. এখানে এলে তুমি শান্তি পাবে না, যেখানে শান্তি পাও সেখানে তোমার যাওয়া উচিত

৩.৪ যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

বাক্যের প্রথমে যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান আলোচনায় এ-পর্যন্ত যে অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবাচক

সর্বনামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, এই সর্বনাম ত্রয়ী দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায় যে, যে সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম, পূরক-নির্দেশক ও নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে বিশ্লেষণ করা যায়। নীচে যে-র ত্রয়ী গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত।

৩.৪.১ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও নির্দেশক সর্বনামরূপে যে-র ব্যবহার

(১৭) ক. যে ঘরে যাবে, সে মিষ্টি পাবে

খ. ছেলেটা, যে বই পড়ছে, সে আমার বন্ধু

(১৭ক)-তে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়ার আগে এবং শীর্ষস্থানীয় কোন বিশেষ্য ছাড়াই যে ব্যবহৃত। এই উদাহরণে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ও অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের মধ্যে লক্ষণীয় বিরতি সহজেই অনুভূত হয়। কিন্তু, যে-র পরে সবক্ষেত্রে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হলেই যে তা সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গৃহীত হবে তা নয়। উদাহরণ-স্বরূপ (১৮)-র উল্লেখ করা যায়, যেখানে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের পূর্বে যে অন্তর্ভূক্ত হলেও সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে চিহ্নিত হয়নি। অন্য-দিকে, যদি যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রতিক্ষেত্রেই সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হবে (যেমন ১৭খ-তে দেখান হয়েছে)। এর প্রধান কারণ, এক্ষেত্রে কমা বিরতি দ্বারা যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। (১৭খ) উদাহরণে বাক্যের অসীমাবদ্ধকরণ সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্বন্ধ-বাচক সর্বনামের পূর্বে কমা বিরতি দ্বারা ব্যবহৃত। (১৭খ)-এর মত যে-সব বাক্যে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর কমা বিরতি দ্বারা অন্তর্ভুক্ত, সেখানে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে চিহ্নিত।

(১৮) ক. তুমি যে+বই চাও, তা পাবে

খ. ময়না যে+সিনেমা দেখেছিল, তা অনেক আগেই আমি দেখেছিলাম

গ. ছেলেটা যে+বই পড়ছে, সেটা উপন্যাস

(১৮ক-গ)-তে যে নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আপাত ব্যাখ্যা হতে পারে যে যে মনুষ্যবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়নি বলে তার সর্বনামীয় রূপ বিনষ্ট হয়েছে। এখানে

(১৯ক-খ) উদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে যে মনুষ্যবাচক এবং তারপর মনুষ্যবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত।

(১৯) ক. যে + রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক

খ. যে + লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, সে ভূতের ভয়ে ভীত

উপরোক্ত (১৯) উদাহরণে যে মনুষ্যবাচক সর্বনাম হলেও এখানে নির্দেশক সর্বনামরূপে গ্রহণযোগ্য। উদাহরণে যে সর্বনামের পর মনুষ্যবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থল (+চিহ্ন দ্বারা নির্দেশিত) বিদ্যমান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য সাধারণ ভাবে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়, (১৯ক)-তে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথ যেহেতু সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর বদ্ধ সংযোগস্থলের সাহায্যে ব্যবহৃত, সেজন্য এই শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর রূপে চিহ্নিত।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'টি বাক্যগত পরিবেশ বিদ্যমান। নীচের বর্ণনার সাহায্যে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(২০) ক. সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে যে গৃহীত হবে, যদি তা কোন শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া সর্বনামীয় গঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ. যদি যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটি কমা বিরতির মাধ্যমে সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হয়, তাহলে যে সর্বদা সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গৃহীত হবে।

(২০ক)-এর পরিপূরক হিসাবে (২১) সংখ্যক উদাহরণ দেওয়া হল। (২০খ)-তে বর্ণিত সূত্রের ব্যাখ্যা (২৩) সংখ্যক উদাহরণে দ্রষ্টব্য।

(২১) ক. যে+অন্য শ্রেণীর সর্বনাম

যে আমার ভাই, সে তোমার বন্ধু

খ. যে+যে-কোন ক্রিয়া

যে হাসছে, সে ভারি দুষ্টু

গ. যে + বিরতি + অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য (ক্রিয়ার কর্ম)

যে ঘরে যাবে. সে বই পাবে

যে ভাত খাচ্ছে, সে আমার বন্ধু

যে ভাত খাচ্ছে এই শ্রেণীর গ্রন্থি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাখ্যাযোগ্য, এবং তা নির্ভর করবে সংযোগস্থলের প্রকৃতির ওপর, যা সাধারণত যে ও ভাত

রূপমূলের মধ্যে সংযুক্ত হয়। যদি উভয় রূপমূলের মধ্যে কোন বিরতি থাকে, তাহলে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গৃহীত হবে (২২ক দ্রষ্টব্য)। যদি উভয় রূপমূলের মধ্যে কোন বিরতি না থাকে, তাহলে যে নির্দেশক সর্বনামরূপে গৃহীত হবে (দ্রষ্টব্য ২২খ)।

(২২) ক. যে ভাত খাবে, সে এখনও কলেজ থেকে ফেরেনি

খ. তুমি যে + ভাত খাবে, তা এখনও রাঁধা হয়নি

(২২ক) ও (২২খ)-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে (সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে) সম্বন্ধবাচক সর্বনাম থেকে ভাত বিরতিচিহ্ন দ্বারা বিচ্ছিন্ন (২২ক), অন্য-ক্ষেত্রে. এই শ্রেণীর বিরতি (২২খ)-তে লক্ষ্যগোচর হয় না এবং যে ও ভাত-এর মধ্যে লক্ষণীয় বদ্ধ-সংযোগস্থল বিদ্যমান। (২২খ)-তে ভাত সর্বনামউত্তর বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত, কোন সর্বনামপূর্ব বা কোন সর্বনামউত্তর বিশেষ্য (২২ক)-তে ব্যবহৃত হয়নি। দ্বিতীয়ত, উভয় সর্বনামীয় বাক্যাংশের আপে-ক্ষিক সর্বনাম সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য স্বতন্ত্র। তার অর্থ হল যে, (২২ক)-এর সঙ্গে (২২খ)-এর গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান।

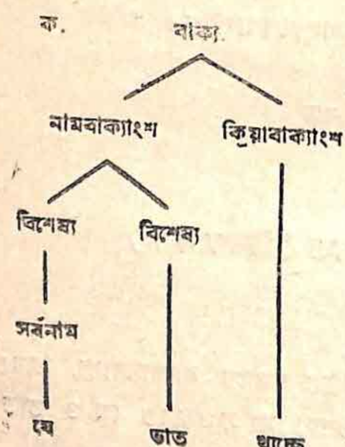
(২৩) সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য + বিরতি + যে

ছেলেটা, যে লম্বা সে উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছে

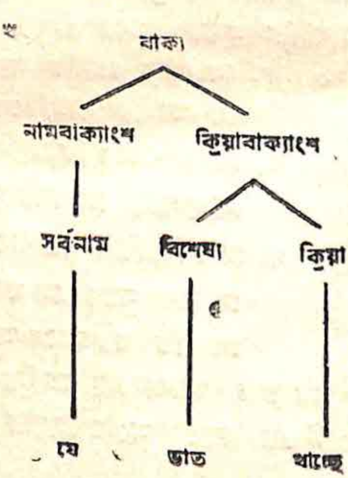
(২৩) সংখ্যক উদাহরণে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গৃহীত কেননা, এর পূর্বে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য (ছেলেটা) বিরতি সহ ব্যবহৃত।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে ভাত খাচ্ছে এবং নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে ভাত খাচ্ছে-র মধ্যে যে পার্থক্য উপস্থিত তা নীচের বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

(২৪) ক.



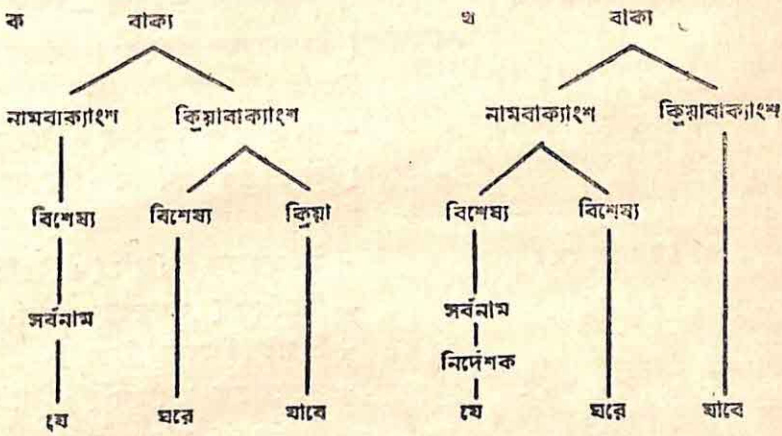
খ.



(২৪ক)-তে যে নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম এবং তা একই নামবাক্যাংশে গুণপ্রকাশিত কর্ম ভাত-এর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত। (২৪খ)-তে যে সামান্য বিরতি সহ তার কমের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। (২৫) সংখ্যক উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

(২৫) ক. যে ঘরে যাবে... খ. যে-ঘরে যাবে...

(২৫) ক



যদি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বিরতি দ্বারা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয় (২৫ক), নামবাক্যাংশের অর্থ হবে 'যে কেউ ঘরে যাবে' এবং এক্ষেত্রে সর্বনাম অনির্দেশক রূপ চিহ্নিত। অন্যক্ষেত্রে, যদি সর্বনাম অনুষঙ্গী অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে বদ্ধ সংযোগস্থল নির্দেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে নামবাক্যাংশের অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির (২৫খ)। দ্বিতীয় নাম-বাক্যাংশের (২৫খ) অর্থ প্রথম নামবাক্যাংশের (২৫ক) অর্থের তুলনায় ভিন্নতর। কেননা, (২৫খ)-র অর্থ হচ্ছে 'নির্দিষ্ট একটি ঘর' এখানে ঘর নির্দেশক সর্বনাম দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে চিহ্নিত হয়েছে ও অন্যান্য ঘর থেকে পৃথক করে দেখান হয়েছে। এছাড়াও, যদি যে-র পরে পরপর দু'টি বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও তা নির্দেশক সর্বনামরূপে চিহ্নিত হবে। নীচের উদাহরণে যে সম্বন্ধবাচক ও নির্দেশক সর্বনামরূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাক্যাংশ ছাড়াই গঠিত, অন্যক্ষেত্রে, (২৯ঘ-ঙ)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত উদাহরণ দু'টিতে সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমস্ত উদাহরণেই যে মূলবাক্যের অধীনস্থ সংযোগসূচক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ব্রেসনানে'র (১৯৭৯ঃ৬) দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে যে-কে পূরক-নির্দেশকরূপে গ্রহণ করা যায়।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ-দিক স্পষ্ট হয়েছে যে, বাক্যের গঠন-প্রকৃতির ওপর যে-র ত্রিবিধ ব্যবহার নির্ভরশীল। বর্তমান আলোচনা শেষ করার আগে নীচের উদাহরণের (৩০) সাহায্যে একই বাক্যে যে-র সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশকরূপে ব্যবহার দেখান যেতে পারে।

(৩০) আমাদের বাড়িতে যে১ এসেছিল, ওই যে২ লোকটা
বেশ লম্বা, সে যে৩ এত চালাক তা আমরা জানতাম না

উপরোক্ত উদাহরণে নিম্নরেখ যে১ হচ্ছে সংযোগ-বাচক সর্বনাম, যে২ হচ্ছে নির্দেশক এবং যে৩ হচ্ছে পূরক-নির্দেশক।

৩.৫ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বর্জন

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বর্জন সম্ভব নয়। এ ছাড়াও বাংলা বাক্যে শুধুমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সংরক্ষণ ও মুখ্য বাক্য থেকে আপেক্ষিক সর্বনামের বর্জন সাধারণভাবে অনুমোদিত নয়। বাক্য থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বর্জিত হওয়ার পর মুখ্য বাক্যে শুধুমাত্র আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হলে সে বাক্য হবে দ্ব্যর্থক। এছাড়াও জটিল বাক্য থেকে একই সঙ্গে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জনও সম্ভব নয়। এই আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বাংলায় সম্বন্ধবাচক ঃ আপেক্ষিক এই গঠন-প্রকৃতি হওয়ায় বাংলা জটিল বাক্যে উভয় শ্রেণীর রূপমূলের অন্তর্ভুক্তিই আবশ্যকীয়। বাংলা জটিল বাক্যের উপরোক্ত প্রকৃতি নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায়।

(৩১) ক. ভদ্রলোক, যিনি সাহিত্যিক, তিনি অমায়িক ব্যক্তি
খ. * ভদ্রলোক, ০ সাহিত্যিক, তিনি অমায়িক ব্যক্তি

গ. * ভদ্রলোক, যিনি সাহিত্যিক, ০ অমায়িক ব্যক্তি

ঘ. * ভদ্রলোক, ০ সাহিত্যিক, ০ অমায়িক ব্যক্তি

উপরোক্ত উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যায় যে, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, আপেক্ষিক সর্বনাম, অথবা উভয় সর্বনাম বর্জনের ক্ষেত্রেই অগ্রহণযোগ্য বাক্য হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণগুলিতে (৩১খ)-তে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, (৩১গ)-তে আপেক্ষিক সর্বনাম এবং (৩১ঘ)-তে উভয় শ্রেণীর সর্বনামই বর্জিত হয়েছে। (৩১)-এর মত বাক্য নির্দেশ করে যে যদি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামীয় বাক্যাংশে কর্তারূপে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা বাক্য থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জনের অনুমোদন করে না। অবশ্য যদি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্তারূপে ব্যবহৃত না হয়, তাহলে এক্ষেত্রে মুখ্য বাক্য থেকে আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে, যদি মুখ্য বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তাহলেই আপেক্ষিক সর্বনামের বর্জন সম্ভব। এই শ্রেণীর বাক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণ ঃ

(৩২) ক. সে ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, যে আমাদের বাড়িতে এসেছিল

ক´. ০ ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, যে আমাদের বাড়ি এসেছিল

খ. সে মেয়েটা প্রসাধন করছে, যে রফিকের বাগদত্তা স্ত্রী

খ´. ০ মেয়েটা প্রসাধন করছে, যে রফিকের বাগদত্তা স্ত্রী

উপরোক্ত উদাহরণে (৩২ক´-খ´) লক্ষণীয় যে, আপেক্ষিক সর্বনাম মুখ্য বাক্য থেকে বর্জিত এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের পরে অবস্থিত। উদাহরণে আরো লক্ষণীয় যে, বাক্যের অন্তর্ভাগীয় গঠনে আপেক্ষিক সর্বনাম সংরক্ষিত এবং শুধুমাত্র বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠনেই অনুপস্থিত।

বাংলার স্বতন্ত্র এক শ্রেণীর গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় যেখানে আপেক্ষিক সর্বনাম বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠনাংশে অনুপস্থিত থাকে। এখানে স্মর্তব্য যে, এই শ্রেণীর বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠনে আপেক্ষিক সর্বনামের বর্জন লক্ষ্য করা যায় না। সেজন্যে, এই শ্রেণীর বাক্য আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জনের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণীয় নয়, বরং আপেক্ষিক সর্বনাম ছাড়া স্বতন্ত্র শ্রেণীর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠন রূপে ধরা যেতে পারে। এই শ্রেণীর বাক্যগঠন ইংরেজি সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়

বাক্যাংশে লক্ষ্য করা যায়। নীচের উদাহরণের (৩৩) সাহায্যে এই শ্রেণীর বাক্য গঠন নির্দেশিত।

(৩৩) ক. আমার একটা ফ্রক আছে

খ. আমাকে আম্মু একটা ফ্রক কিনে দিয়েছে

গ. আমার একটা ফ্রক আছে, যা আমাকে আম্মু কিনে দিয়েছে

(৩৩গ)-তে সমশ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য (ফ্রক) অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনামের (যা) পরিবর্তে সর্বনামীয় বাক্যাংশে বর্জিত হয়েছে এবং মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থেকেছে (দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম অধ্যায়, ৬১ ছ)। (৩৩)-এর মত বাক্য স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে বাংলায় সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ আপেক্ষিক সর্বনাম ছাড়া গঠিত হতে পারে যদি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের কর্মের সর্বনামীয়করণ করা হয় এবং মুখ্য বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

৩.৬ সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থিত বাক্যে সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বিশেষিত বিশেষ্য সাধারণভাবে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আগে বা পরে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্যের এই প্রক্রিয়া সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, কেননা, তা দু'শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ চিহ্নিত করে (সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশ)। ইংরেজির ক্ষেত্রে প্রধানত সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে এবং সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সর্বনামের পর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন সর্বনামের পূর্বে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য এবং যখন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামের পরে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য রূপে গ্রহণ করা যায়। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের দ্বিবিধ বাক্য অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি লক্ষণীয়, যা নীচের উদাহরণে লক্ষ্য করা যাবে।

(৩৪) ক. যে-লোকটা বেশ বুদ্ধিমান, সে এসেছিল

খ. লোকটা, যে বুদ্ধিমান, সে এসেছিল

(৩৪ক)-তে লোকটা সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যরূপে গ্রহণযোগ্য, কেননা তা সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরে অন্তর্ভুক্ত। অন্যক্ষেত্রে, (৩৪খ)-তে লোকটা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের আগে ব্যবহৃত হওয়ায় সর্বনাম পূর্ব বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত। ওপরের বাক্য থেকে বোঝা যায় যে সর্বনাম পূর্ব বিশেষ্য সাধারণত অসীমাবদ্ধকর ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

এখানে স্মর্তব্য যে, বাক্য থেকে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর বর্জন করা সম্ভব যদি তার পরে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। নীচের উদাহরণে সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের বর্জন নির্দেশিত।

(৩৫) ক. যে-লোকটা এসেছিল, সে ভয়ানক ধূর্ত

খ. যে ০ এসেছিল, সে ভয়ানক ধূর্ত

সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জনের পর তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হয় (দ্রষ্টব্যঃ ২.১.৮)। শীর্ষহীন বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বাক্যাংশে পরিণত করার ক্ষেত্রে সর্বনামউত্তর বিশেষ্যকে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ থেকে মুখ্য বাক্যে স্থানান্তরিত করা যায় (৩৫গ)।

(৩৫) গ. যে এসেছিল, সে-লোকটা ভয়ানক ধূর্ত

শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে মুখ্য বাক্য স্থানান্তরিত করার পর (৩৫ক) বাক্যগত পরিবর্তনের একটি চমৎকার রীতি লক্ষ্য করা যায়, তা হল যে মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য আপেক্ষিক সর্বনামের পর ব্যবহৃত হওয়ায় মুখ্য বাক্য নির্দেশক হয়ে পড়েছে। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে থেকে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য বর্জিত হলে তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে পরিণত হয়। যেমনঃ

(৩৫) ঘ. লোকটা, যে ভয়ানক ধূর্ত, সে এসেছিল

ঙ. ০ যে ভয়ানক ধূর্ত, সে এসেছিল

যখন বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জিত হয়, কিংবা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে মুখ্য বাক্যে স্থানান্তরিত হয়, তখন সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনের ক্ষেত্রে ত্রিবিধ রূপান্তর লক্ষণীয়। এই রূপান্তর নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

(৩৬) ক. যখন সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম উত্তর বিশেষ্য বর্জিত হয়, তখন তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হয়।

খ. যখন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে মুখ্য বাক্যে স্থানান্তরিত হয়, তখন শেষোক্ত বাক্য নির্দেশক বাক্যে পরিণত হয়।

গ. যখন অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য বর্জিত হয়. তখন তা শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হয়।

এ ক্ষেত্রে একটি দিক লক্ষণীয় যে, সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্মান-সূচক সর্বনাম যিনি-র পর কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয় না, অর্থাৎ যিনি শুধুমাত্র শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক অথবা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। নীচের উদাহরণে যিনি-র সঙ্গে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে।

(৩৭) ক. যিনি গতকাল ক্লাশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ভাষাতত্ত্বের খ্যাতিমান অধ্যাপক

খ. * যিনি ভদ্রলোক গতকাল ক্লাশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ভাষাতত্ত্বের খ্যাতিমান অধ্যাপক

গ. ভদ্রলোক, যিনি ভাষাতত্ত্বের খ্যাতিমান অধ্যাপক, তিনি গতকাল ক্লাশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন

ওপরের উদাহরণে একটি দিক স্পষ্ট যে বাংলায় সম্মানসূচক সর্বনামের পর কোন বিশেষ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিধি-নিষেধ রয়েছে ঃ

(৩৮) সম্মানসূচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যিনি-র পর কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে না। যিনি-র পর কোন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ব্যবহৃত হলে তা ব্যাকরণ অশুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

অধিকন্তু, ভদ্রলোক শ্রেণীর রূপমূলগুলি সাধারণ অর্থবাচক রূপমূল লোক-এর বিপরীতে সাধারণভাবেই সম্মানসূচকতা নির্দেশ করে থাকে। সুতরাং বলা যায় যে * যিনি ভদ্রলোক বাংলায় অশুদ্ধ (এক্ষেত্রে যিনি ভদ্রলোক, তিনি অশিষ্ট ব্যবহার করতে পারেন না, এই শ্রেণীর শীর্ষহীন বিশেষ্য-মূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে যিনি ভদ্রলোক এই গঠনের পার্থক্য অবশ্যই মনে রাখতে হবে), কেননা দু'টি সম্মানসূচক রূপমূল বদ্ধ-সংযোগস্থলের সাহায্যে সাধারণভাবে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য, (৪০) সংখ্যক উদাহরণে ভদ্রলোক রূপমূল সাধারণ সর্বনাম যে-র পরে অনায়াসে ব্যবহৃত হতে পারে।

(৩৯) যে-ভদ্রলোক ক্লাশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ভাষাতত্ত্বের খ্যাতিমান অধ্যাপক

এখানে লক্ষণীয় যে সাধারণ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে সম্মানসূচক শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে, এমনকি ক্রিয়ার রূপগত ও আপেক্ষিক সর্বনাম উপাদানের সঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে ঃ দিয়েছিলেন (সাধারণ ক্রিয়ার রূপ দিয়েছিল) এবং তিনি (সাধারণ সর্বনামীয় রূপ সে)। সুতরাং, সম্মানসূচক সর্বনামের ব্যবহারিক রূপনির্দেশের ক্ষেত্রে পূর্বের (৩৮) বিধি-নিষেধটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ধিত করা যেতে পারে ঃ

(৪০) পরপর দু'টি সম্মানসূচক রূপমূল বাংলায় প্রয়োগযোগ্য নয় বলে সাধারণ সংযোগ-বাচক সর্বনাম যে-র পর যে-কোন সম্মান-সূচক সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে।

যখন কোন অপ্রাণীবাচক নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে-র পর কোন অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়, তখন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য শীর্ষহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশে বর্জন করা সম্ভব নয়। কেননা, কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ছাড়া বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করতে পারে না। নীচের উদাহরণের সাহায্যে এই দিক স্পষ্ট করা যেতে পারে।

(৪১) ক. তুমি যে-বই চাও, তা পাবে

ক´. * তুমি যে o চাও, তা পাবে

খ. যে-গাছে ফুল আছে, সেটায় চড় তুমি

খ´. * যে o ফুল আছে, সেটায় চড় তুমি

গ, যে-দোকানে বই আছে, তুমি সেখানে যেতে পার

গ´. * যে ০ বই আছে, তুমি সেখানে যেতে পার

ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জনের পর দ্বিতীয় বাক্যগুলি ব্যাকরণ অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এক্ষেত্রে বাক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয় (৪১ ক´, খ´, গ´)। একথা ধারণা করা যায় যে, নির্দেশক সর্বনাম প্রতিক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বিষয় বা কর্তার নির্দেশ করে। এজন্যে (৪২গ ও ৪৩গ) অশুদ্ধ।

(৪২) ক. তুমি যে-বই চাও, তা পাবে

খ. তুমি বই চাও, তা পাবে,

গ. * তুমি যে ০ চাও, তা পাবে

(৪৩) ক. তুমি যে-বই চাও. তা পাবে

খ. * তুমি যে ০ চাও, তা পাবে

গ. * তুমি যে ০ চাও, সে-বই পাবে

(৪২ক) উদাহরণে বই বিশেষভাবে নির্দেশিত, অন্যক্ষেত্রে (৪৩খ)-তে কোন নির্দিষ্ট বইয়ের কথা বলা হয়নি, এবং যে-কোন ক, খ, গ, ঘ বই গৃহীত হতে পারে। (৪২ক)-তে শুধুমাত্র একটি বা কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট বই সম্পর্কে অনুরোধ জানান হয়েছে, কিন্তু কোন বই এলোমেলোভাবে নয়। (৪৩খ) ও (৪৩গ) উদাহরণ বাক্যের অগ্রহণযোগ্যতা বাক্যগত ও অর্থগত স্তরের দিক থেকে নির্দেশ করে। অপ্রাণীবাচক যে কোন সময়েই শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া গঠিত হতে পারে না এবং অর্থ ও গঠনের দিক থেকে, এমনকি মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের স্থানান্তরের পরও (৪৩গ). অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করে।

যে ও যিনি-র মত, অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা-র ক্ষেত্রেও তার পরে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সংযুক্তিগত দিকে একই অনুক্রম নেই। যা-র পর কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত না হলে তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ যা-র আগে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণের সাহায্যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের উপস্থিতি এবং সেই সঙ্গে যা-র পূর্বে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৪৪) ক. যা ময়না চায়, তা সে পাবে

খ. গহনাগুলো, যা বাকসের মধ্যে আছে, তা ময়নার

(৪৪ক)-তে অপ্রাণীবাচক সর্বনাম যা-র পরে কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়নি, অন্যক্ষেত্রে (৪৪খ)-তে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

বাংলায় যে-ভাবে সর্বনাম-পূর্ব ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় তার সারাংশ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪৫) ক. অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে এবং সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ. শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জন করা সম্ভব নয়।

অ. সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জিত হলে তা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক বাক্যাংশে পরিণত হয় (সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের স্থানান্তরিতকরণ অন্তর্ভাগীয় গঠন নির্দেশ করে, যা রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে পুনর্বিন্যাস সম্ভব);

আ. সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে মুখ্য বাক্যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য স্থানান্তরিত হলে নির্দেশক বাক্যাংশ ব্যুৎপত্ত হবে ; এবং

ই. অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য স্থানান্তরিত হলে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পরিণত হবে।

গ. যিনি-র পর কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় না।

ঘ. সাধারণ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হলে, তারপরে সম্মানসূচক সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ব্যবহার করা যায়।

ঙ. অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্মানসূচক সর্বনাম যিনি ব্যবহৃত হলে, তার পূর্বে সম্মানসূচক সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের ব্যবহার অনুমোদিত।

চ. অপ্রাণীবাচক নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে-র পর কোন সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য বর্জন করা যাবে না।

ছ. অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা-র পূর্বে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে।

জ. অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যা-র পূর্বে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৭ নির্দেশক

সাধারণত নির্দেশক রূপমূল সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর এই উভয় শ্রেণীর বাক্যাংশেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-সব নির্দেশক রূপমূল ব্যবহৃত হয় তা সাধারণভাবে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের আগে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে নির্দেশক রূপমূল সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পর এবং সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে নির্দেশক রূপমূল সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। (৪৬ক)-এ বাক্যাংশের বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতি ও (৪৭) সংখ্যক উদাহরণে দ্রষ্টব্য।

(৪৬) ক. সীসবা ঃ সম্বন্ধবাচক সর্বনাম + নির্দেশক + সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য

খ. অসীসবা ঃ নির্দেশক+সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য+সম্বন্ধবাচক সর্বনাম

(৪৭) ক. যে-কোন ছেলে এ-কাজ করে, সে বুদ্ধিমান

খ. কোন ছেলে, যে এ-কাজ করে, সে ভাল নয়

(৪৭ক) হচ্ছে সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও (৪৭খ) অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ। স্মিথ (১৯৬৯) উল্লেখ করেছেন যে, নির্দেশক রূপমূলগুলি অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অধিকতর নির্দিষ্ট। তাঁর মতে, অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে নির্দেশক রূপমূলের নিদিষ্ট এবং সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অনির্দিষ্ট ভূমিকা ক্রিয়াশীল। এর কারণ, অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। নির্দেশক রূপমূলের বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে স্মিথ (১৯৬৯ ঃ ২৪৯) এগুলিকে তিন শ্রেণীতে যে-ভাবে বিভক্ত

করেছেন তা এখানে গৃহীত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজির সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের পরিপ্রেক্ষিতে স্মিথ অ-নির্দিষ্ট (যে, কোন, সব), নির্দিষ্ট (এক/একটা, ঐ) এবং অসমকক্ষ (০, নাম-বাচক বিশেষ্য) নির্দেশক রূপমূলের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বাংলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তার কারণ, বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশক রূপমূলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংরেজির সমধারিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না। স্মিথ নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশক রূপমূলের বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

(৪৮) ক. যে-সব নির্দেশক শুধুমাত্র অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় সেগুলি অসমকক্ষ নির্দেশকরূপে বিবেচ্য।

খ. যে-সব নির্দেশক কেবল সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে অনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়।

গ. যে নির্দেশক সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর উভয় সর্বনামীয় বাক্যাংশেই প্রয়োগ করা সম্ভব, সেগুলি নির্দিষ্ট রূপমূলরূপে গ্রহণযোগ্য।

৩.৭.১ অনির্দিষ্ট নির্দেশক

সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে কোন, সব ইত্যাদি অনির্দিষ্ট নির্দেশক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু, এই শ্রেণীর রূপমূল কখনই সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন ঃ

(৪৯) ক. যে-কোন ছেলে…
খ. যে-কোন বই…
গ. যে-সব ছেলে…
ঘ. যে-সব বই…
ঙ. * কোন যে-ছেলে…
চ. * কোন যে-বই ··
ছ. * সব যে-ছেলে…
জ. * সব যে-বই…

অনির্দিষ্ট নির্দেশক যখন অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তা সর্বদা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বসে। উদাহরণ ঃ

(৫০) ক. কোন ছেলে…

খ. সব ছেলে…

গ. কোন বই…

ঘ. সব বই…

লক্ষণীয় যে সীমাবদ্ধকর বা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অনির্দিষ্ট নির্দেশকের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না, যদি কোন অব্যয় শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয় (দ্রষ্টব্য ৫১)।

(৫১) ক. * যে-কোন ছেলেটা…

খ. * যে-সব ছেলেটা…

গ. * কোন ছেলেটা…

ঘ. * সব ছেলেটা

অবশ্য, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচন নির্দেশক পরাসর্গ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যেমন (৫২)।

(৫২) ক. যে-সব ছেলেরা…

খ. সব ছেলেরা/গুলো ..

গ. যে-কোন ছেলেরা ..

ঘ. কোন ছেলেরা…

ঙ. যে-সব ছেলেগুলো…

চ. যে-কোন বইগুলো…

ছ. সব বইগুলো…

নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে পূর্ণ-দৈর্ঘ্য বাক্যে অনির্দিষ্ট নির্দেশকের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৫৩) ক. যে-কোন ছেলে এ-কাজ করে, সে বুদ্ধিমান তাতে সন্দেহ নেই

খ. সব মেয়ে, যারা এ-কাজ করে, তারা নারীত্বে বিশ্বাসী

ওপরের উদাহরণে মুখ্য বাক্যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের স্থানে আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তি লক্ষণীয়।

৩.৭.২ নির্দিষ্ট নির্দেশক

সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর উভয় শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশেই নির্দিষ্ট নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এই শ্রেণীর নির্দেশক হচ্ছে

এক/একটা, একজন এবং ঐ। সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে একজন ও ঐ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫৪) ক. * একজন যে ছেলে...

খ. যে একজন ছেলে...

গ. যে একটা বই...

ঘ. ঐ যে ছেলেটা...

ঙ. ঐ যে বইটা...

চ. * যে ঐ ছেলেটা...

ছ. * যে ঐ বইটা...

ওপরের উদাহরণ (৫৪ ক-ছ) থেকে বোঝা যায় যে অনির্দেশক রূপমূলের মত নির্দিষ্ট নির্দেশক রূপমূলেরও সমশ্রেণীর বিভাজন লক্ষণীয়। পার্থক্য হল যে, অনির্দিষ্ট নির্দেশক শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে কোন অব্যয় অনুমোদন করে না, অন্যক্ষেত্রে ঐ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে অব্যয়ের অনুমোদন করে। অবশ্য, যখন একজন বা একটা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বসে, তখন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে কোন অব্যয় যুক্ত হয় না। নীচের উদাহরণে এই দিক নির্দেশিত।

(৫৫) ক. একজন ছেলে, যে এসেছিল, সে বিপ্লবী ছাত্র নেতা

খ. একটা বই, যা সে পড়ছে, তা নবকর্ভের উপন্যাস

নির্দিষ্ট নির্দেশক রূপমূল সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের তুলনায় অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে অধিকতর সহজভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণ পরবর্তী বাক্যাংশে নির্দেশক সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে অবস্থান করে (৫৬ক), যদিও তা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ মেয়ে একটা, যে খেলছে, সে মউ-এর বান্ধবী। অন্যদিকে, সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে নির্দেশকের পর সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে নির্দেশকের স্থানান্তরীকরণের ফলে বাক্য অশুদ্ধ হয়ে পড়ে।

(৫৬) ক. একজন মেয়ে, যে খেলছে, সে মউ-এর বান্ধবী

খ. * যে মেয়ে একজন খেলছে, সে মউ-এর বান্ধবী

গ. যে একজন/একটা লোক এসেছিল, সে আমার বন্ধু

উদাহরণে একজন/একটা অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে (৫৬ক) ও সীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে (৫৬গ) যে-ভাবে ব্যবহৃত হয়, তা নির্দেশিত।

৩.৭.৩ অসমকক্ষ নির্দেশক

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অসমকক্ষ নির্দেশক ০ প্রতীক নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অসমকক্ষ নির্দেশকের ক্ষেত্রে নামবাচক বিশেষ্যে কোন নির্দেশকের প্রয়োজন হয় না। অসমকক্ষ নির্দেশক শুধুমাত্র অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ ঃ

(৫৭) ক. শলোকভ, যিনি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন

খ. ময়না, যিনি ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপিকা. তিনি আমার বান্ধবী

গ. রাজশাহী, যা পদ্মার তীরে অবস্থিত, তা একটা সুন্দর শহর

উপরোক্ত উদাহরণে (৫৭ক-গ) অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অসমকক্ষ নির্দেশকের (০) ব্যবহার দেখান হয়েছে যিনি (৫৭ক-খ) ও যা (৫৭গ) সর্বনাম অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে।

বাংলা সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশক যে-ভাবে ব্যবহৃত হয় তা স্মিথ (১৯৬৯) প্রস্তাবিত সীমাবদ্ধকরণের সমতলে অবস্থিত নয়। নীচের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বাংলা নির্দেশকের সঙ্গে স্মিথ প্রস্তাবিত ইংরেজি নির্দেশকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখান হয়েছে।

(৫৮)

স্মিথ (ইংরেজি)	ঃ	বাংলা
ক. অনির্দিষ্ট নির্দেশক শুধু সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশেই ব্যবহৃত।		ক. অনির্দিষ্ট নির্দেশক সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর উভয় বাক্যাংশেই ব্যবহৃত।
খ. নির্দিষ্ট নির্দেশক সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।		খ. নির্দিষ্ট নির্দেশক সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়।
গ. অসমকক্ষ নির্দেশক অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত।		গ. অসমকক্ষ নির্দেশক অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত।

ঘ. যখন অনির্দিষ্ট নির্দেশক সীমাবদ্ধকর ও অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়, তখন শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে কোন অব্যয় যুক্ত হয় না।

ঙ. উভয় শ্রেণীর বাক্যাংশে ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট নির্দেশক ঐ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে অব্যয়ের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে।

ওপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র অসমকক্ষ নির্দেশক ছাড়া অন্য কোন নির্দিষ্ট নির্দেশক নেই যা শুধুমাত্র সীমাবদ্ধকর বা অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। অসমকক্ষ নির্দেশক ছাড়া অবশিষ্ট দু'টি নির্দেশক যে-কোন বাক্যাংশে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাংলায় নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট নির্দেশকের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

৪
সম্বন্ধবাচকতা এবং বিভিন্ন বাক্য ও বাক্যাংশের প্রকৃতি

৪.০ ভূমিকা

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, আপেক্ষিক সর্বনাম, সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য, সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য ও নির্দেশক উপাদান ছাড়াও, বাক্যের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে পরীক্ষা করা যেতে পারে। স্বতন্ত্র শ্রেণীর যে-সব বাক্যতত্ত্বীয় উপাদান সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন, সেগুলোর মধ্যে প্রধান হল পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যসমূহ। যখন এগুলি সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন এগুলির সমন্বয়ে বাক্যাংশের বিভিন্ন প্রকৃতির গঠন-আকৃতি গঠিত হয়। এই দিকের আলোচনা ছাড়াও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা—সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যায়। বর্তমান অধ্যায়ে যে-ভাবে সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক উপাদান বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর যে পার্থক্য সূচিত হয়, সে-দিকও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, বর্তমান আলোচনায় ঋণাত্মক ও প্রশ্নাত্মক রূপমূল সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঋণাত্মক (নঞর্থক) উপাদান না সাধারণত বাংলা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান আলোচনায় বাক্যে ঋণাত্মকের বিভিন্ন সম্ভাবনা সংক্ষেপে নির্দেশ করা হয়েছে।

৪.১ ঋণাত্মক ও প্রশ্নাত্মক রূপমূল

বাংলায় সাধারণভাবে কোন বাক্য ঋণাত্মকরূপে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে ঋণাত্মক অব্যয় যুক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

ঋণাত্মক অব্যয় বাক্যের মধ্যস্থলেও যুক্ত করা সম্ভব। সাধারণত ঋণাত্মক উপাদান না সরল ও জটিল—এই উভয় শ্রেণীর বাক্যেই বাক্য-শেষে বা বাক্য-মধ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণে বাক্যের মধ্যে ও শেষে না যোগ করে ধনাত্মক, ঋণাত্মক ও প্রশ্নাত্মক বাক্যের পার্থক্য দেখান হয়েছে।

(১) ক. ছেলেটা গল্প লিখত (ধনাত্মক)

খ. ছেলেটা গল্প লিখত না (ঋণাত্মক)

গ. ছেলেটা না গল্প লিখত ? (প্রশ্নাত্মক)

ঋণাত্মক বাক্যে না ক্রিয়ার পর বাক্যশেষে অন্তর্ভুক্ত হয় (১খ), এবং প্রশ্নাত্মক বাক্যে না ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

যখন সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে না অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা বাক্যাংশে বা মুখ্য বাক্যে অথবা উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যাংশের শেষে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যখন কোন ঋণাত্মক উপাদান সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বনামীয় বাক্যাংশের শুধু অর্থ অনস্তিত্ব প্রকাশ করতে পারে। বাংলা বাক্যে অনেক সময় 'হওয়া' ক্রিয়ার বর্তমানকাল নির্দেশের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু, যখন কোন ঋণাত্মক অব্যয় বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এই শ্রেণীর ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তিও একান্ত প্রয়োজনীয়। এর কারণ, কোন ঋণাত্মক অব্যয় বাক্যে ক্রিয়ার অনুপস্থিতি ছাড়া ব্যবহৃত হয় না। দুটি ধণাত্মক অব্যয়ই বাক্যের মধ্যে বা শেষে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বাক্যে না ও নয়-এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে যে না ক্রিয়ার পর ব্যবহৃত হয় এবং নয় 'হওয়া' ক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এছাড়াও না অব্যয়প্রকৃতি নি গ্রহণ করতে পারে যখন ক্রিয়ার বর্তমান ও অতীতকাল নির্দেশিত হয়। যেমনঃ সে ভাত খায় না. আর সে ভাত খায়নি। নীচের উদাহরণে ঋণাত্মক উপাদানের আরও ব্যবহার দেখান হয়েছে।

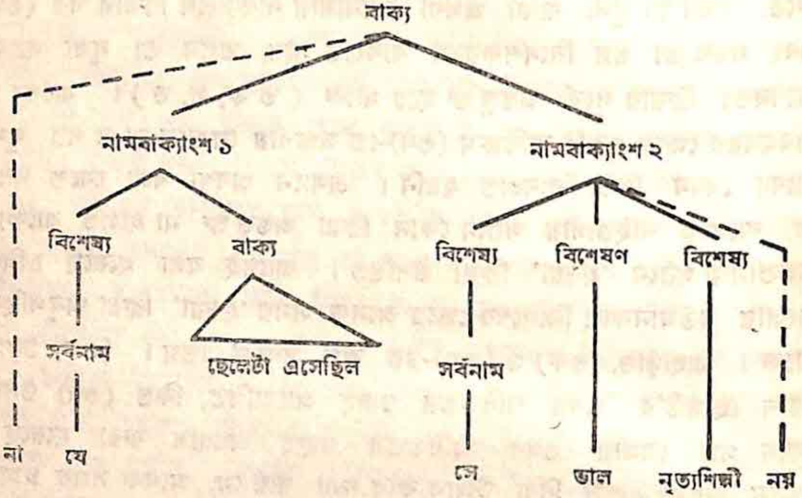
(২) ক. যে-ছেলেটা সকালে এসেছে, সে এখন যাবে না

খ. যে-ছেলেটা বই পড়ছে না, সে আমার বন্ধু

গ. যে-মেয়েটা নাচছে, সে ভাল নৃত্য শিল্পী নয়

(২ক-খ) উদাহরণে সাধারণভাবে বাক্যমধ্যে না যে-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় তা বাক্যাংশের শেষে না অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে। না

(৫)



৪.২ পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের গঠন

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের গঠনাংশও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-ভাবে এই ত্রিবিধ উপাদান অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তা নীচের আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২.১ পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশকের গঠন

বাংলা পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশকের গঠন, যা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে তিনভাবে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে, তা অসীমাবদ্ধ ক্রিয়ার সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয়-তে সহযোগে গঠিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের মত পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক বাংলায় রূপমূলীয় রূপে চিহ্নিত। নীচে এই শ্রেণীর ক্রিয়াভাব প্রকাশকের গঠন, সরল বাক্য ও সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের অন্তর্ভুক্তি, এবং ক্রিয়াভাব প্রকাশকের ওপর সাধারণ মন্তব্যের দ্বারা আলোচনা শেষ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ক্রিয়ার মূলের সঙ্গে-তে যুক্ত হয়ে বাংলায় ক্রিয়াভাব প্রকাশক গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রিয়ার মূলের সঙ্গে অতিরিক্ত-রূপমূলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নীচের উদাহরণের সাহায্যে বাংলায় ক্রিয়াভাব প্রকাশক গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে।

(৬) ক. ক্রিয়ার মূল জিত + তে = জিততে
খ. ,, যা+তে = যেতে
গ. ,, খা + তে = খেতে
ঘ. ,, চাই + তে = চাইতে
ঙ. ,, নাওয়া+তে = নাইতে
চ. ,, নি + তে = নিতে
ছ. ,, দি + তে = দিতে
জ. ,, হার+তে = হারতে

যখন কোন বাক্যে ক্রিয়াভাব প্রকাশক অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সীমাবদ্ধ অথবা অন্য কোন ক্রিয়া (অসীমাবদ্ধ) সর্বদা তার পরে ব্যবহৃত হয় (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাক্যের শেষে ; কেন না বাংলা হচ্ছে কর্তাকর্মক্রিয়া ভাষা)। নীচের উদাহরণে অ-সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৭) ক. সে বাড়িতে যেতে১ চায়২
খ. সে আমাকে একটা বই দিতে১ চায়২
গ. সে ভাত খেতে১ পছন্দ করে২
ঘ. সে এখন বিছানায় শুতে১ যাবে২
ঙ. সে নাইতে১ খেতে১ দেরী করছে২

উপরোক্ত উদাহরণে অসর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের বিভাজন দেখান হয়েছে। বাক্যে সীমাবদ্ধ ও অসীমাবদ্ধ ক্রিয়াগুলির নীচে দাগ দিয়ে ১ ও ২ চিহ্ন দিয়ে ক্রিয়াগুলি নির্দেশিত। একই সঙ্গে বাক্যে দুটি ক্রিয়াভাব প্রকাশক অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা বাংলা বাক্যের একটি সাধারণ লক্ষণ বলা চলে।

ক্রিয়াভাব প্রকাশক কর্মসহ ও কর্মছাড়া বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। নীচের উদাহরণে কর্মসহ ও কর্মছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(৮) ক. মউ বাজাতে জানে

ক´. মউ বাঁশী বাজাতে জানে

খ. মহুয়া পড়তে পারে

খ´. মহুয়া বই পড়তে পারে

গ. ময়না আঁকতে পারে

গ´. ময়না ছবি আঁকতে পারে

(৮)-এ (ক, খ, গ) বাক্যগুলি কর্ম ছাড়া এবং (ক´, খ´, গ´) বাক্যগুলিতে কর্মসহ ক্রিয়াভাব প্রকাশকের ব্যবহার নির্দেশিত। সীমাবদ্ধ ক্রিয়া বাক্যের (৮) শেষে ব্যবহৃত।

এখানে লক্ষণীয় যে, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (৪.২.৩) এবং ক্রিয়াভাব প্রকাশকের গঠনাংশের একই অর্থ থাকলেও, সমস্ত ক্রিয়াভাব প্রকাশকের গঠন ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনে পরিণত করা সম্ভব নয়। নীচের উদাহরণে ক্রিয়াভাব প্রকাশক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সমস্তরীয় গঠন এবং একই সঙ্গে ক্রিয়াভাব প্রকাশক গঠনাংশ ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনাংশে পরিণত করার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ বর্তমান তা দেখান হয়েছে।

(৯) ক. রওশন ওখানে যেতে পছন্দ করে না

ক´. রওশন ওখানে যাওয়া পছন্দ করে না

খ. ময়না ভাত খেতে পছন্দ করে

খ´. ময়না ভাত খাওয়া পছন্দ করে

গ. মহুয়া একটু পরে শুতে যাবে

গ´. * মহুয়া একটু পরে শোওয়া যাবে

ঘ. মৌটুসী আমাকে একটা বই দিতে চায়

ঘ´. * মৌটুসী আমাকে একটা বই দেওয়া চায়

উপরোক্ত উদাহরণে (৯ গ´) ও (৯ ঘ´)-এ ক্রিয়াভাব প্রকাশকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণে পরিণত করার ক্ষেত্রে কতকগুলি পর্যায়ে অগ্রহণযোগ্য পরিবেশ নির্দেশ করে।

(৯) সংখ্যক উদাহরণে সরল বাক্যে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে যে অনুক্রমগুলি দেখান হয়েছে তা অবিকৃত রেখে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের অন্তর্ভুক্তি দেখান যায়। উদাহরণঃ

(১০) ক. হাবিবুর রহমান, যিনি গ্রামে যেতে চান না, তিনি একজন ডাক্তার
খ. ছেলেটা, যে মাছ খেতে পছন্দ করে না, সে এখন বল খেলছে
গ. ময়না, যে বাঁশী বাজাতে পারে, সে আমার সহপাঠী
ঘ. মউ, যে বাজাতে পারে, সে ময়নার বান্ধবী

(১০খ, গ)-তে কর্মসহ ও (৯-ঘ)-তে কর্ম ছাড়া সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশকের ব্যবহার নির্দেশিত। (৯ক-ঘ) নির্দেশ করে যে সরল বাক্যের মত সর্বনামীয় বাক্যাংশেও ক্রিয়াভাব প্রকাশক কর্মসহ ও কর্মছাড়া অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৪.২.২ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের গঠন

বাক্যে ব্যবহারের সময় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে কোন কর্ম উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকতে পারে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অন্ত্য প্রত্যয় বার অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণের সাহায্যে বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের গঠন দেখান হয়েছে।

(১১) ক্রিয়ার মূল + পরাসর্গ
ক. পড় + বার = পড়বার
খ. ভাব + বার = ভাববার
গ. দাঁড়া + বার = দাঁড়াবার
ঘ. যা + বার = যাবার
ঙ. খা + বার = খাবার
চ. কর + বার = করবার
ছ. শুন + বার = শুনবার

পরাসর্গ-বার ইংরেজির—ing এর সমস্থানীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান বাক্যরীতিতে অব্যবহৃত একশ্রেণীর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাংলায় লক্ষ্য করা যায়, যার গঠন প্রকৃতি (১২)-তে নির্দেশিত।

(১২) ক. পড়+অন ঃ পড়ন
খ. ভাব+অন ঃ ভাবন
গ. কর + অন ঃ করণ
ঘ. চড় + অন ঃ চড়ন

অনেকক্ষেত্রে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য কোন প্রকার পরাসর্গ ছাড়াই গঠিত হতে পারে। যেমন ঃ ধূমপান, পড়াশুনা, ইত্যাদি। নীচের উদাহরণে বাক্যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের গঠনগত দিক নির্দেশ করে দেখান যেতে পারে।

(১৩) ক. আমি মৌসুমীর পড়বার আগ্রহ দেখেছি
খ. এই সিনেমাহলে ধূমপান নিষিদ্ধ
গ. তুমি রাঁধবার আয়োজন করতে পার

সরল বাক্য ছাড়াও (১৩) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে দু'ভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য অথবা বাক্যাংশের অভ্যন্তরে বাক্যাংশের উপাদানরূপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যখন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন সেগুলির সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থান বিদ্যমান। অন্যক্ষেত্রে, যখন সেগুলি সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয় তখন তারা বিভিন্ন কর্মসহ ও কর্মছাড়া অথবা সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশিত।

(১৪) ক. সিনেমা হলের মধ্যে ধূমপান, যা নিষিদ্ধ, তা সবার মানা উচিত
খ. আমার পড়াশুনা, যা আমি নিয়মিত করছিনে, তা আমাকে পরে বিপদে ফেলতে পারে

(১৫) ক. আমার বন্ধু, যে ধূমপান ছাড়তে চায় না, সে প্রতিদিন দু'প্যাকেট সিগারেট খায়
খ. আমার বন্ধু, যে সিনেমা হলে ধূমপান নিষিদ্ধ এই নির্দেশ মানে না, সে যেখানে সেখানে সিগারেট খায়

সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার (১৪ক) ও (১৪খ) -তে নির্দেশিত। উদাহরণে ধূমপান ও পড়াশুনা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত।

সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্তি বিভিন্ন বাক্যতত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সম্ভব। সম্বন্ধসূচক কারকে তা ক্রিয়া-

বাচক বিশেষ্যরূপে গ্রহণ করা যায় এবং তারপর কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হতে পারে। এই ব্যবহার (১৬) সংখ্যক উদাহরণে নির্দেশিত।

(১৬) ক. ভদ্রলোক যিনি পড়বার জন্যে এসেছিলেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী

খ. মৌটুসী, যে বই দেখবার জন্যে এসেছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে

৪.২.৩. ক্রিয়াবাচক বিশেষণের গঠন

গঠন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে —এই শ্রেণীর ক্রিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে গৃহীত। 'হাস্যময় মুখ'-এই শ্রেণীর গঠনের ক্ষেত্রে হাস্যময় ক্রিয়াবাচক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠনের ক্ষেত্রে যে পরাসর্গ বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হল-ইত। ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পর যে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তার দ্বারা তার গুণপ্রকাশিত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পর বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণে বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষণের গঠন নির্দেশিত।

(১৭) ক. অংকন + ইত = অঙ্কিত

খ. পতন + ইত = পতিত

গ. দণ্ড + ইত = দণ্ডিত

ঘ. ভয় + ইত = ভীত

ঙ. শয়ন + ইত = শায়িত

চ. প্রহার + ইত = প্রহৃত

ছ. লেখা + ইত = লিখিত

জ. বহিস্কার + ইত = বহিস্কৃত

ঝ. গঠন + ইত = গঠিত

ঞ. পতন + ইত = পতিত

ট. গোনা + ইত = গণিত

ঠ. হাস্য + ময় = হাস্যময়

ওপরের দৃষ্টান্তের সাহায্যে বাংলায় ক্রিয়াবাচক বিশেষণের গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতি ক্ষেত্রেই, একমাত্র শেষোক্ত দৃষ্টান্ত ছাড়া (১৭ঠ),

-ইত পরাসর্গ ক্রিয়ামূলের সঙ্গে সংযুক্ত। -ইত ও -ময় ক্রিয়ামূলের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার পর রূপমূলের গঠনগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন পরাসর্গ সংযুক্ত হয়, তখন বাংলায় সন্ধি সূত্রের জন্য ক্রিয়ামূলের সমস্ত ধ্বনি সংরক্ষিত হয় না। অবশ্য, ক্রিয়ামূলের মূলধ্বনি পরিবর্তনের সাধারণ একটি সূত্র সবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরাসর্গ সংযুক্তির পর রূপমূলের দ্বিতীয় ধ্বনি অবলুপ্ত (যেমন : অংকন (-ন) + ইত : অংকিত)। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষণের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(১৮) ক. তোমার অঙ্কিত ছবি, যা প্রদর্শনীতে সবার প্রশংসা পেয়েছে, তা আমি দেখেছি

খ. হাবিবের পতিত জমি, যা সাভারে আছে, তা আমি কিনতে চাই

(১৯) ক. ভদ্রলাক, যিনি বিছানায় শায়িত, তিনি আমাদের আত্মীয়

খ. হাসনাত, যে প্রহৃত লোকটাকে বাঁচিয়েছিল, সে আমাদের পরিচিত

(১৮)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ব্যবহৃত, যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পর বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। (১৯ক)-এ ক্রিয়াবাচক সর্বনাম শায়িত-এর আগে বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত। (১৯খ) সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রচলিত গঠনবিন্যাস নির্দেশ করে, যেখানে বিশেষ্য ক্রিয়াবাচক বিশেষণের পর ব্যবহৃত-যা আগেই (১৮ক-খ) উদাহরণে দেখান হয়েছে। (১৯ক)-এর মত উদাহরণ ক্রিয়াবাচক বিশেষণের প্রকৃত গঠনরূপে গ্রহণ করা যায় না, কেননা ক্রিয়াবাচক বিশেষণ লিখিত চিঠি অথবা অঙ্কিত ছবি–র মত গঠনাংশ নির্দেশের মাধ্যমে বিশেষ্যের গুণপ্রকাশ করেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লিখিত চিঠি-র মত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের গঠন সঙ্কুচিত সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে গ্রহণ করা যায়, যা প্রচলিত সর্বনামীয় বাক্যাংশে যে-চিঠি লেখা হয়েছে গঠনের সমস্থানীয়। নামবাক্যাংশকে সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে গণ্য করা যায়। যখন দুটো বা তার বেশী ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় তখন তা গুচ্ছিত সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন নির্দেশ করে (দ্রষ্টব্য : ২. ১. ৯)।

৫

বাংলায় পুরক গঠন ঃ পুরক বাক্যাংশ ও পুরক-নির্দেশক

৫.০ ভূমিকা

পুরক বাক্যাংশের গঠন সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে ঃ (ক) যে-ভাবে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে পুরক বাক্যাংশের পার্থক্য; এবং (খ) পুরক বাক্যাংশে ক্রিয়াভাব প্রকাশক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পুরক-নির্দেশক ব্যতীত যে-র বিভাজন প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগেই বর্ণিত হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঃ ৩.৪.১) যে, বাংলায় যে-র সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক চিহ্ন ও পুরক-নির্দেশক রূপে ত্রিবিধ ক্রিয়া বিদ্যমান। বর্তমান আলোচনায় বাক্যাংশ পুরক-নির্দেশক যে-র গঠন-প্রকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেননা, বাংলায় পুরক-নির্দেশক রূপে যে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াভাব প্রকাশক পুরক-নির্দেশের তুলনায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫.১ বিভিন্ন শ্রেণীর যে

মুখ্য বাক্যে যে পুরক বাক্য গ্রন্থিত হয় তা পুরক-নির্দেশকের সাহায্যে চিহ্নিত হয়, যেমন (১)।

(১) ক. আমি জানতাম যে লোকটা লম্বা

কʼ. আমি জানতাম যে-লোকটা লম্বা, সে এসেছিল

খ. লোকটা যে লম্বা, তা আমি জানতাম

খʼ. লোকটা, যে লম্বা, সে এসেছিল

(১ক) উদাহরণে পুরক-নির্দেশক যে গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে, অন্যক্ষেত্রে তা গ্রন্থিত বাক্যের মধ্যবর্তী স্থানে অন্তর্ভুক্ত (১খ)। সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত পুরক বাক্যাংশের ক্ষেত্রেও মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অবশ্য, একমাত্র তা-ই পুরক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলা গ্রন্থিত বাক্যের পূর্বে (১ক) ও মধ্যবর্তী স্থানে (১খ) যে-র ব্যবহার দু'ভাবে বিচার করা যায়।

যদি যে পূরক বাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয় (১ক), তাহলে তা পূরক-নির্দেশক রূপে ক্রিয়া করে এবং শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বদ্ধ সংযোগস্থল নির্দেশ করে না, যেমন, (১ক´)-এর মত বাক্যাংশের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে যে অবশ্যই পূরক-নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হবে। (১ক´)-তে যে নির্দেশক সর্বনামরূপে চিহ্নিত, যেহেতু যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য লোকটা-র সঙ্গে বদ্ধসংযোগস্থল দ্বারা গঠিত (অর্থাৎ ১ক´-এর মত বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে যে-লোকটা লম্বা-র মত বাক্যাংশ থাকলে যে অবশ্যই নির্দেশক সর্বনামরূপে গ্রহণযোগ্য)। (১খ)-তে লোকটা যে লম্বা পূরক বাক্যাংশরূপে বিশ্লেষণ করা যায়, কেননা, লোকটা ও যে-র মধ্যে কোন বিরতি নেই। (২খ´) তে লোকটা, যে লম্বা সর্বনামীয় বাক্যাংশ-রূপে এবং যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে গ্রহণ করা যায়। কেননা লোক-টার পর বিরতি বিদ্যমান, অর্থাৎ, যদি লোকটা যে লম্বা এই শ্রেণীর ক্রমবিন্যাস থাকে, তাহলে যে পূরক-নির্দেশকরূপে গৃহীত হবে, যেহেতু লোকটা ও যে-র মধ্যে কোন কমা বিরতি নেই, যা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, (১ক)-তে পূরক-নির্দেশক যে বর্জিত, যদিও তা আমি জানতাম যে যে-লোকটা লম্বা, সে এসেছিল এই শ্রেণীর বাক্য গঠনের মাধ্যমে সর্বনামীয় ব্যক্যাংশের পূর্বে যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে (দ্রষ্টব্য ঃ ৩২ঘ)। এই দিকগুলি নিম্ন-লিখিতভাবে নির্দেশ করা যায়।

(২) ক. নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে যে-র ব্যবহার ঃ

যদি যে কোন বাক্যাংশের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং উভয়ের মধ্যে কোন যতি অন্তর্ভুক্ত না হয়।

যে-লোকটা লম্বা, সে আমার বন্ধু

খ. অ-নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে যে-র ব্যবহার ঃ

যদি কোন বাক্যাংশে যে সর্বনামপূর্ব বিশেষ্যের পরে সর্বনাম-পূর্ব ও যে-র মধ্যে লক্ষণীয় বিরতি সহ ব্যবহৃত হয়।

লোক, যে লম্বা, সে আমার বন্ধু

গ. বাক্যাংশ পূরক-নির্দেশকরূপে যে-র ব্যবহার ঃ

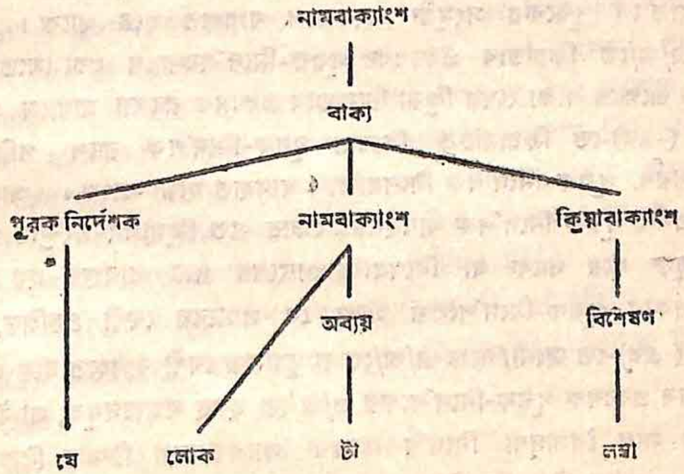
যদি যে পূরক বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত

হয় এবং কোন প্রকার লক্ষণীয় বিরতি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও যে-র মধ্যে ব্যবহৃত না হয়।

লোকটা যে লম্বা, তা আমি জানি

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামের প্রকৃতি অনুযায়ী আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে, (যেমন ঃ যে-সে, যিনি-তিনি, যা-তা) কিন্তু পূরক বাক্যাংশে যে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তা সব সময় একই (তা)। (২) সংখ্যক নির্ঘন্টে সর্বনামীয় বাক্যাংশ (নির্দেশক ও অনির্দেশক) ও পূরক বাক্যাংশের পার্থক্য নির্দেশিত হয়েছে। পূরক বাক্যাংশে যে বাক্যাংশের আগে বা বাক্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যখন যে গ্রন্থিত বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয় (১ক) এবং যখন যে গ্রন্থিত বাক্যের মাঝখানে ব্যবহৃত হয়, তখন মুখ্য বাক্য গ্রন্থিত বাক্যের পর ব্যবহৃত হয়ে থাকে (১খ)। তাছাড়া, বাক্যে পূরক নির্দেশকের স্থান সেই ভাষার বাক্যাংশ প্রকৃতির সূত্র দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে (ব্রেসনান, ১৯৭০ঃ ৩১৯)। যে লোকটা লম্বা হচ্ছে গ্রন্থিত বাক্য যা আমি জানতাম যে লোকটা লম্বা-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থিত বাক্যের (১) বাক্যাংশ-গঠন সূত্রের বৃক্ষচিত্র নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

(৩)



ক্রিয়াবাক্যাংশের গ্রন্থি ক্রিয়ারূপে অথবা বিশেষ্য ও ক্রিয়ারূপে বর্ধিত করা যায়, অবশ্য তা বাক্যের গঠনরূপের ওপর নির্ভর করে।

৫.২ বিভিন্ন শ্রেণীর পূরক-নির্দেশক

ইংরেজিতে পূরক বাক্যাংশে যে তিনটি পূরক-নির্দেশক ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে দুটি দুটি উপাদান দ্বারা গঠিত এবং 'দ্যাট' থেকে সেগুলির ভিন্নধারিক বিভাজন বিদ্যমান। উল্লেখিত তিনটি পূরক-নির্দেশক হচ্ছে ঃ 'that', 'for to' এবং 's-ing'। এগুলি নীচের উদাহরণের সাহায্যে বর্ণিত।

(৪) ক. That Susan gave me a present was a big surprise
খ. For Susan to give me a present was a big surprise
গ. Susan's giving me a present was a big surprise

বাংলা পূরক বাক্যের ক্ষেত্রেও তিনটি পূরক-নির্দেশক ও তাদের গঠনগত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি পূরক-নির্দেশক হচ্ছে ঃ

(৫) ক. যে ঃ বাক্যাংশ পূরক-নির্দেশক
খ. জন্যে/পক্ষে—এ/অ/তে ঃ ক্রিয়াভাব প্রকাশক পূরক-নির্দেশক
গ. সম্বন্ধ (-এর)-তে ঃ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পূরক-নির্দেশক

সাধারণত যে পূরকের সংযুক্ত অংশরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জন্যে/পক্ষে-এ/অ/তে ক্রিয়াভাব প্রকাশক পূরক-নির্দেশকরূপে ধরা যেতে পারে, কেননা এক্ষেত্রে বাক্যাংশের ক্রিয়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক রূপের মাধ্যমে গঠিত। সম্বন্ধ (-এর)-তে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পূরক-নির্দেশক রূপে পরিগণিত, তার কারণ, পূরক-নির্দেশক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত এই শ্রেণীর পূরক-নির্দেশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে -তে ক্রিয়াপদ-সংক্রান্ত গঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে যা বিশেষ্য বাক্যাংশের পরে ব্যবহৃত হয়। এই তিন প্রকার পূরক-নির্দেশকের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত, এবং -সম্বন্ধ (-এর)-তে জন্যে/পক্ষে-এ/অ/তে-র তুলনায় বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রিয়াভাব প্রকাশক পূরক-নির্দেশকের এ/অ/তে হচ্ছে বদ্ধরূপমূল, যা ইংরেজি 'টু'-এর সঙ্গে বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে। ব্যাকরণগত ক্রিয়ার দিক থেকে অবশ্য এ/অ/তে ইংরেজি 'টু'-এর সমস্থানীয়। সম্বন্ধ (-এর)-তে ইংরেজি

পূরক-নির্দেশক poss-ing-এর সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। যখন পক্ষে/জন্যে—এ/অ/তে পূরক বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন পক্ষে/জন্যে বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণগুলি বাংলায় ব্যবহৃত পূরক-নির্দেশক নির্দেশের জন্যে দেওয়া হয়েছে।

(৬) ক. সাহানা যে আমাদের উপহার দিয়েছিল তাতে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম

খ. সাহানা বলেছিল যে সে আসবে

(৭) তোমার পক্ষে উপহার দেওয়াতে যদি অসুবিধে হয়, তাহলে খালি হাতেই এসো

(৮) ক. মউ-এর পুতুল খেলায় আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম

খ. তোমার বই পড়ায় আমরা ক্ষুব্ধ হইনি

পক্ষে বিশেষ্য ও সর্বনামের পর এবং এ/অ/তে ক্রিয়ার পর ব্যবহৃত হয়। যখন ক্রিয়ার সঙ্গে এ/অ/তে যুক্ত হয়, তখন শব্দের সাধিত রূপের জন্য ক্রিয়ার গঠন পরিবর্তিত (দ্রষ্টব্য ঃ ৪.২.১)। যখন সম্বন্ধ-তে পূরক গঠনাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন তা বাক্যাংশের প্রথমে বা বাক্যাংশের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যখন সম্বন্ধ (এর)-তে পূরক-নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন সম্বন্ধ চিহ্ন বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং ক্রিয়ার সঙ্গে-তে সংযুক্ত হয়। ক্রিয়াভাব প্রকাশক পূরক-নির্দেশক এ/অ/তে যে কোন মুক্ত রূপমূলের পর বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন 'সঙ্গে, মধ্যে, ভেতরে, দ্বারা'। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সম্বন্ধ চিহ্ন এর বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং -অর বা এর সর্বনামের সঙ্গে যুক্ত হয়। (৮) সংখ্যক উদাহরণে,-এ ক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবহৃত ও তার আগে কর্ম অন্তর্ভুক্ত এবং বাক্যের শেষে মুখ্য ক্রিয়া ব্যবহৃত। নীচের উদাহরণের সাহায্যে বাংলায় ক্রিয়াভাব প্রকাশক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পূরক-নির্দেশকের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৯) ক. ময়নার পক্ষে এ-কাজ করা অসুবিধা, তা সবাই জানত

খ. লায়লার বই উপহারে আমরা বিস্মিত হইনি

গ. তোমার পুতুল উপহারে মৌটুসী আনন্দিত হয়েছিল

নীচের উদাহরণের সাহায্যে যে পূরক-নির্দেশকের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে।

(১০) ক. মঞ্জুলা জানত যে আকাশ নীল

খ. মউ জানত যে সে ভাত খাচ্ছে, তা ঠিক
গ. রোজি জানত যে সে মিথ্যেবাদী, তা সত্যি নয়
ঘ. ময়না জানত যে আজ বৃষ্টি হবে, তা ঠিক নয়
ঙ. সাহানা জানত যে সে ভালাবাসতে পারে না,

(১০)-এ প্রদত্ত উদাহরণে পূরক বাক্যাংশের দু'বার গ্রন্থনরীতি লক্ষ্য করা যায়। (১০)-এ ব্যবহৃত বাক্যগুলি থেকে বোঝা যায় যে দুটি পূরক বাক্যাংশ (একটি পূরক বাক্যাংশের অভ্যন্তরে আর একটি পূরক বাক্যাংশ) মুখ্য বাক্যে গ্রন্থিত হয়েছে (যা বাক্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত)। পূরক বাক্যাংশের দু'বার গ্রন্থনরীতি (৩২) সংখ্যক উদাহরণে দেখান হয়েছে বলে এখানে আর বিশ্লেষিত হবে না। অবশ্য এখানে একথা বলা যায় যে পূরক বাক্যাংশ একবার (দ্রষ্টব্য ঃ ১১) বা দু'বার গ্রন্থিত (দ্রষ্টব্য ঃ ১০) হবে তা বাংলা জটিল বাক্যের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। (১০) সংখ্যক উদাহরণে বাক্যাংশের ব্যবহার পূরক গঠনের মাধ্যমে নির্দেশিত। যখন পূরক বাক্যে যে পূরক-নির্দেশকরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন বাক্যাংশ গঠন-গত প্রকৃতির রূপ (১১) উদাহরণে লক্ষ্য করা যাবে।

(১১) ক. রোজি যে বোকা, তা আমরা জানতাম
খ. সে যে চালাক, তা তুমি জানতে
গ. ময়না যে তোমার বোন, তা আমরা জানতাম না

সাধারণত যে পূরক বাক্যের আগে (এবং কোন ক্রমেই পরে নয়) প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যেহেতু যে পূরক বাক্যের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু তা পূরক বাক্যের অংশরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। যেমন ঃ …যে পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল এই অংশ মউ একথা চিন্তা করে বিস্মিত হয়েছিল যে পৃথিবী কমলালেবুর মত গোল বাক্যের অংশরূপে গ্রহণ করা সমীচীন।

যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও বাক্যাংশ পূরক-নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত হতে পারে, এ ব্যাপারে আগেই (১) সংখ্যক উদাহরণে দেখান হয়েছে। এখানে বলা যায় যে, উভয় শ্রেণীর যে একই বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা (১২)-তে দেখান হয়েছে।

(১২) ক. রওশন জানত যে যে-মউ বই পড়ছে, সে স্কুলের ছাত্রী

(১২)-তে প্রথম যে পূরক-নির্দেশক রূপে পূরক বাক্য যে-মউ বই পড়ছে-তে

ব্যবহৃত, যা হচ্ছে একটি নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ। যে বাক্যাংশ পূরক-নির্দেশকরূপে (১২ক)-তে যে যে মউ বই পড়ছে এভাবে গঠিত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পূরক-নির্দেশক যে এবং নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে যখন পরপর বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় তখন তা যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনামের সঙ্গে মিশ্রিত না করা বাঞ্ছনীয়। ইতিমধ্যেই (৩.২) দেখান হয়েছে যে প্রায়ই বাংলায় যে যে বহু বচন নির্দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যখন যে যে বহুবচন নির্দেশক রূপমূলরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে বা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যখন তা বাক্যাংশের প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন তা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে (যে যে লোক এসেছিল) অথবা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পরে (যেমন ভদ্রলোক, যিনি যিনি এসেছিলেন) সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যখন যে যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে বা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়, উভয় ক্ষেত্রেই দু'টি যে-র মধ্যে (যে+যে ঃ যে যে) বদ্ধ সংযোগস্থল অবস্থান করে। যখন যে পূরক-নির্দেশক কোন নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তখন যে পূরক বা নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সামান্য যতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেমন ঃ যে। যে-মউ বই পড়ছে, সে স্কুলের ছাত্রী। যে যে যখন বহুবচন নির্দেশক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন এই শ্রেণীর কোন যতি লক্ষ্য করা যায় না। (১২ক)-এর মত বাক্য অনেক ইংরেজি বাক্যেও লক্ষ্য করা যায়. যেমন (১২খ)-তে দেখান হয়েছে।

(১২) খ. Maina knew <u>that</u> <u>the book that is on the table</u>
Comp Rel clause

belongs to Mou

(১২খ)-তে প্রথম 'দ্যাট' পূরক-নির্দেশক ও দ্বিতীয় 'দ্যাট' সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজিতে অবশ্য পর পর অনেকগুলো 'দ্যাট' রূপমূল বিভিন্ন শ্রেণীর রূপ নির্দেশে সক্ষম, যা বাংলা বাক্যে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। যেমন ঃ

(১২) গ. Moina Knew that that that that that book is on the table belongs to Mou

এখানে উল্লেখযোগ্য যে যদিও যে যে অনুক্রম (১২ক) বহুবচন

নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম নির্দেশ করে না, তবুও যে যে বহুবচন নির্দেশক সর্বনাম যে বাক্যাংশ পূরক-নির্দেশকের পর ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন :

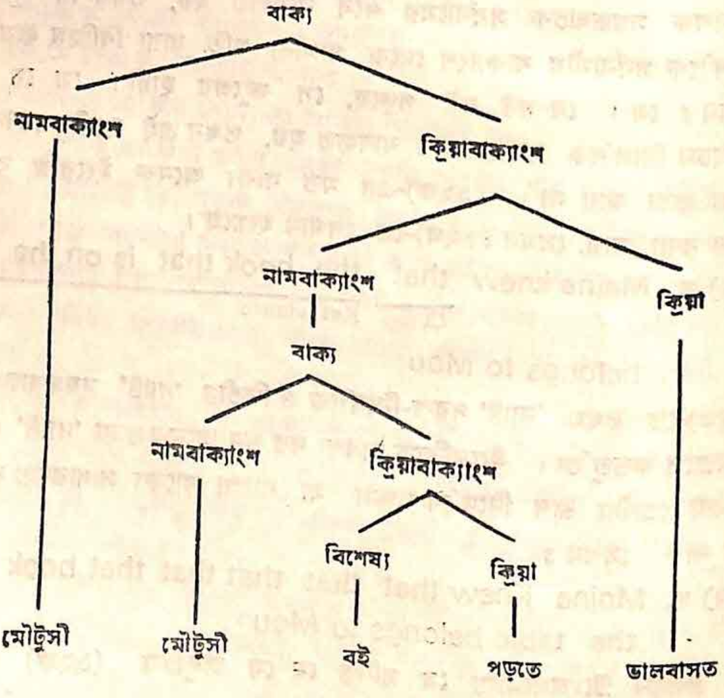
(১২) ঘ. আমি জানতাম যে যে যে এসেছিল, সে সে চলে গেছে

৫.৩ নামবাক্যাংশ ও ক্রিয়াবাক্যাংশ পূরক

বাংলায় ক্রিয়াবাক্যাংশ সাধারণ-ভাবে বাক্যের শেষে ক্রিয়ার পর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যখন কোন বাক্য ক্রিয়াবাক্যাংশের মধ্যে গ্রন্থিত হয়, তখন তা ক্রিয়াবাক্যাংশ পূরকরূপে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য, কর্তাস্বরূপ নামবাক্যাংশ যা ক্রিয়াবাক্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তা মুখ্য বাক্যের নামবাক্যাংশের সমতুল্য। নীচের উদাহরণে এই দিক নির্দেশিত।

(১৩) ক. মৌটুসী বই পড়তে ভলেবাসত

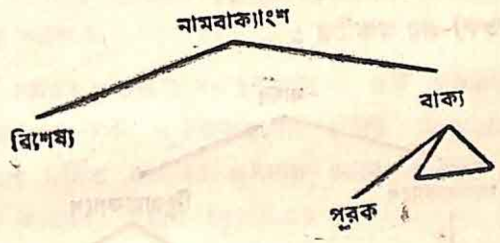
খ.



(১৩খ)-তে গ্রন্থিত বাক্য ক্রিয়াবাক্যাংশ পূরকরূপে ব্যবহৃত যেখানে বিশেষ্য মুখ্য বাক্যের বিশেষ্যের (মৌটুসী) সমস্থানীয় এবং ক্রিয়াবাক্যাংশ পূরক সরাসরি ক্রিয়াবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

নামবাক্যাংশ পূরক সরাসরি নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা নীচের বাক্যাংশগঠন চিত্রের সাহায্যে নির্দেশিত।

(১৪) ক.



(১৪ক)-এ বাক্য সরাসরি নামবাক্যাংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তার আগে পূরক নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত। পূরক-নির্দেশক এবং বাক্য একত্রে নামবাক্যাংশ পূরক বাক্য গঠন করে (দ্রষ্টব্য ঃ ১৪খ)।

(১৪) খ. মেয়েটা যে ভাত খাচ্ছে, তা আমি জানতাম না

রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে পূরক-নির্দেশক নামবাক্যাংশ পূরক বাক্যে স্থাপিত হয়। একই প্রক্রিয়ায় পূরক-নির্দেশক রূপমূল বর্জনের দ্বারা পূরক বাক্য থেকে বর্জিত হতে পারে, যেমন (১৫ক.খ)।

(১৫) ক. আমি জানতাম যে সে আসবে

খ. আমি জানতাম ০ সে আসবে

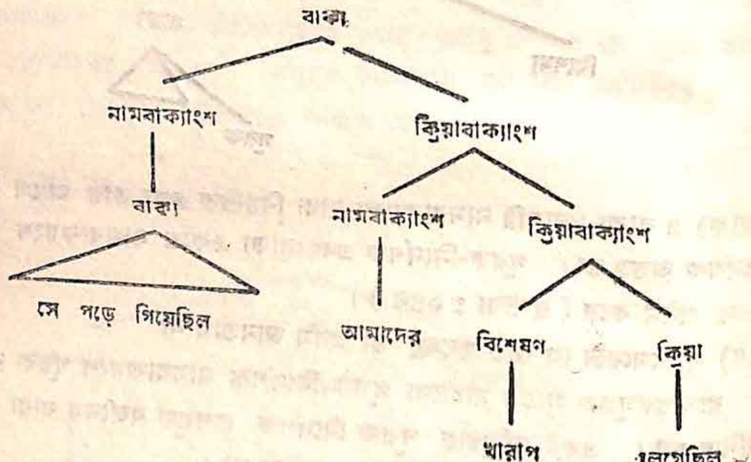
পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, যখন দুটি স্বাধীন বাক্য থাকে, তখন উভয় বাক্যের যে-কোন একটি বাক্য অপর বাক্যকে নিজের মধ্যে গ্রন্থিত করতে পারে। এই পদ্ধতির প্রয়োগে, যখন একটি বাক্য অন্য বাক্যের মধ্যে গ্রন্থিত হয়, তখন গ্রন্থিত বাক্য পূরক বাক্যরূপে গ্রহণ করা হয়। যে সাধারণ ভাবে নামবাক্যাংশ পূরক বাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, অন্যদিকে জন্যে/পক্ষে—এ,অ, তে এবং সম্বন্ধ (-এর)-তে পূরক-নির্দেশক নামবাক্যাংশ পূরকের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে স্মরণীয় যে-ও নামবাক্যাংশ পূরক বাক্যের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে; যেমন [আমি জানতাম

যে সে এসেছিল]→[আমি জানতাম সে যে এসেছিল, তা মিথ্যে নয়]। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নামবাক্যাংশ পূরক একটি বাক্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে যা নামবাক্যাংশের মধ্যে গ্রন্থিত। এই দিক স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যদি কোন নামবাক্যাংশ পূরকের অন্তর্ভাগীয় গঠন বৃক্ষচিত্রের সাহায্যে দেখান যায়।

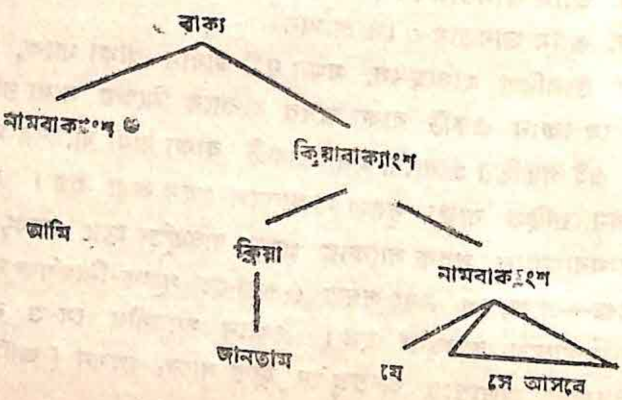
(১৬) ক. সে যে পড়ে গিয়েছিল তাতে আমাদের খারাপ লেগেছিল

খ. আমি জানতাম যে সে আসবে

গ. (১৬ক)-এর বৃক্ষচিত্র ঃ



ঘ. (১৬খ)-এর বৃক্ষচিত্র ঃ



(১৬ক)-তে কর্তা পূরককরণ ও (১৬খ)-তে কর্ম পূরককরণ নির্দেশ করা হয়েছে। উভয় উদাহরণেই লক্ষ্য করা যায় যে পূরক বাক্য ক্রিয়াবাক্যাংশ গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ওপরের উদাহরণে স্পষ্ট হয়েছে যে যে পূরক নির্দেশকের গঠনগত দিক নিম্নলিখিত ভাবে সহজতম পন্থার সাহায্যে নির্দেশ করা যায় ঃ যে-বাক্য, যা নির্দেশ করে যে যে পূরক-নির্দেশক গ্রন্থিত বাক্যের অব্যবহিত পূর্বে ব্যবহৃত হয়, যা বহির্ভাগীয় গঠনে পূরক বাক্য-রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রোসেনবাম (১৯৬৭ ঃ ৩৩ ও ৭১) কর্তা ও কর্ম পূরককরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কর্তা পূরককরণের ক্ষেত্রে, ক্রিয়াবাক্যাংশ ক্রিয়া ও নামবাক্যাংশরূপে বর্ধিত হয়, যা পুনরায় আরো প্রলম্বিত করা যায়। নীচে কর্ম পূরক করণের প্রয়োগ দেখান হল।

(১৭) ক. তারা জানত যে তুমি আসবে না

খ. মিতা ভাল করে জানত যে রওশন আসবে না

সকর্মক ও অকর্মক উভয় শ্রেণীর ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তা পূরককরণ সম্ভব। যখন সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্তা পূরকের প্রয়োগ করা হয়, তখন বাক্যকে বর্ধিত করে নামবাক্যাংশ ও ক্রিয়াবাক্যাংশের আকারে দেখান হয়, যা নামবাক্যাংশ ও ক্রিয়াবাক্যাংশ যে বাক্য গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা নির্দেশ করে। অথবা বলা যায় যে বাক্য নামবাক্যাংশ ও ক্রিয়াবাক্যাংশ এই দুটি প্রধান গ্রন্থিতে প্রলম্বিত হয়ে থাকে। অবশ্য, সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পূরককরণের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। নীচের উদাহরণে বাংলায় সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার পূরককরণ দেখান হয়েছে।

(১৮) ক. ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছেন, তা আমি জানতাম না

খ. ডাক্তার যে এসেছেন, তা আমি জানতাম না

(১৮ক-খ)-তে ডাক্তার কর্তারূপে এবং ওষুধ কর্মরূপে (১৮ক) চিহ্নিত। (১৮খ)-তে কোন কর্ম ব্যবহৃত হয়নি।

ক্রিয়াবাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রেও সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। নীচের উদাহরণে সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে ক্রিয়াবাক্যাংশের পূরককরণ নির্দেশ করা হয়েছে।

(১৯) সকর্মক ক্রিয়া সহযোগে ক্রিয়াবাক্যাংশের পূরককরণ ঃ
 ক. আমি মউকে এই বইটায় মলাট দিতে সাহায্য করেছিলাম
 খ. আমি ময়নাকে বই পড়তে বলেছিলাম

(২০) অকর্মক ক্রিয়া সহযোগে ক্রিয়াবাক্যাংশের পূরককরণ ঃ
 ক. আমি জানতাম যে লোকটা কাঁদছিল
 খ. আমি শুনেছিলাম যে সে আহত হয়েছে

৫.৪ পূরক-নির্দেশক ব্যবহারের শর্তাবলী

ব্রেসনান (১৯৭৯ ঃ ৯) তাঁর অভিসন্দর্ভে পূরক-নির্দেশককে 'বাক্যাংশ-অব্যয়' রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতানুসারে, পূরক-নির্দেশকগুলির অর্থগত উপাদান ও বাক্যগত ক্রিয়া বিদ্যমান। যেহেতু পূরক বাক্য সবসময় গ্রন্থিত বাক্যরূপে ধরে নেওয়া হয় এবং এই শ্রেণীর বাক্যমধ্যে পূরক-নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, সেজন্যে কোন পূরক-নির্দেশক অগ্রন্থিত (অ-জটিল) বাক্যে আবির্ভূত হতে পারে না। যদি কোন অ-গ্রন্থিত বাক্যে পূরক-নির্দেশক অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা অশুদ্ধ বাক্যরূপে গঠিত হবে। (২১) সংখ্যক উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে উপরোক্ত নিয়ম বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

(২১) ক. * সে যে চিন্তা করেছিল
 খ. * সে যে স্বপ্ন দেখেছিল
 গ. * তারা যে ভাই

(২১ক-গ)-তে নির্দেশিত গ্রন্থিগুলি অগ্রন্থিত বলে অশুদ্ধ। এগুলি অন্য বাক্যে গ্রন্থিত হওয়ার পর শুদ্ধরূপে চিহ্নিত হবে। যেমন ঃ

(২২) ক. সে যে চিন্তা করেছিল, তা সত্যি
 খ. সে যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা মিথ্যে নয়
 গ. তারা যে ভাই, তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়

৫.৫ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশ

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশ উভয়েই অন্য বাক্যের মধ্যে একই-ভাবে গ্রন্থিত হয়ে থাকে। যদিও উভয়ই গ্রন্থিত, তাদের গঠন ও

বাক্যে ব্যাকরণগত ক্রিয়ার মাধ্যমে পার্থক্য নির্দেশ সম্ভব। পূরক বাক্যে যে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তা সর্বনামীয় বাক্যাংশের অনুরূপ হলেও উভয়ের মধ্যে গঠনগত পার্থক্য বিদ্যমান। পূরক বাক্যে অপ্রাণী-বাচক উপাদান আপেক্ষিক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পূরক বাক্যাংশ বাক্যের কর্তা বা কর্মরূপে ক্রিয়া করে থাকে। অন্যদিকে, সর্বনামীয় বাক্যাংশ পূরক বাক্যের মত কাজ করে না, তার কারণ, সেগুলি নামবাক্যাংশের গুণপ্রকাশক (ল্যাংগাকার, ১৯৭২ ঃ ১৪৪)। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশের মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়েছে।

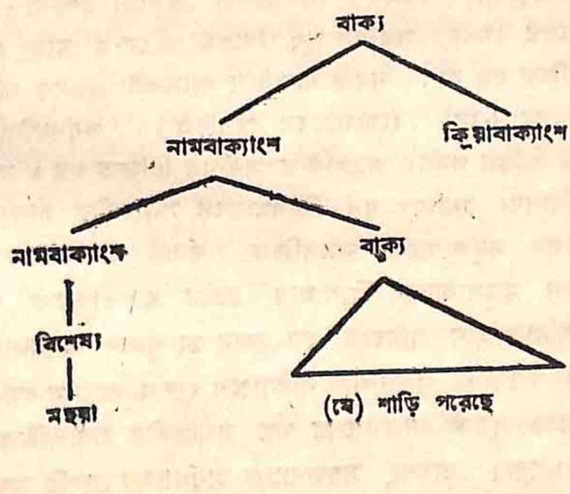
(২৩) ক. মহুয়া, যে শাড়ী পরেছে, সে এখনি সিনেমা দেখতে যাবে

খ. মহুয়া যে সংগীত-শিল্পী, তা সবাই জানে

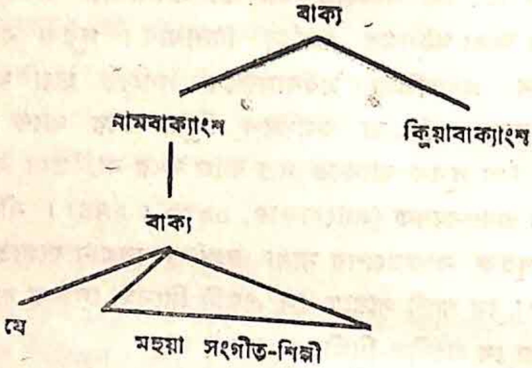
গ. তাতে কোন সন্দেহ নেই যে মহুয়া সংগীত-শিল্পী

(২৩ক)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে শাড়ি পরেছে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য মহুয়া-র গুণপ্রকাশ করেছে। (২৩খ-গ)-তে পূরক বাক্য কর্তা ও কর্মরূপে নির্দে-শিত। মহুয়া যে সংগীত-শিল্পী (২৩খ-গ)-তে পূরক বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত। সম্বন্ধবাচক ও পূরক বাক্যাংশের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা নীচের বৃক্ষ-চিত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

(২৪) ক. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ঃ



খ. পূরক বাক্যাংশ ঃ



সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশের মধ্যে যে গঠনগত পার্থক্য লক্ষণীয় তা অন্যভাবেও নির্দেশ করা সম্ভব। এখানে বলা যেতে পারে যে উভয় বাক্যাংশের প্রায় সমশ্রেণীর গঠন বিদ্যমান। শুধু পার্থক্য হল যে, সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর কমা বিরতি বিদ্যমান যা বাক্যাংশ থেকে সর্বনামকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। নির্দেশক সবনামীয় বাক্যাংশে, সম্বন্ধবাচক সবনাম ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য পাশাপাশি অবস্থান করে এবং যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে পূরক-নির্দেশকের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে না (যেমন ঃ যে-ছেলেটা এসেছে; দ্রষ্টব্য ঃ ৫.১)। পূরক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে, সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও যে-র মধ্যে কোন কমা বিরতি পরিলক্ষিত হয় না। পূরক বাক্যাংশ অনেকটা এভাবে গঠিত হয় ঃ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য + যে + ... (মেয়েটা যে এসেছিল)। সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশে দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে আপেক্ষিক সর্বনাম চিহ্নিত হয় ঃ যখন কোন মনুষ্যবাচক বিশেষ্য সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন মনুষ্যবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম মুখ্য বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং যখন মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে অপ্রাণীবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম পূরক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয় তখন তা পূরক বাক্যাংশের আগে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে কোন অমনুষ্যবাচক বিশেষ্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে, পূরক বাক্যাংশের মত সমশ্রেণীর আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অবশ্য, সম্বন্ধবাচক সর্বনামের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন-

তর। যখন কোন অপ্রাণীবাচক সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তখন তা মনুষ্যবাচক সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের মতই সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে কমা বিরতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে। নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে, নির্দেশক সর্বনাম সর্বদা সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই পূরক-নির্দেশকরূপে বাক্য-পূর্ব অবস্থায় কোন অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় না। এই দিকগুলি নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(২৫) ক. মেয়েটা, যে বই পড়ছে, সে নারীত্বে বিশ্বাসী

খ. মেয়েটা যে বই পড়ছে, তা আমি জানি

(২৫ক)-তে যে সর্বনামরূপে ব্যবহৃত, যা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য থেকে কমা বিরতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং মনুষ্যবাচক সর্বনামের বিপরীতে মনুষ্যবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম সে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, যে পূরক-সর্বনামরূপে অন্তর্ভুক্ত (২৫খ) এবং সেজন্যে (২৫খ)-এর আপেক্ষিক সর্বনাম (২৫ক) থেকে ভিন্নতর।

(২৬) ক. বইটা, যা সে চায়, তা পাবে

খ. বইটা যে সে চায়, তা আমি জানি

(২৬ক)-এ সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য হচ্ছে অপ্রাণীবাচক, যা কমা বিরতি দ্বারা সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে, এই শ্রেণীর কোন কমা বিরতি (২৬খ)-এ বইটা আর যে-র মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাছাড়া, (২৬ক)-তে যা সংযোগ-বাচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত, যার পূরক-নির্দেশক যে-র (২৬খ) তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির রূপমূলগত অস্তিত্ব বিদ্যমান। যদিও উভয় বাক্যের আপেক্ষিক সর্বনাম সমশ্রেণীর, কিন্তু মুখ্য বাক্য অসমপ্রকৃতির।

(২৭) ক. যে-বইটা তুমি চাও, তা পাবে

খ. *যে বইটা তুমি চাও, তা পাবে

(২৭ক)-তে নির্দেশক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি নির্দেশিত, যেখানে যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, পূরক-নির্দেশক যে কোন বাক্যের প্রথমেই বাংলায় ব্যবহৃত হয় না এবং ব্যবহৃত হলে

৯—

সেই বাক্য অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে (২৭খ)। ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে এবং পূরক-নির্দেশক যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশকের সমশ্রেণীর বাক্যাংশের প্রথমে ব্যবহারের মাধ্যমে এবং মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

৫.৬ পূরক-নির্দেশক অন্তর্ভুক্তির সূত্র

জটিল বাক্যে পূরক-নির্দেশক অন্তর্ভুক্তির সহজতম পন্থা নিম্নলিখিত-ভাবে নির্দেশ করা যায় :

(২৮) পূরক-নির্দেশক সংস্থাপন

ক + বাক্য + খ

নাবা নাবা

১ যে + ২ ৩

একইভাবে ক্রিয়াভাব প্রকাশক ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পূরক-নির্দেশক বাক্যের বাক্য গ্রন্থির আগে সংস্থাপন করা সম্ভব। (২৮) সংখ্যক সূত্র যে-কোন নামবাক্যাংশ পূরক বাক্যের আগে যে-কোন পূরক নির্দেশক অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে। এক্ষেত্রে, পূরক বাক্য নামবাক্যাংশ পূরকের গঠন এভাবে নির্দেশ করবে নামবাক্যাংশ→পূরক বাক্য।

বাক্যে দু'ভাবে পূরক-নির্দেশকের সংযুক্তি সম্ভব। প্রথমত, বাক্যে স্বাধীন ভাবে পূরক-নির্দেশক ব্যবহার করা যায়; দ্বিতীয়ত, যদি তা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে দুটি গ্রন্থিত বাক্যের মধ্যে একটি সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণ নামবাক্যাংশের জন্য এবং অপরটি পূরক বাক্যাংশের নামবাক্যাংশের জন্য ব্যবহার করতে হবে। যখন কোন বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন পূরক-নির্দেশক মুখ্য বাক্য অথবা সর্বনামীয় বাক্যাংশ ছাড়া অপর একটি স্বতন্ত্র বাক্যাংশ এবং মুখ্যবাক্যে অন্তর্ভুক্ত হবে (দ্রষ্টব্য ৩১)। একই প্রক্রিয়ায়, যখন কোন পূরক-নির্দেশক পূরক বাক্যাংশের নামবাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত হয়, সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও পূরক বাক্যাংশ পাশাপাশি রাখার জন্য বাক্যের গঠনগত পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। উল্লেখিত সম্ভাবনাগুলি নীচের উদাহরণে দেখান হয়েছে।

(২৯) ক. আজ সকালে ভদ্রলোক, যিনি এসেছিলেন, তিনি একজন অবসর-প্রাপ্ত বিচারক

খ. ভদ্রলোক, যিনি বই পড়ছেন. তিনি আমাদের প্রতিবেশী

(৩০) ক. আজ সকালে ভদ্রলোক, যিনি এসেছিলেন, তিনি যে একজন অবসর প্রাপ্ত বিচারক, তা আমি জানতাম না

খ. ভদ্রলোক, যিনি বই পড়ছেন, তিনি আমাদের প্রতিবেশী তা যে আমি জানতাম না তা ঠিক

(৩১) ক. ভদ্রলোক যে আমাদের প্রতিবেশী. তা আমি জানতাম না

খ. ছেলেটা যে স্কুলের ছাত্র, তা আমি জানি

যে-ভাবে স্বাধীন বাক্যগুলি একটি অন্যটির মধ্যে গ্রন্হিত হয়, তা (৩২)-এ দেখান হয়েছে।

(৩২) ক. ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল

খ. ছেলেটা স্কুলের ছাত্র

গ. মউ ছেলেটাকে জানে

ঘ. ছেলেটা, যে দৌড়ে চলে গেল, সে যে স্কুলের ছাত্র, তা মউ জানে

(৩২ঘ)-এ ছেলেটা হচ্ছে বাক্যের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য। ছেলেটা-র আপেক্ষিক সর্বনামরূপে সে ব্যবহৃত। (৩২ক-গ) এই তিনটি সরল বাক্য (৩২ঘ)-তে নিম্নলিখিতভাবে গ্রন্হিত হয়েছে ঃ

(৩২) ঙ. ছেলেটা [ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল] [ছেলেটা স্কুলের ছাত্র]
সবাবা পু-বা

[মউ ছেলেটাকে জানে]
মুবা

[সংকেত ঃ সবাবা ঃ সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ; পুবা ঃ পূরক বাক্যাংশ ; মুবা ঃ মুখ্য বাক্য]

ওপরে যে-ভাবে বাক্য ত্রয় গ্রন্হিত হয়েছে তা আগেই আলোচিত হয়েছে (২.১.১১.)। (৩২ঘ) নির্দেশ করে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় ও পূরক বাক্যাংশ উভয়ই জটিল বাক্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, যখন উভয়ই মুখ্য-বাক্যে গ্রন্থিত হয়।

যে পূরক-নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অনায়াসেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব, যা পক্ষান্তরে মুখ্য বাক্যে গ্রন্হিত হয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও পূরক-নির্দেশক যে গ্রন্থিত করার জন্য একটি গ্রন্হিত বাক্যের প্রয়োজন। নীচের উদাহরণের সাহায্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও পূরক-নির্দেশক গ্রন্হনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

(৩৩) ক. আমি জানতাম লোকটা বসে আছে
খ. আমি জানতাম লোকটা চলে যাবে
গ. আমি জানতাম লোকটা [যে বসে আছে] সে চলে যাবে (সংযোগ বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ)
ঘ. আমি জানতাম যে লোকটা. [যে-বসে আছে]. সে চলে যাবে (পূরক-নির্দেশক + সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ)

(৩৩গ)-তে কোন পূরক-নির্দেশক ব্যতীত শুধুমাত্র সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ নির্দেশিত, আর (৩৯ঘ)-তে পূরক নির্দেশক সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ও গ্রন্হিত বাক্যের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত।

৫.৭ সংক্ষেপিত পূরককরণ

আকমাইয়ান ও হেনি (১৯৭৫) সংক্ষেপিত পূরককরণের উল্লেখ করেছেন। যে পূরকের কোন প্রত্যক্ষ কর্তা নেই তা সংক্ষেপিত পূরক রূপে চিহ্নিত। নীচের উদাহরণে এই শ্রেণীর পূরকের গঠন নির্দেশিত।

(৩৪) ক. কয়েকজন চায় স্কুলে পড়তে
খ. আমি চাই পরে সিনেমায় যেতে

(৩৪) সংখ্যক উদাহরণে যে বাক্যাংশ দুটির নীচে দাগ দিয়ে দেখান হয়েছে সেগুলি কোন প্রত্যক্ষ কর্তা ছাড়া ব্যবহৃত হলে তা সংক্ষেপিত পূরকরূপে চিহ্নিত। এই শ্রেণীর বাক্যাংশের ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে এগুলির একটি কর্তা বাক্যাংশে বর্তমান যা দেখান হয়নি। ওপরের উদাহরণে বাক্যাংশগুলির মধ্যবর্তী গঠনপ্রকৃতি শব্দান্তরের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৩৪) গ. কয়েকজন চায় কয়েকজন স্কুলে পড়তে
ঘ. আমি চাই আমি পরে সিনেমায় যেতে

(৩৪গ-ঘ)-তে যে রূপমূল কর্তারূপে সংক্ষেপিত পূরক বাক্যে ব্যবহৃত, সংযোগ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত সেগুলির আপেক্ষিক ব্যবহার বিদ্যমান। সংক্ষেপিত পূরক বাক্যের আচ্ছাদিত কর্তার মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত কর্তার মত একই ক্রিয়া বিদ্যমান, অর্থাৎ একই কর্তা গ্রন্হিত বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত। একথা বলা যায় যে সংক্ষেপিত পূরক বাক্যে যে কর্তা অলক্ষণীয় তা রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে অনুসরণসাধ্য।

৬

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে বর্জন ও সঞ্চালন সূত্র

৬.০ ভূমিকা

বর্তমান অধ্যায়ে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়করণের কাঠামোর সাহায্যে কতকগুলি রূপান্তরমূলক সূত্র যা বাক্যাংশ বা বাক্যগত রূপমূলের বর্জন এবং পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—সে সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

যখন কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাংলায় গঠিত হয়, তখন বাক্যের বহির্ভাগীয় গঠন থেকে রূপমূল বর্জিত হতে পারে। সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে কোন উপাদান বর্জনের ক্ষেত্রে, একমাত্র সর্বনাম ছাড়া যে-কোন উপাদান, বর্তমান আলোচনায় বিবেচনা করা হয়েছে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে বাংলায় সর্বনামীয় গঠন থেকে সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম বর্জন করা সম্ভব নয় (দ্রষ্টব্য ৩.৫)। অধিকন্তু, অন্যত্র আলোচিত (২.১.৪) হয়েছে বলে আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জনের দিকও বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমান অধ্যায়ে, সমশ্রেণীর ক্রিয়া, কর্মরূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য ও ক্রিয়া-বিশেষণ বর্জনের দিক শূন্যীকরণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সমশ্রেণীর রূপমূল বর্জন ছাড়াও, সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রধান রূপমূলের সঞ্চালনগত দিক (পুন-র্বিন্যাস) বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। 'সঞ্চালন' আলোচনায় যেখানে রূপান্তরমূলক সূত্র সর্বনামীয় গঠনে অন্তর্ভুক্ত একটি রূপমূল এবস্থান থেকে অন্যস্থান যে ভাবে স্থানান্তরিত করা যায়—সেই দিক সম্পর্কে আরোপ করা হয়েছে। যখন কোন সঞ্চালন সূত্র আরোপিত হয়, তখন এই সূত্র একই সময়ে একটি রূপমূল বা বাক্যাংশ বাক্যের একস্থান থেকে অন্য-স্থানে যেভাবে স্থানান্তর করা সম্ভব, তা নির্দেশ করা হয়। রূপমূলের সঞ্চালন বাক্যের বাঁদিক থেকে ডানদিকে সম্ভব। সঞ্চালন সূত্র আরো-

পের ক্ষেত্রে প্রধানত বাক্যগত অর্থের তারতম্য হয় না, বরং তা কোন বিশেষ রূপমূল বা বাক্যাংশের ওপর গুরুত্বের (ঝোঁকের) পরিবর্তন নির্দেশ করে, অথবা বাক্যের মধ্যে কোন কোন রূপমূলের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কতকগুলি শর্ত আরোপের দিক নির্দেশ করে থাকে।

যে চার শ্রেণীর সঞ্চালন সূত্র বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত, তা হচ্ছে আরোহণ প্রসঙ্গিতকরণ, পশ্চাৎস্থাপন ও কেন্দ্রবিন্দু। এই সূত্রগুলি সর্ব-নামীয় গঠনের রূপমূল বা বাক্যাংশ সঞ্চালনের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে থাকে। সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিভিন্ন রূপমূলের সঞ্চালনগত দিক আরোহণের সাহায্যে দেখান যায়। এই অংশে রূপমূল সঞ্চালনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বর্ণিত হয়েছে। বাক্যের প্রসঙ্গ, যা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত, তা তার প্রকৃতিসহ সঞ্চালন সূত্রে গৃহীত। এই সঞ্চালন সূত্রে রূপমূলগুলি বাক্যের প্রথম অংশে যে-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে সূত্র প্রয়োগে তা বাক্যের অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথম দিকের রূপমূলগুলি বাক্য বা বাক্যাংশের শেষের দিকে পশ্চাৎ-স্থাপন সূত্রের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সূত্র বাক্যের শেষে বিভিন্ন রূপমূল সঞ্চালনের মাধ্যমে সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিভিন্নধারিক গঠনপ্রকৃতি নির্দেশ করে। কেন্দ্র বিন্দুকরণের ক্ষেত্রে, যে-সব রূপমূল দ্বারা সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠিত হয় সেগুলি বাক্যের অন্য অংশে সঞ্চালিত করে। এক্ষেত্রে বাক্যাংশের প্রধান রূপমূলগুলির ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণ করা হয় এবং তার ফলে যে-সব রূপমূলের ওপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি স্থানান্তরীকরণের ফলে বাক্যাংশ বা বাক্যের গঠন-প্রকৃতির পরি-বর্তনগত দিক নির্দেশ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর সঞ্চালন সূত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে সরল ও জটিল এই উভয় শ্রেণীর বাক্য আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে জটিল বাক্য যা সর্বনামীয় বাক্যাংশ একদেহভুক্ত করে, তার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬.১ শূন্যীকরণ

রস (১৯৬৭) রূপান্তরমূলক ব্যাকরণ সূত্রের সাহায্যে সর্বপ্রথম শূন্যী-করণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তী পর্যায়ে রস (১৯৭০), জ্যাকেনডফ

(১৯৭১), কউতসুদাস (১৯৭১), মেলিং (১৯৭২), হ্যানকামের (১৯৭৩, ১৯৭৯), স্টিলিংস (১৯৭৫), কুনো (১৯৭৬) ও নেইত-কাম্পেন (১৯৭৯) এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শূন্যীকরণ আলোচনার প্রথম পর্যায়ে সমশ্রেণীর ক্রিয়া বর্জনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হলেও পরবর্তীকালে জ্যাকেনডফ (১৯৭১) ক্রিয়া ছাড়া সমশ্রেণীর অন্যান্য রূপমূল বর্জনগত দিক অন্তর্ভুক্ত করেন। সেজন্যে, ক্রিয়ার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে যে-কোন সমশ্রেণীর রূপমূল বর্জনগত দিক শূন্যীকরণ সূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রসের আলোচনার পর জ্যাকেনডফ তাঁর মন্তব্যের (শূন্যীকরণ হচ্ছে 'যে-কোন স্থানের সূত্র') বিরোধিতা করে নিজস্ব সূত্র প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ল্যানজেনডয়েন ও হ্যানকামের জ্যাকেনডফের মত শূন্যীকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একাধিক সূত্রের প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। কুনো জ্যাকেনডফ, ল্যানজেনডয়েন ও হ্যানকামের প্রবর্তিত বিভিন্ন সূত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজস্ব সূত্র ও তার প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অন্যান্যের তুলনায় কুনো-প্রবর্তিত সূত্র সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য এবং শূন্যীকরণের বিভিন্ন জটিল কাঠামো বর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক প্রবর্তিত সামগ্রিক সূত্রের অন্তর্ভুক্তি ও আলোচনা (প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে) সম্ভবপর নয়। শূন্যীকরণ আলোচনা-শেষে এবং আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক প্রবর্তিত মত অন্তর্ভুক্ত ও সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শূন্যীকরণ ও আরোহণ সূত্র ছাড়াও ভাষাতত্ত্বে একাধিক সঞ্চালন সূত্র বিদ্যমান, গ্রন্থের কলেবর সীমাবদ্ধ রাখার জন্যে অবশিষ্ট সঞ্চালন সূত্র বর্তমান আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

৬.১.১ বাংলায় শূন্যীকরণ

সাধারণভাবে শূন্যীকরণ সংযোজক-অব্যয় পরিবর্তনের (লঘুকরণ) সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়। বর্তমান আলোচনায় সংযোজক অব্যয় দ্বারা গঠিত সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশে শূন্যীকরণ সূত্রের ব্যবহার সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বাক্যের

বিভিন্ন উপাদান বর্জনের ক্ষেত্র শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগগত দিক এবং বাংলায় এই সূত্রের ব্যবহারিক দিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে আলোচিত। শূন্যীকরণ সূত্র আলোচনার পর এই সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত আরোহণ সূত্রের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত। উভয় ক্ষেত্রেই সম্বন্ধবাচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপিত। সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ বলতে বাক্যের যে অংশ সম্বন্ধসূচক সর্বনামের সাহায্যে নামবাক্য গঠিত, তার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

যে-কোন ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যের অন্তর্বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অনেক সময় বাক্যে একাধিক (সম ও অসমশ্রেণীর) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাক্যগঠনে শৃঙ্খলা ও অর্থগত সুসমঞ্জস বিধান সাধনের জন্য বাক্যে একাধিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে সমশ্রেণীর ক্রিয়ার মধ্যে একটিকে সংরক্ষিত রেখে অনেকগুলো বর্জন করা হয়। সমশ্রেণীর ক্রিয়া-বর্জনের ক্ষেত্রে বাক্যের একটি নির্দিষ্ট গঠনের প্রতি লক্ষ্য করা অত্যাবশ্যক। যদি একাধিক বাক্য অবলম্বনে একটি জটিল বাক্য গঠিত হয় তবে গঠনের দিক থেকে এই জটিল বাক্যের দুটি উপাদান (সন্নিবেশিত দুটো বা তার বেশী বাক্য) অবশ্যই সমশ্রেণীর অথবা প্রায় সমশ্রেণীর হতে হবে। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় যে-কোন অংশ থেকে বর্জন করা সম্ভব। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের কোন্ অংশ থেকে বর্জিত হবে তা বিশেষ ভাষার গঠন-বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। বাক্য সমশ্রেণীর ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হলে একটি ক্রিয়া সংরক্ষণ ও অন্য ক্রিয়ার বর্জনের নিয়মকে বলা হয় 'শূন্যীকরণ'।

প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় রস (১৯৬৭) শুধুমাত্র সমশ্রেণীর ক্রিয়া-বর্জনের দিক উল্লেখ করলেও, পরবর্তীকালে ক্রিয়া ছাড়াও সমশ্রেণীর অন্যান্য রূপমূল বা উপাদান (যেমন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ) বর্জনও স্বীকৃতি লাভ করে। সুতরাং, শূন্যীকরণের প্রসারিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, বাক্যে সমশ্রেণীর একাধিক যে-কোন উপাদান ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে সমশ্রেণীর একটি উপাদান রেখে বাকিগুলোকে বর্জন করার ভাষাতাত্ত্বিক প্রথাকে শূন্যীকরণ বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও বাক্যের যে-কোন সমশ্রেণীর উপাদানকে বর্জন করা সম্ভব, অধিকাংশ

ক্ষেত্রে ক্রিয়াবর্জনের ওপরেই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই প্রথা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রূপমূল বা উপাদানের পুনঃশ্রেণীকরণ করা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কেননা, এই শ্রেণীর পুনর্বিন্যাস শুধুমাত্র সংযোজক অব্যয় লঘুকরণের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং একমাত্র ব্যাকরণগত উপাদানের পুনর্বিন্যাস ছাড়া সংযোজক অব্যয় লঘু-করণের সঙ্গে শূন্যীকরণের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শূন্যীকরণ সূত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বে শূন্যীকরণ যে-ভাবে ক্রিয়াশীল তা উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(১) ক. ভদ্রলোক, যিনি দুধ খেয়েছিলেন আর ভাত খেয়েছিলেন, তিনি মউ-এর মামা।

কক. ভদ্রলোক, যিনি দুধ o আর ভাত খেয়েছিলেন; তিনি মউ-এর মামা।

খ. সকালবেলায় যে লোকটা বই পড়ছিল, আর খবরের কাগজ পড়ছিল সে গ্রাম থেকে এসেছে।

খখ. সকালবেলায় যে লোকটা বই o আর খবরের কাগজ পড়ছিল, সে গ্রাম থেকে এসেছে।

(২) ক. যে হাসান দুধ খেয়েছিল আর ভাত খেয়েছিল, সে আমার বন্ধু।

কক. যে হাসান দুধ খেয়েছিল আর ভাত, সে আমার বন্ধু।

খ. যে হাসান বই কিনেছিল আর পেন্সিল কিনেছিল, তা হারিয়ে ফেলেছে।

খখ. যে হাসান বই কিনেছিল আর পেন্সিল, তা হারিয়ে ফেলেছে।

ওপরের উদাহরণে বাংলা বাক্যে শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দ্বি-ধারিক সম্ভাবনা লক্ষণীয়। বাক্যে একাধিক সমশ্রেণীর ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে সমশ্রেণীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন করা সম্ভব। বাংলা বাক্যের গঠন-প্রকৃতি বা রূপমূল সন্নিবেশের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ-মন্তব্য করা যায় যে, বাক্য অন্তর্গত সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়ার মধ্যে যদি প্রথম ক্রিয়াটি বর্জন করে দ্বিতীয় ক্রিয়া সংরক্ষণ করা যায় তাহলে বাক্যের অর্থ অনু-ধাবনে সহজসাধ্য হয় এবং বাক্য গঠনগত সাধারণ-কাঠামো বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ সুবিধাজনক। অন্যক্ষেত্রে, যদি দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন করে প্রথম ক্রিয়াটি বাক্যে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে সবক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্য গঠনে ও অর্থ অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে। যদিও বাংলায় বাক্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সমশ্রেণীর যে-কোন একটি ক্রিয়া বর্জন সম্ভব এবং

সেক্ষেত্রে বাক্য-গঠনে সুসমঞ্জস-বিধান সংরক্ষণও অসম্ভব নয়। এই বক্তব্যের আলোকে উদ্ধৃত উদাহরণ সম্পর্কে বলা যায় যে (২) বাক্য অপ্রচলিত না হলেও (১) বাক্য (১) বাক্যের তুলনায় অধিকতর প্রচলিত।

বাংলা বাক্যে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জনের পর বাক্য-গঠনে অস্বাভাবিকতা বা অর্থ-ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা দেখা দিলে বাক্য মধ্যে যে স্থানে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি অবস্থিত ছিল সেখানে অন্য কোন রূপমূল বা উপাদান ব্যবহার করলে বাক্য-গঠনের শৈথিল্য, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা দূর করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিকটি প্রদর্শিত ঃ

(৪) ক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল, আর ভাত খেয়েছিল সে গ্রাম থেকে এসেছে।

কক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল আর ভাত, সে গ্রাম থেকে এসেছে।

ককক. যে লোকটা দুধ খেয়েছিল আর তার সঙ্গে ভাত, সে গ্রাম থেকে এসেছে।

খ. ভদ্রলোক, যিনি বই পড়ছিলেন আর সেই সঙ্গে চিঠি, তিনি মউ-এর মামা।

গ. যিনি শাওনকে বকছেন আর মাঝে মাঝে উপলকে, তিনি ভাইয়ের বন্ধু।

(৫) ক. ভদ্রলোক, যিনি ভাত খেয়েছিলেন আর দুধ-ও, তিনি মউ-এর মামা।

(৪)-এ প্রদত্ত উদাহরন শূন্যীকরণের বিশুদ্ধ উদাহরণরূপে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, প্রদত্ত উদাহরণে বাক্যের প্রথমাংশে অনুপস্থিত অতিরিক্ত কতকগুলো রূপমূল অন্তর্ভুক্ত করে, দ্বিতীয় ক্রিয়া যেখানে বর্জিত হয়েছে, সেই অংশে সন্নিবেশিত। বাক্যে বাক্যাতিরিক্ত রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি শূন্যীকরণ সূত্রের বিরোধী। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, (৫)-এ ও অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রত্যক্ষভাবে শূন্যীকরণ সূত্রের বিরোধী নয়। শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত। (৫)-এ প্রদত্ত উদাহরণ শূন্যীকরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করে পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা মধ্যে তা সন্নিবেশিত। ওপরে প্রদত্ত উদাহরণের মাধ্যমে একটি দিক স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলা বাক্যে সমশ্রেণীর একাধিক ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে যে-কোন একটির বর্জন সম্ভব, যদিও প্রথম ক্রিয়া বর্জনের ফলে ভাষাভাষীদের পক্ষে বাক্যের অর্থ অনুধাবন সহজ হয়।

৬.১.২ বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমপদস্থ সংযোগমূলক অব্যয়

শূন্যীকরণের প্রাথমিক আলোচনায় এ-পর্যন্ত যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার সবগুলিই সংযোজক অব্যয় দ্বারা গঠিত বাক্য এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত। প্রতিক্ষেত্রেই 'আর' দুটি স্বতন্ত্র বাক্য সংযুক্তির ক্ষেত্রে সংযোজক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। যখন দুই বা তার বেশী বাক্যাংশ সংযোজক অব্যয় দ্বারা একত্রে সংযুক্ত হয় তখনই শূন্যীকরণের প্রয়োগ লক্ষণীয়। দুটি বাক্য বা বাক্যাংশ একত্রে সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্রে বাংলায় যে সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলি হচ্ছে 'ও', 'আর', 'এবং', 'অথবা', 'বা', কিংবা' ও 'নয়'। নীচে প্রদত্ত উদাহরণে বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সংযোজক অব্যয়ের মধ্যে কয়েকটির প্রয়োগ দেখান হয়েছে। প্রতিটি উদাহরণেই নামবাক্য সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত।

(৬) ক. যে ময়না হারমনিয়ম বাজাবে আর যে মউ সেতার বাজাবে, তারা আত্মীয়।

কক. যে ময়না হারমনিয়ম আর যে মউ সেতার বাজাবে, তারা আত্মীয়।

খ. ময়না যে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে এবং মউ যে বেলুন ওড়াচ্ছে, সেগুলো একটু আগে দোকান থেকে কেনা হয়েছে।

খখ. ময়না যে ঘুড়ি আর মউ যে বেলুন ওড়াচ্ছে, সেগুলো একটু আগে দোকান থেকে কেনা হয়েছে।

গ. হয় মউ যে বাঁশী বাজাবে নয় ময়না যে সেতার বাজাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গগ. হয় মউ যে বাঁশী নয় ময়না যে সেতার বাজাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ওপরের উদাহরণে 'আর', 'এবং' ও 'হয়' সংযোজক অব্যয় রূপে ব্যবহৃত।

জ্যাকেনডফ (১৯৭১ঃ২২) 'কিন্তু' রূপমূল প্রধান বাক্য-সংযোজক অব্যয় হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ইংরেজিতে 'কিন্তু' স্পষ্টরূপে ব্যবহৃত না হলেও বাংলায় 'কিন্তু' সংযোজক অব্যয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা লক্ষ্য করা যায় না। যেমন ঃ

(৭) ক. আমাদের বান্ধবী মহুয়া, যে গতকাল রাতে সিনেমা দেখেছিল কিন্তু তার ছোট বোন মৌটুসী যে গতকাল সকালে থিয়েটার দেখেছিল, তা সবাই জানে।

কক. আমাদের বান্ধবী মহুয়া, যে গতকাল রাতে সিনেমা কিন্তু তার ছোট বোন মৌটুসী যে গতকাল সকালে থিয়েটার দেখেছিল, তা সবাই জানে।

বাংলায় 'না' সংযোজক অব্যয় রূপে ব্যবহারের সময় বাক্যগঠনে একটি স্বতন্ত্র আকৃতি লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় 'না', 'আর' 'নয়' অথবা 'কিন্তু'-র স্থানে ব্যবহার করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ 'না' বাক্যে নঞর্থক রূপমূলরূপে ব্যবহৃত। জটিল বাক্যে 'না'-এর ব্যবহার সম্পর্কে দুটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় ; ক. বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্ত হলে অর্থের ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশিত হয় ; খ. বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির পর সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জন অপেক্ষাকৃত সহজতর। নীচের উদাহরণে বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির এই দুটি দিক প্রদর্শিত।

(৮) ক. যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি বই পড়ছেন না পত্রিকা পড়ছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

কক. যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তিনি বই পড়ছেন না পত্রিকা o তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

খ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে, সে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে না অন্য কাউকে দেখছে, তা আমি বলতে পারব না।

খখ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে, সে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে না অন্য কাউকে o, তা আমি বলতে পারব না।

খখখ. যে মেয়েটা প্রসাধন করছে; সে আয়নায় নিজের মুখ না অন্যকাউকে দেখছে; তা আমি বলতে পারব না।

উদ্ধৃত উদাহরণের (খ) অংশে দেখান হয়েছে যে, বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় সমশ্রেণীর যে-কোন একটি ক্রিয়া বর্জন করা সম্ভব এবং যে-কোন একটির সংরক্ষণ অনুমোদিত। অবশ্য, 'না' অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে একটি দুর্বলতর দিক লক্ষণীয়। দুটি বাক্য একত্রে সংযুক্তির ক্ষেত্রে 'না' নিয়মিত সংযোজক অব্যয় উপাদানরূপে সাধারণভাবে অব্যবহৃত। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বিভিন্ন ভাষায় অব্যয়ের ব্যবহার স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক ভাষায় ব্যবহৃত অব্যয় অন্য ভাষায় সম্পূর্ণরূপে গৃহীত না-ও হতে পারে। ইংরেজির সঙ্গে বাংলার তুলনা করে অনায়াসে বলা যায় যে, পূর্বোক্ত ভাষায় 'না'

অব্যয়রূপে ব্যবহৃত না হলেও শেষোক্ত ভাষায় এর অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা বিদ্যমান। ইংরেজিতে একই রূপমূল সম্বন্ধসূচক ও প্রশ্নসূচক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হলেও বাংলায় সম্বন্ধসূচক ও প্রশ্নসূচক সর্বনামরূপে বিভিন্ন রূপমূল ব্যবহৃত। অনেক ভাষায়, যেমন জাপানী, সম্বন্ধসূচক সর্বনামের স্বতন্ত্র রূপমূল অনুপস্থিত, কিন্তু সেখানে বাক্যের অর্থগত দিক লক্ষ্য করে এই সর্বনামের কাজ চালান হয়। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলায় অব্যয় হিসাবে 'না' ব্যবহারের পেছনে কোন অযৌক্তিক কারণ নেই, যদি এই অব্যয় অন্যান্য সংযোজক অব্যয়ের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে 'না'-এর বাক্য মধ্যে ব্যবহার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে 'অথবা'র মত। নীচে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 'আর', অথবা 'কিংবা'র পরিবর্তে 'না' অনায়াসে ব্যবহার করা চলে কিংবা বলা যায় যে এই তিনটি সংযোজক অব্যয় একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা যায়।

(৯) ক. ভদ্রলোক, যিনি বই আর খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।
খ. ভদ্রলোক, যিনি বই অথবা খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।
গ. ভদ্রলোক, যিনি বই না খবরের কাগজ পড়ছেন, তিনি মিথুনের মামা।

নঞর্থক রূপমূল (না) প্রসঙ্গে রস (১৯৭০ : ২৫০) উল্লেখ করেছেন যে, যদি বাক্যে নঞর্থকমূলক রূপমূল অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে সমশ্রেণীর একটি ক্রিয়া বর্জনের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। রস-এর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলা বাক্যে নঞর্থক রূপমূল অন্তর্ভুক্তির পর রস-উল্লিখিত সমস্যা সহজেই লংঘনীয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাক্যে 'না' অন্তর্ভুক্তির পর শুধুমাত্র পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব। যদিও সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়, তবে এক্ষেত্রে অসন্তোষজনক ফল দেখা দিতে পারে। তার কারণ, বাক্যে বিভিন্ন বিশেষ্যের সঙ্গে নঞর্থক রূপমূলের কী সম্পর্ক তা প্রত্যক্ষগোচর বা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে না। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই এই মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি সম্ভব হবে:

(১০) ক. যে ময়না ভাত খায়নি আর যে মউ ডিম খায়নি, তারা আমাদের প্রতিবেশী।

খ. যে ময়না বই পড়ছেনা আর খবরের কাগজ পড়ছেনা, সে আমার বান্ধবী।

(১১) সম্মুখ শূন্যীকরণ আদর্শ ঃ

ক. যে ময়না ভাত খায়নি আর যে মউ ডিম, তারা আমাদের প্রতিবেশী

খ. যে ময়না বই পড়ছেনা আর খবরের কাগজ, সে আমার বান্ধবী।

(১২) পশ্চাৎ শূন্যীকরণ আদর্শ ঃ

ক. যে ময়না ভাত আর যে মউ ডিম খায়নি, তারা আমাদের প্রতিবেশী।

খ. যে ময়না বই আর খবরের কাগজ পড়ছেনা, সে আমার বান্ধবী।

উদাহরণ (১১) সবার কাছে গৃহীত না হলেও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য নয়। উল্লিখিত বাক্যগুলিতে 'আর'-এর পরিবর্তে 'বা' ব্যবহৃত হলে সুসমঞ্জস ফল পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১৩) যে ময়না বই পড়ছে না বা খবরের কাগজ, সে আমার বান্ধবী।

এ পর্যন্ত যে উদাহরণ দেয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও বাংলা বাক্যে স্বতন্ত্র-ভাবে সমশ্রেণীর উপাদান বর্জন করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিকটি দেখান হয়েছে।

(১৪) ক. যে মেয়েটা সকালে রুটি খায়, দুধ খায়, আর মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

খ. যে মেয়েটা সকালে রুটি, দুধ, আর মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

গ. যে মেয়েটা সকালে রুটি, দুধ, অথবা মাখন খায়, তার স্বাস্থ্য সত্যি সুন্দর।

(১৫) ক. যে মেয়েটা স্কুলে যাবে, সে সঙ্গে বই নেবে আর টিফিন নেবে।

খ. যে মেয়েটা স্কুলে যাবে, সে সঙ্গে বই আর টিফিন নেবে।

(১৬) ক. যে মেয়েটা কলম কিনেছে আর পেন্সিল কিনেছে, সে মউ-এর বান্ধবী।

খ. যে মেয়েটা কলম ও পেন্সিল কিনেছে, সে মউ-এর বান্ধবী।

গ. যে মেয়েটা কলম পেন্সিল দুইই কিনেছে, সে মউ-এর বান্ধবী।

ঘ. যে মেয়েটা কলম আর পেন্সিল কিনেছে, সে মউ-এর বান্ধবী।

(১১–১৬)-তে বিভিন্ন শূন্যীকরণ সূত্র ও বাক্য গ্রন্থনের নমুনা উপস্থাপিত। উদ্ধৃত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাংলায় তিন বা তার বেশী সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যে ব্যবহার করা সম্ভব (১৪ক), অথবা শেষোক্ত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নঞর্থক কোন উপাদানের সাহায্যে বিশিষ্টকরণ সম্ভব (যদি তিনটি সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে এই নিয়ম সম্ভব)। সমশ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যাংশের যে-কোন অংশে বর্জন সম্ভব, অর্থাৎ বাক্যাংশের প্রথমে, মাঝখানে, বা শেষে ব্যবহৃত হলে তা বর্জন করা যায়। বাক্যের এই গঠনগত প্রক্রিয়া (১৪—১৬) উদাহরণে উপস্থাপিত। বাংলায় সংযোজনাত্মক উপাদান বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব তা (ঘ) উদাহরণে উপস্থাপিত।

৬.১.৩ সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশের শূন্যীকরণ

শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহারের পর যদি সম্বন্ধসূচক সর্বনামের সাহায্যে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠন করা যায় তাহলে সে-ক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক বাক্যাংশ গঠনের কয়েকটি সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। নীচের উদাহরণে শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহারের পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ গঠনের তিনটি দিক নির্দেশিত।

(১৭) ক. ময়না বাজার থেকে দুধ কিনেছিল আর চা কিনেছিল
খ. ময়না বাজার থেকে দুধ আর চা কিনেছিল।
গ. যে ময়না বাজার থেকে দুধ আর চা কিনেছিল, সে রাতে বান্ধবীদের খাইয়েছে।

(১৮) ক. মউ ফুলকপি রাঁধছিল আর বাঁধাকপি রাঁধছিল।
খ. মউ ফুলকপি আর বাঁধাকপি রাঁধছিল।
গ. মউ, যে ফুলকপি আর বাঁধাকপি রাঁধছিল, সে মৌটুসীর বান্ধবী।

(১৯) ক. শাওন তার বান্ধবীর গালে চুমু খেয়েছিল অরে ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।
খ. শাওন তার বান্ধবীর গালে আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।
গ. শান্তশিষ্ট মানুষ শাওন, যে তার বান্ধবীর গালে আর ঠোঁটে চুমু খেয়েছিল।

ওপরের উদাহরণগুলিতে (ক) বাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র অনারোপিত, (খ) বাক্যে সূত্র আরোপিত, ও (গ) বাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র দেখানোর পর

(ক) ও (খ) বাক্য-বহির্ভূত অতিরিক্ত রূপমূল বা ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান সন্নিবেশিত। প্রতিটি উদাহরণেই শূন্যীকরণ সূত্র আরোপ করার পর সম্বন্ধসূচক সর্বনাম 'যে' অন্তর্ভুক্তির পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ গঠনের কয়েকটি দিক প্রদর্শিত। তিনটি বাক্যে 'যে' প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক এই দ্বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। (খ) বাক্যে অতিরিক্ত বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির দ্বিবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান, অতিরিক্ত বাক্যাংশ বাক্যের প্রথম (১৯গ) অথবা শেষে (১৭গ, ১৯গ) সংযোজন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, 'যে' সম্বন্ধসূচক সর্বনাম পূর্ববর্তী নামপদের আগে (১৭গ) অথবা পরে (১৯গ) অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির পর পূর্ববর্তী নামপদের এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম (এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন নামপদের ভূমিকা বর্জিত। তাছাড়া, সম্বন্ধসূচক সর্বনাম আলোচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র 'পূর্ববর্তীপদ' (Antecedent) এই পরিভাষা ব্যবহৃত হলেও বাংলায় সর্বত্র এই পরিভাষা গ্রহণযোগ্য নয়। ইংরেজিতে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশে (যেমন The man who ...) সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয় বলে 'man' সর্বনামের পূর্ববর্তীপদরূপে গৃহীত। কিন্তু বাংলায় সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশের সম্বন্ধসূচক সর্বনাম বিশেষ্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ 'যে লোকটা'... ও 'লোকটা যে'...। এক্ষেত্রে, প্রথম উদাহরণে 'লোকটার' পরে 'যে' ব্যবহৃত বলে লোকটাকে সর্বনামের পূর্ববর্তীপদ না বলে 'পরবর্তীপদ' (Precedent) বলা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় উদাহরণে 'লোকটা' 'যে' সর্বনামের আগে ব্যবহৃত বলে লোকটা সর্বনামের পূর্ববর্তীপদরূপে গ্রহণের কোন অসুবিধে নেই। সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশে 'পরবর্তী পদ' এই প্রথম ব্যবহৃত হল। আগেই বলা হয়েছে যে, উদ্ধৃত তিনটি (১৭—১৯) উদাহরণে (খ) বাক্যগুলিতে শূন্যীকরণ সূত্র ও (গ) বাক্যগুলিতে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শিত।

সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র আরোপ করার সময় সমশ্রেণীর ক্রিয়ার একটি অবশ্যই সংযুক্ত বাক্য থেকে বর্জন করতে হবে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কর্তা বা কর্ম বর্জন নীতিবিরুদ্ধ। শূন্যীকরণ সূত্রের এই নিয়ম স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বাক্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ পূর্ণমাত্রার একটি বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত হয়

এবং এর অন্তর্ভুক্ত কোন অংশ বর্জন করা যায় না। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই এই দিক বোঝা যাবে ঃ

(২০) ক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন মেরেছিল এবং একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে উপল মেরেছিল।

কক. { *একটা দুটো } ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম { যাদের *যাকে } শাওন ও উপল মেরেছিল।

খ. একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যে ভাত খাচ্ছে ও একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যে রুটি খাচ্ছে।

খখ. [*একটা] ছেলেকে দেখেছিলাম যে [*যে] ভাত ও রুটি খাচ্ছে।
[দুটো] [যারা]

গ. একটা মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম যে সেতার বাজাচ্ছে ও একটা মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম যে বেহালা বাজাচ্ছে।

গগ. [*একটা] মেয়েকে হলের মধ্যে দেখেছিলাম [*যে] সেতার ও
[দুটো] [যারা] বেহালা
বাজাচ্ছে।

ঘ. একটা মেয়েকে ক্লাসে দেখেছিলাম যে পেন্সিল দিয়ে লিখছে ও একটা মেয়েকে ক্লাশে দেখেছিলাম যে কলম দিয়ে লিখছে।

ঘঘ. [*একটা] মেয়েকে ক্লাশে দেখেছিলাম [*যে] পেন্সিল ও কলম
[দুটো] [যারা] দিয়ে লিখছে।

ঙ. একটা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম যে ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক লাগাচ্ছে ও একটা মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম যে ঠোঁটে লিপগ্লস লাগাচ্ছে।

ঙঙ. [*একটা] মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছিলাম [*যে] ঠোঁটে
[যারা] লিপ্‌ষ্টিক
[দুটো] ও লিপগ্লস লাগাচ্ছে।

উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ সংকোচনের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এই সূত্র আরোপ করার কারণ অর্থগত। কেননা, প্রত্যেকটি বাক্যেই দুটি কর্ম ও কর্তা নির্দেশিত এবং সমশ্রেণীর বাক্যাংশ সংকোচনের পর স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে উদাহরণে একই কর্ম উপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ (১৮) সংখ্যক বাক্য গ্রহণ করা

যায়। এখানে মূল কর্তা উত্তমপুরুষ (আমি) বাক্যে অনুপস্থিত এবং দুটি কর্ম নির্দেশিত—একজন ছেলেকে শাওন মেরেছিল ও আরেকজন ছেলেকে উপল মেরেছিল। শাওন ও উপল যাদের মেরেছিল তারা একই ছেলে নয়, ভিন্ন ছেলে। সেজন্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ সংকোচনের পর ছেলের পরিবর্তে বহুবচন সম্বন্ধসূচক সর্বনাম (যাদের, কারক নির্দেশিত) ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও 'যাদের' রূপমূলে কারক নির্দেশিত, বর্তমান আলোচনায় কারক অন্তর্ভুক্ত হয়নি বলে সম্বন্ধসূচক সর্বনামের ক্ষেত্রে কারকের ব্যবহারগত দিক বিশ্লেষিত হয়নি।

(২০) সংখ্যক উদাহরণে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত নামবাক্যের প্রসঙ্গে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে, তা স্বতন্ত্রভাবে লংঘন করা যেতে পারে। এই প্রয়োগের মাধ্যমে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের কোন অংশ বর্জনের দিকটিও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব। (২১)-এ প্রদত্ত একটি উদাহরণের সাহায্যে নীচে এই দিকটি দেখান হয়েছে।

(২১) ক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন মেরেছিল এবং একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে উপল মেরেছিল।

কক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন o এবং একটা ছেলে (কে) (রাস্তায় দেখেছিলাম) যাকে উপল মেরেছিল।

ককক. একটা ছেলেকে রাস্তায় দেখেছিলাম যাকে শাওন এবং একটা ছেলে যাকে উপল মেরেছিল, [তারা দস্যি ছেলে]।

সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র

বাক্য মধ্যস্থিত বাক্যাংশে সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র আরোপের ক্ষেত্রে কতকগুলি অবস্থা বা শর্ত ক্রিয়াশীল। বাংলায় সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রর তুলনায় পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ব্যবহার সহজতর এজন্যে যে, বাংলায় সাধারণভাবে বাক্যশেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে ('সাধারণভাবে' বলার কারণ যে, বাক্য শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও বাক্যের অন্য অংশেও তা ব্যবহৃত হতে পারে)। নীচের উদাহরণে এই দুটি শূন্যীকরণ সূত্র দেখান হয়েছে।

(২২) সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

ক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

কক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর মাছ সে আমার বোন।

(২৩) পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

ক. যে মেয়েটা ভাত খাচ্ছে আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

খ. যে মেয়েটা ভাত ০ আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়া বর্জিত ও প্রথমটি সংরক্ষিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর দ্বিতীয় ক্রিয়াটি সংরক্ষণ করে প্রথম ক্রিয়াটি বর্জন করা হয়। ওপরের উদাহরণে (২৩) উভয় বাক্যেই 'মেয়ে' হচ্ছে সর্বনাম পরবর্তী-পদ ও প্রধান বিশেষ্য। যদি বাক্যমধ্যে অসমশ্রেণীর পূর্ব বা পরবর্তীপদ (পার্লমুটার ও রস, ১৯৭০ ঃ ১০১) ব্যবহৃত হয় তাহলে তা বিচ্ছিন্ন পূর্ব বা পরবর্তীপদ রূপে গৃহীত হবে। (২৪) সংখ্যক উদাহরণে বিচ্ছিন্ন ও অবি-চ্ছিন্ন পূর্ব বা পরবর্তীপদের ব্যবহারের এ-দুটি দিক দেখান হয়েছে।

(২৪) ক. অবিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ ঃ

যে মেয়েটা ভাত আর মাছ খাচ্ছে, সে আমার বোন।

খ. বিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ ঃ

যে ময়না ভাত আর যে মউ মাছ খাচ্ছে তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

(২৪খ)-তে 'ময়না' ও 'মউ' উভয়েই সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশে সর্বনামের পরবর্তী পদরূপে ব্যবহৃত। সর্বনামের পর দুটি ভিন্ন প্রকৃতির বিশেষ্য ব্যবহৃত হলে তাকে বিচ্ছিন্ন পরবর্তী পদরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। পার্লমুটার ও রস বিচ্ছিন্ন পূর্ব-পরবর্তীপদ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করলেও এই সমস্যার সমাধান করেননি। ওপরের উদাহরণে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন পরবর্তীপদ সমস্যার সমাধান করা কঠিন নয়। (২৪-খ)-এর মত সংযোগমূলক গঠনে উভয় পরবর্তীপদই সমান গুরুত্বপ্রাপ্ত। কেননা, উভয় পরবর্তীপদই স্বতন্ত্রভাবে দুটি সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশ গঠন করেছে। এক্ষেত্রে. সংযুক্ত বাক্য ভেঙে ফেলে স্বতন্ত্র দুটি বাক্য গঠন করলে উভয় ক্ষেত্রেই 'ময়না' ও 'মউ' সম্বন্ধসূচক সর্বনামের পরবর্তী পদরূপে বাক্যে ব্যবহৃত হবে। দুটি স্বতন্ত্র বাক্য সহযোগে একটি সংযুক্ত বাক্য গঠন

করার পরও বাক্যের গভীর অন্তর্ভাগে 'ময়না ও 'মউ' সর্বনামের পরবর্তী-পদ হিসেবেই তাদের বাক্যগঠনগত ভূমিকা পালন করে বলে বাক্যের উপরিতলভাগে 'ময়না' ও 'মউ' উভয় রূপমূলকে সম্বন্ধসূচক সর্বনামের পরবর্তীপদরূপে গ্রহণ করা যায়। নীচে (২৪ খ)-এর পুনরুক্তি করে উভয় পরবর্তীপদের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(২৫) ক. যে ময়না ভাত আর যে মউ মাছ খাচ্ছে, তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

খ. [ময়না ভাত খাচ্ছে] [মউ মাছ খাচ্ছে] [ময়না ও মউ একই স্কুলের ছাত্রী]

গ. যে ময়না [ভাত খাচ্ছে] যে মউ [মাছ খাচ্ছে] ময়না ও মউ একই স্কুলের ছাত্রী]

ঘ. যে ময়না [ভাত খাচ্ছে] [আর] যে মউ [মাছ খাচ্ছে] [ময়না ও মউ একই স্কুলের ছাত্রী]

ঙ. যে ময়না ভাত আর যে মউ মাছ খাচ্ছে, তারা একই স্কুলের ছাত্রী।

মেলিং (১৯৭২ ঃ ১০৫) পশ্চাৎ ও সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রকে একই সূত্ররূপে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। (২২) ও (২৩) সংখ্যক উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, একমাত্র বাক্যের ক্রিয়াকে প্রথম থেকে শেষে বা শেষ থেকে প্রথমে আনা ছাড়া বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য উপাদানের গঠনগত রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। অবশ্য, তাঁর মন্তব্য শুধুমাত্র আরোহণ সূত্র ছাড়া শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। তার কারণ, আরোহণ সূত্র আরোপ করার পর বাক্যের বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন অংশে স্থান পরিবর্তন করে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আরোহণ সূত্র ছাড়াও মেলিং-এর এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, ইংরেজিতে একটি শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগসম্ভব হলেও বিভিন্ন ভাষায় শূন্যীকরণ সূত্রের বিভিন্ন প্রয়োগগত দিক বিদ্যমান। বাংলার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ফলে বাক্যগত কাঠামো পরিবর্তিত হয়। পূর্বে প্রদত্ত উদাহরণ পুনরুক্তি করে বলা যায় যে, বাংলায় সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাক্যগত আকৃতি হয় কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, কর্তা-কর্ম, এবং পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাক্যগত এই আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে

কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই রূপ গ্রহণ করে। বাক্যগত এ দুটি আকৃতি এক নয়। এদিক থেকে বিচার করলেও মেলিং-এর একক শূন্যী-করণ সূত্র গ্রহণযোগ্য নয়।

৬.১.৪ শূন্যীকরণের পর রূপমূলের সঞ্চালন

রস (১৯৭০ঃ ২৫১) শূন্যীকরণ সূত্রের আলোচনায় রুশ বাক্যের বিভিন্ন গঠনরূপ নির্দেশ করেছেন। শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর রুশ বাক্যের আকারগত যে-পরিবর্তন দেখা যায় তা এভাবে নির্দেশ করা যায়ঃ কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। অন্যক্ষেত্রে, রুশ ভাষার দুটি বাক্যগত কাঠামো বিদ্যমান, তা হচ্ছে কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম, কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ও কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া, কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। রুশ ভাষার সঙ্গে বাংলার তুলনা করলে রুশ ভাষার মত অবিকল বাক্যগত কাঠামো বাংলায়ও লক্ষ-ণীয়। নীচের উদাহরণে বাংলা বাক্যের এই রূপ নির্দেশিত ঃ

(২৬) ক. কর্তা-ক্রিয়া-কর্মঃ কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম

যে শায়লা খেল পানি আর মেঘলা খেল চা ...

খ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া

যে শায়লা পানি খেল আর মেঘলা চা খেল ...

গ. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ঃ কর্তা-কর্ম

যে শায়লা খেল পানি আর মেঘলা চা ...

ঘ. কর্তা-কর্ম ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া

যে শায়লা পানি আর মেঘলা চা খেল ...

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুশভাষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাংলায় অধিক ভিন্নতর বাক্যগত কাঠামো লক্ষ্যযোগ্য। শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের পর বাংলা বাক্যের সম্ভাব্য রূপ নীচে উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত ঃ

(২৭) ক. কর্তা-কর্ম ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া

যে ময়না পানি আর মউ দুধ খেল ...

খ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ঃ কর্তা-কর্ম

যে ময়না পানি খেল আর মউ দুধ ...

গ. কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ঃ কর্ম-কর্তা
যে ময়না পানি খেল আর দুধ মউ...

ঘ. কর্তা-কর্ম ঃ কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম
যে ময়না পানি আর মউ খেল দুধ ..

ঙ. কর্তা-কর্ম ঃ কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা
যে ময়না পানি আর দুধ খেল মউ ..

চ. কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম ঃ কর্তা-কর্ম
যে ময়না খেল পানি আর দুধ মউ...

ছ. কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা ঃ কর্তা-কর্ম
পানি খেল যে ময়না আর মউ দুধ...

জ. কর্তা-ক্রিয়া-কম ঃ কর্ম-কর্তা
যে ময়না খেল পানি আর দুধ মউ···

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, যদিও বাংলা বাক্য কর্তা কর্ম ক্রিয়া—এভাবে গঠিত হয়, তা সত্ত্বেও বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর সম্ভব এবং শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যের গঠন আকৃতি বিভিন্ন গঠন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করতে সক্ষম। ওপরের উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যে প্রয়োগের পর বাক্য দশটি গঠনগত রূপে চিহ্নিত হতে পারে। নীচে বাংলা বাক্যের এই গঠনগত কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে।

(২৮)	ক. কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা কর্ম ক্রিয়া	(শূন্যীকরণ সূত্র অনারোপিত)
	খ. কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা ক্রিয়া কর্ম	(” ” ”)
	গ. কর্তা কর্ম—কর্তা কর্ম ক্রিয়া	(শূন্যীকরণ সূত্র আরোপিত)
	ঘ. কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা কর্ম	(” ” ”)
	ঙ. কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্ম কর্তা	(” ” ”)
	চ. কর্তা কর্ম—কর্তা কর্ম ক্রিয়া	(” ” ”)
	ছ. কর্তা কর্ম—কর্ম ক্রিয়া কর্ম	(” ” ”)
	জ. কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম	(” ” ”)
	ঝ. কর্ম ক্রিয়া কর্তা—কর্তা কর্ম	(” ” ”)
	ঞ. কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্ম কর্তা	(” ” ”)

এ পর্যন্ত আলোচনায় বাংলায় যে আটটি বিভিন্ন শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগযোগ্য তা উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে। এই আটটি সূত্রের মধ্যে তিনটি হচ্ছে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র, যা প্রয়োগের পর বাংলা বাক্য কর্তা কর্ম-কর্তা কর্ম ক্রিয়া, কর্তা কর্ম-কর্তা ক্রিয়া কর্ম অথবা কর্তা কর্ম-কর্ম ক্রিয়া কর্তা এই তিনটির যে-কোন একটি গঠনরীতি গ্রহণ করতে পারে। অন্যক্ষেত্রে, বাংলায় পাঁচ পর্যায়ের সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র বিদ্যমান যা প্রয়োগের পর বাক্য কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা কর্ম, কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্ম কর্তা, কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম, কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্ম কর্তা অথবা কর্ম ক্রিয়া কর্তা—কর্তা কর্ম, এই পাঁচটির যে-কোন একটি গঠনরীতি গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত আদর্শ থেকে বোঝা যায় যে, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সব সময় বাক্যের একটি অংশ কর্তা কর্ম-রূপে গঠিত এবং বাক্যের দ্বিতীয়ভাগের গঠনরীতি কর্তা কর্ম ক্রিয়া, কর্তা ক্রিয়া কর্ম অথবা কর্ম ক্রিয়া কর্তা, এই তিনটির যে-কোন একটি অনুসরণ করতে পারে। অন্যদিকে, সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাক্যের একটি অংশ কর্তা কর্ম অথবা কর্ম কর্তা গঠনরীতি অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে, পাঁচটি আদর্শের মধ্যে কর্তা কর্ম রূপ দেখা যায় তিনবার আর কর্ম কর্তা রূপ দেখা যায় দু'বার। এছাড়া, পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে সব সময়েই কর্তা কর্ম রীতি লক্ষণীয়। এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে, পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের কর্তা কর্ম রূপমূল ব্যবহারের আদর্শ হচ্ছে সাধারণ রীতি। আটটি শূন্যীকরণ সূত্রের মধ্যে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের তুলনায় সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের সংখ্যা বেশী প্রচলিত। এ থেকে অনায়াসে অনুমান করা যায় যে, বাংলায় পশ্চাৎ শূন্যীকরণ আদর্শের তুলনায় সম্মুখ শূন্যীকরণ আদর্শ অনেকাংশে নিয়মিত বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক (সমস্থানীয় ক্রিয়া বর্জনের পর)।

প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে কোন বাক্যেই বাক্যের প্রথমে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়নি। যদিও সাধারণভাবে বাংলা বাক্যের প্রথমে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না, তা সত্ত্বেও বাক্য বা বাক্যাংশের প্রথমে ক্রিয়ার ব্যবহার সম্ভব। ক্রিয়া ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া বাংলা বাক্যের সাধারণ নিয়ম নয় এবং শুধুমাত্র কতকগুলো বিশেষ শ্রেণীর ক্রিয়া বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করে বাক্যের

অন্যত্র স্থানান্তর সম্ভব। নীচের উদাহরণে বাক্যমধ্যস্থিত ক্রিয়ার স্থানান্তর পদ্ধতি দেখান হয়েছে।

(২৯) ক. যে লোকটা ভাত খাচ্ছে আর পানি খাচ্ছে, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

খ. যে লোকটা ভাত আর পানি খাচ্ছে, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

গ. খাচ্ছে যে লোকটা ভাত আর পানি, সে নিউ মার্কেটের দোকনাদার।

ঘ. খাচ্ছে ভাত আর পানি যে লোকটা, সে নিউ মার্কেটের দোকানদার।

উপরিল্লিখিত উদাহরণের মধ্যে (ঘ) বাক্য (গ) বাক্যের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তার কারণ, (ঘ) বাক্যে ক্রিয়ার পর কর্ম ব্যবহৃত হওয়ায় অর্থ অনুধাবনে সুবিধা হয়।

বাংলায় শূন্যীকরণ সূত্র যে-ভাবে ব্যবহার করা যায় অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন লক্ষ্য করা যায় না। তার কারণ, বাংলা বাক্যে শব্দ সংযোজনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা বিদ্যমান। ইংরেজিতে শুধুমাত্র একটি শূন্যীকরণ সূত্র অনুসৃত। নীচের উদাহরণে ইংরেজির ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য শূন্যীকরণ আদর্শ দেখান হয়েছে।

(৩০) ক. Moina drank tea and Mou drank milk

খ. Moina drank tea and Mou 0 milk

গ. Moina tea and Mou drank milk.

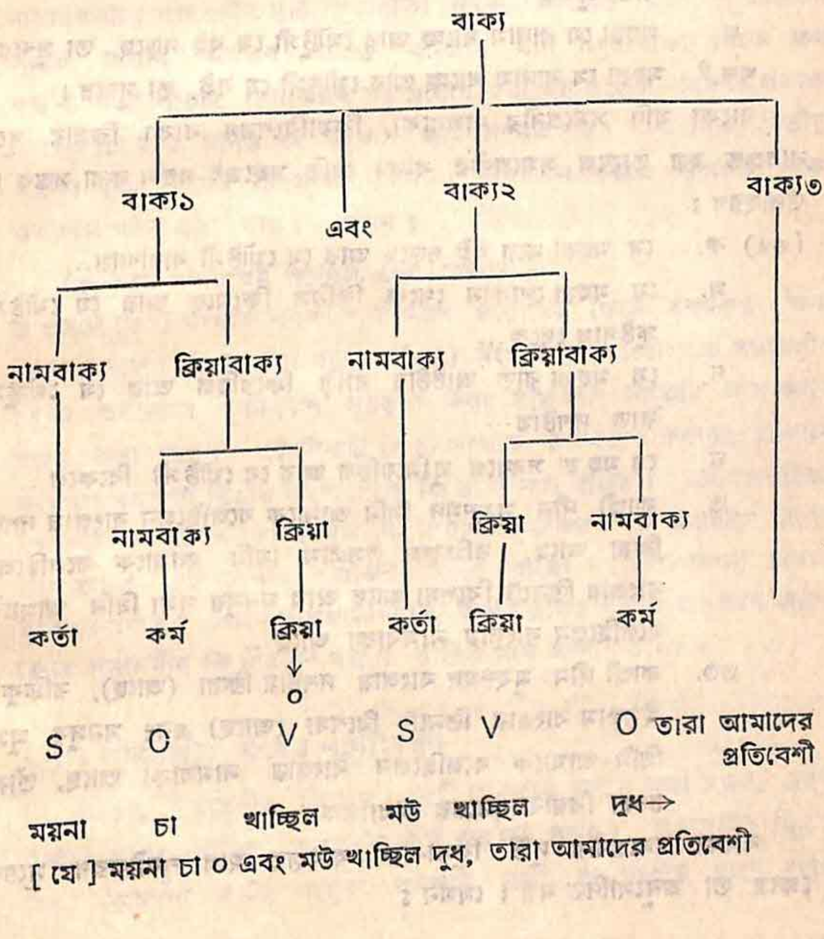
(৩০) সংখ্যক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজিতে একটি শূন্যীকরণ আদর্শ প্রচলিত এবং ক্রিয়া সংযুক্ত-বাক্যের দ্বিতীয় অংশে অপসৃত। এই আদর্শের ফলে ইংরেজি বাক্যের আকার দাঁড়ায় কর্তা ক্রিয়া কর্ম—কর্তা কর্ম (svo—so)।

রসে'র (১৯৭০ঃ ২৫৩) মতে শূন্যীকরণ সূত্র হচ্ছে 'যে-কোন স্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র' (any where rule)। জ্যাকেনডফ (১৯৭১), মেলিং (১৯৭২) এবং আরও অনেকে রসের এই মত সমর্থন করেননি। বাংলায় শূন্যীকরণ সূত্রের অবাধ ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে রসের এই যুক্তি অনায়াসে সমর্থন করা যায়। বাংলায় এই সূত্র প্রয়োগের বিভিন্ন পরিবর্তনগত দিকের প্রতি লক্ষ্য করে বলা যায় যে, শূন্যীকরণ সূত্র 'যে-কোন স্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র', এজন্যে যে শূন্যীকরণ সূত্র আরোহণ সূত্রের আগে বা পরে

এবং বাক্যের যে-কোন স্থানে ব্যবহার করা অনায়াসসম্ভব। এই মত সর্বজনীন মত না হলেও বাংলার মত যে-সব ভাষার বাক্য-রীতির একই রূপ বিদ্যমান, সে-সব ভাষায় শূন্যীকরণ সূত্র 'যে-কোন স্থানে প্রয়োগযোগ্য সূত্র' রূপে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলা বাক্যের যে শূন্যীকরণ আদর্শ দেখান হয়েছে তা বৃক্ষরীতির সাহায্যে নীচে দেখান যেতে পারে ঃ

(৩১) ক. কর্তা কর্ম—কর্তা ক্রিয়া কর্ম



[যে] ময়না চা o এবং মউ খাচ্ছিল দুধ, তারা আমাদের প্রতিবেশী

৬.১.৫. শূন্যীকরণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ

যদিও বাক্য মধ্যস্থিত ক্রিয়া ও ক্রিয়ার সঙ্গে নঞর্থক উপাদান শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে অনুমোদিত, কিন্তু অসমশ্রেণীর ক্রিয়া সব সময়ে বর্জনীয়। বাক্যমধ্যে অসমশ্রেণীর ক্রিয়া অন্তর্ভুক্তির পর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করলে সেক্ষেত্রে অশুদ্ধ বাক্য গঠিত হবে। উদাহরণ ঃ

(৩২) ক. মহুয়া যে হাতি এঁকেছে আর মৌটুসী যে খেলনা তৈরী করেছে, তা সত্যি সুন্দর।

কক.* মহুয়া যে হাতি ০ আর মৌটুসী যে খেলনা তৈরী করেছে, তা সত্যি সুন্দর।

খ. মহুয়া যে বাদাম খাচ্ছে আর মৌটুসী যে বই পড়ছে, তা সুন্দর।

খখ.* মহুয়া যে বাদাম খাচ্ছে আর মৌটুসী যে বই, তা সুন্দর।

বাক্যে যদি সমশ্রেণীর নামবাক্য, ক্রিয়াবিশেষণ বাক্য ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয় তাহলে সমশ্রেণীর বাক্য অতি সহজেই বর্জন করা সম্ভব। উদাহরণ ঃ

(৩৩) ক. যে মহুয়া ঘরে বই পড়ছে আর যে মৌটুসী বারান্দায়...

খ. যে মহুয়া দোকান থেকে জিনিস কিনেছে আর যে মৌটুসী ফুটপাথ থেকে...

গ. যে মহুয়া রাত আটটায় বাড়ি ফিরেছিল আর যে মৌটুসী রাত দশটায়...

ঘ. যে মহুয়া সকালে ঘুমিয়েছিল আর যে মৌটুসী বিকেলে...

ঙ. কাজী দীন মুহম্মদ যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় দশটা ক্রিয়া আছে, রফিকুল ইসলাম যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় তিনটে বিশেষ্য আছে আর মনসুর মুসা যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় নামবাক্য আছে...

ঙঙ. কাজী দীন মুহম্মদ বাংলায় দশটায় ক্রিয়া (আছে), রফিকুল ইসলাম বাংলায় তিনটে বিশেষ্য (আছে) এবং মনসুর মুসা যিনি আমাকে বলেছিলেন বাংলায় নামবাক্য আছে, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

বাক্যে সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়াবাক্য ব্যবহৃত হলে শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে তা অনুমোদিত নয়। যেমন ঃ

(৩৪) ক.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মউ বই পড়ছিল...
খ.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মউ...
গ.* যে ময়না বই পড়ছিল এবং যে মউ বই ..
ঘ.* যে ময়না এবং যে মউ বই পড়ছিল..
ঙ. যে ময়না বই এবং যে মউ বই পড়ছিল...

(৩৪)-এ প্রদত্ত পাঁচটি উদাহরণের মধ্যে চারটি বাক্যে (ক. খ. গ. ঙ) সমশ্রেণীর ক্রিয়াবাক্যে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগযোগ্য নয়, কিন্তু (ঘ) বাক্যে এই সূত্র সামান্য পরিবর্তনের পর প্রয়োগযোগ্য। সুতরাং বলা যায় যে, সাধারণভাবে সমশ্রেণীর দুটি ক্রিয়াবাক্য বাক্যে ব্যবহৃত হলে শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ অসম্ভব হলেও বাংলায় যদি ক্রিয়াবাক্য থেকে কর্ম বর্জন করে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় যদিও এই প্রয়োগ আইনসম্মত নয়। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় বাক্যে (৩৪খ) 'মউ' রূপমূলের সামান্য পরিবর্তন করলে ওপরের বাক্য শুদ্ধরূপে গঠন করা যায়। যেমন:

(৩৫) যে ময়না বই পড়ছিল এবং মউ-ও .

এ প্রসঙ্গে (৩৪) সংখ্যক বাক্যে শূন্যীকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পর্কিত অন্য দিক সম্পর্কেও চিন্তা করা যায়। (৩৪) সংখ্যক বাক্যে ব্যবহৃত সমশ্রেণীর ক্রিয়া অনায়াসে শূন্যীকরণ সূত্রভুক্ত করা যায় যদি ক্রিয়ার সঙ্গে কর্মও বর্জন করা যায়। এই দিকটি (৩৫) সংখ্যক উদাহরণে দ্রষ্টব্য, যেখানে সংযুক্ত বাক্যের দ্বিতীয় অংশ থেকে ক্রিয়া ও কর্ম বর্জিত। এই পদ্ধতিতে উপরিউক্ত সংযুক্ত বাক্যে সম্মুখ বা পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র অনায়াসে প্রয়োগ করা যায়। এই শ্রেণীর শূন্যীকরণ রীতি বাংলা বাক্যের জন্যে অত্যন্ত সুবিধাজনক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিল্লিখিত আদর্শ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবাক্য বর্জন রীতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৬.১.৬ সমশ্রেণীর কর্মের শূন্যীকরণ

বাক্যের সমশ্রেণীর ক্রিয়ার একটি যে-ভাবে বর্জন করা সম্ভব, একই উপায়ে বাক্য-মধ্যস্থিত সমশ্রেণীর কর্ম বর্জনও সম্ভব। সমশ্রেণীর ক্রিয়ার মত সমশ্রেণীর কর্মও সংযুক্ত বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় অংশ থেকে

অনায়াসে বর্জন করা যায়। বাক্য যদি কোন উপাদান বা রূপমূল প্রত্যক্ষ কর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার জায়গায় মুক্ত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 'যা' অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এই মুক্ত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সংযুক্ত বাক্যের প্রথম বা দ্বিতীয় সংগ্রথিত বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। বাংলায় যে-ভাবে সমশ্রেণীর কর্ম বর্জন সম্ভব তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত।

(৩৬) ক. ময়না যা রেঁধেছিল, মউ তা খেয়েছিল

খ. ময়না যে ডিম রেঁধেছিল, মউ তা খেয়েছিল

গ. ময়না যা রেঁধেছিল, মউ সে ডিম খেয়েছিল

(৩৬ক)-এ কোন প্রত্যক্ষ কর্ম নেই, তার পরিবর্তে 'যা' ও 'তা' কর্মরূপে ব্যবহৃত।

(৩৬খ)-এ সংযুক্ত বাক্যের সংগ্রথিত দ্বিতীয় অংশে কর্ম বর্জিত, এবং (৩৬গ)-এ তা সংগ্রথিত বাক্যের প্রথম অংশ থেকে বর্জিত। ওপরের বাক্যে যেভাবে কর্ম বর্জন করা হয়েছে তা নীচের গ্রন্থি-সূত্রে দেখান যেতে পারে।

(৩৭) ক. কর্তা ক্রিয়া—কর্তা ক্রিয়া

খ. কর্তা কর্ম ক্রিয়া—কর্তা ক্রিয়া

গ. কর্তা ক্রিয়া—কর্তা কর্ম ক্রিয়া

(৩৭গ)-এর তুলনায় (৩৭ক) ও (৩৭খ) বাংলা বাক্যের কর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপ হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ওপরের এই দৃষ্টান্ত থেকে অনায়াসে মন্তব্য করা যায় যে ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ও কর্মের ক্ষেত্রে সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র বাংলা বাক্যের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করতে সক্ষম। সম্ভবত, বাংলা বাক্যের কর্তা—কর্ম—ক্রিয়া গঠনপ্রক্রিয়া এর মূলে ক্রিয়াশীল। কেননা, বাংলায় ক্রিয়া ও কর্ম বর্জনের বিপরীত রীতি ইংরেজিতে লক্ষণীয়।

৬.১.৭ সমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ বর্জন

সমশ্রেণীর ক্রিয়া ও কর্মের মত বাক্যে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ অন্তর্ভুক্ত হলে তার মধ্যে একটির বর্জন সম্ভব। নীচে এই শ্রেণীর বর্জন-রীতির উদাহরণ দেওয়ার পর ক্রিয়া বিশেষণ বর্জন সম্পর্কে শূন্যীকরণ আদর্শের আলোচনা করা হবে।

(৩৮) ক. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আর মউ, যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল...

খ. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত আর মউ, যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল

গ. ময়না, যে ভাত আর মউ যে তাড়াতাড়ি তরকারি রাঁধছিল...

ঘ. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আস মউ, যে তরকারি...

ঙ. আমার বান্ধবী ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল আর ময়নার বান্ধবী মউ, যে তরকারি···

বাক্যে সমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণ সংযুক্তি ও একটির বর্জন যে-ভাবে করা যায় তা ওপরের বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শিত। সমশ্রেণীর ক্রিয়া ও কর্ম বর্জনের ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। অসমশ্রেণীর ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভব নয়, কেননা যে-কোন একটি ক্রিয়াবিশেষণ বর্জনের ফলে বাক্যের অর্থ ভিন্নরূপ গ্রহণ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে (৩৯) সংখ্যক উদাহরণের ক্ষেত্রে শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভবপর নয়।

(৩৯) ক. ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল, আর মউ, যে আস্তে আস্তে তরকারি রাঁধছিল ..

খ.* ময়না, যে তাড়াতাড়ি ভাত রাঁধছিল, আর মউ যে ০ তরকারি রাঁধছিল···

গ.* ময়না, যে ০ ভাত আর মউ, যে আস্তে আস্তে তরকারি রাধছিল...

(৪০) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে ক্রিয়া-বিশেষণের শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে বাংলা ব্যক্যের একটি নমুনা উপস্থাপিত। এখানে উভয় কর্তা (ময়না ও মউ) এবং উভয় কর্ম (ভাত ও তরকারী) বাক্যে পরপর সন্নিবেশিত। যদিও এই শ্রেণীর বাক্য শূন্যীকরণ সূত্রের শুদ্ধ নিদর্শন নয়, কিন্তু এই শ্রেণীর উদাহরণ শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যের একটি ভিন্নতর দৃষ্টান্ত।

(৪০) ময়না ও মউ, যারা তাড়াতাড়ি ভাত আর তরকারি রাঁধছিল···

৬.২ আরোহণ সূত্র

আরোহণ হচ্ছে গুচ্ছ সূত্র যার সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত যে-কোন রূপমূল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা সম্ভব। এদিক থেকে বিচার করলে 'টপিক্যালইযেশন'-ও এই সূত্রের অন্তর্গত। এছাড়াও, যখন আরোহণ সূত্র স্বতন্ত্রভাবে বাক্যের উপাদান স্থানান্তরীকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন সব সময় এই সূত্র ফোকাসের আয়ত্তাধীন রূপমূল বাক্যমধ্যে স্থানান্তর করে। আরোহণ সূত্র বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষ্যণ-মূলক রূপমূল, ক্রিয়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য, যে ভাষায় রূপমূল সংস্থাপনের ক্ষেত্রে খানিকটা মুক্তরূপমূলনীতি বর্তমান, শুধু সেই সব ভাষার ক্ষেত্রেই এই সূত্র ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে, যে ভাষায় বাক্যস্থিত রূপমূল ব্যবহার প্রায় সীমাবদ্ধ সে-সব ভাষায় এই সূত্র তেমন কার্যকর নয়। শূন্যীকরণ সূত্র আলোচনার সময় বাংলা বাক্যরীতির মুক্তরূপমূলনীতি রূপ স্পষ্ট হয়েছে। বাংলা বাক্যের এই মুক্তরূপমূল সন্নিবিষ্টকরণ প্রকৃতির জন্যে আরোহণ সূত্র ব্যবহার সহজসাধ্য। নীচে উদাহরণের সাহায্যে এই সূত্রের প্রয়োগ নির্দেশিত ঃ

(৪১) ক. মউ বই পড়ছিল।

খ. বই পড়ছিল মউ।

গ.* মউ পড়ছিল বই।

ঘ.* পড়ছিল মউ বই।

ঙ.* পড়ছিল বই মউ।

ওপরের উদাহরণে কোন সম্বন্ধসূচক সর্বনাম-মূলক বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়নি এবং আরোহণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরল বাক্য গৃহীত। উপরি-লিখিত উদাহরণে (৪১) আরোহণ সূত্রের প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, সরল বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তা বা কর্ম-কে অনায়াসেই এই সূত্রের আয়ত্তাধীনে ব্যবহার করা যায় ; অর্থাৎ কর্তার জায়গায় কর্ম ও কর্মের জায়গায় কর্তার সংস্থাপন সহজসাধ্য। (৪১) নির্দেশ করে যে, সাধারণভাবে কর্তার স্থানে ক্রিয়া (ঘ, ঙ) অথবা কর্মের স্থানে ক্রিয়া (কর্তা ও কর্মের স্থান পরিবর্তন না করে যদি ব্যবহৃত হয়) ব্যবহার ভাষারীতি অনুমোদন করে না। (৪১ গ), (৪১ খ) ও (৪১ ঘ)-র মধ্যে (৪১ গ) অন্য দুটি উদা-

হরণের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল। সরল বাক্যের পরিবর্তে যৌগিক বাক্যে, যেখানে সম্বন্ধসূচক সর্বনামে গঠিত বাক্যাংশ ব্যবহৃত, এই সূত্র কতখানি প্রয়োগযোগ্য তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

(৪২) ক. ময়না যে বই পড়ছিল, সেটা গল্পের (বই)।

খ. যে বই পড়ছিল ময়না, সেটা গল্পের (বই)।

গ. ময়না পড়ছিল যে বই, সেটা গল্পের (বই)।

ওপরের উদাহরণে 'যে বই' সম্বন্ধসূচক সর্বনামমূলক বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত। আরোহণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময় 'যে বই' একসঙ্গে বাক্যের একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, অন্যথায় সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে 'যে বই' সর্বত্র একসঙ্গে রেখে স্থানান্তর সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। 'ময়না' কর্তা হিসাবে গণ্য করলে প্রথম বাক্যে (৪২ ক) কর্তার পর সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ বাক্যের প্রথমে ও তৃতীয় বাক্যে (৪২ গ) কর্তা প্রথমে ও সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ প্রোথিত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তিনটি বাক্যের মধ্যে দুটি বাক্যে কর্তা বাক্যের প্রথমে ও একটিতে শেষে এবং সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ প্রথম বাক্যে বাক্যের মাঝখানে, দ্বিতীয় বাক্যে বাক্যের প্রথমে ও তৃতীয় বাক্যে বাক্য-শেষে ব্যবহৃত। বাক্যমধ্যস্থিত অন্যান্য উপাদান স্থানান্তরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়ার স্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম বাক্যে ক্রিয়া প্রোথিত বাক্যের শেষে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে বাক্যের মাঝখানে ব্যবহৃত। (৪২) উদাহরণের সঙ্গে পূর্বে প্রদত্ত (৪১)-এর তুলনা করলে দেখা যাবে যে (৪১ গ) ব্যাকরণদুষ্ট হলেও (৪২ গ)-এ এই অপূর্ণতা অনুপস্থিত। দুটি বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে একটি দিক লক্ষ্য করা যায় যে, সরল বাক্যের তুলনায় যৌগিক বাক্যে বা যে-বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর বাক্যে আরোহণ সূত্রের বহুবিধ প্রয়োগরীতি সম্ভব। এই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করা যায় যে, সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশের ক্ষেত্রে দু'ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত রূপমূলের স্থানান্তরীকরণ সম্ভব। নীচে এই নিয়ম সূত্রাকারে দেখান হয়েছে।

(৪৩) বাক্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রূপমূল আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করে স্থানান্তরীকরণ সম্ভব যদি বাক্য গঠনে নীচে নির্দেশিত যে-কোন একটির রূপ অনুসরণ করে ঃ

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া—কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা
—কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম

এই সূত্র (৪৩) আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, যদি কোন বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে কর্তা বা কর্ম ব্যবহৃত হয় তাহলে আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সহজসাধ্য।

. গঠনের দিক থেকে বাংলা বাক্য-রীতি জটিলতর হওয়ায় আরোহণ সূত্রও জটিলতার রূপ গ্রহণ করতে পারে। বাক্যমধ্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হলে বিভিন্নভাবে আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করা যায়। নীচের উদাহরণে আরোপিত সূত্রের জটিলতর দিক সহজেই লক্ষণীয়।

(৪৪) যে মেয়েটা/মউকে একটা বই দিয়েছিল/, সে আমাদের প্রতিবেশী
১ ২ ৩ ৪

(৪৪) সংখ্যক বাক্যের/ /এই অংশের মধ্যে অবস্থিত যে বাক্যাংশ তা আরোহণ সূত্রের আয়ত্তাধীন এনে নীচের উদাহরণে (৪৫) দেখান হয়েছে।

(৪) ক. যে মেয়েটা/মউকে দিয়েছিল একটা বই/ ..
খ. যে মেয়েটা/একটা বই মউকে দিয়েছিল/ ..
গ. যে মেয়েটা/একটা বই দিয়েছিল মউকে/ ..

অর্থাৎ

(৪৪) যে মেয়েটা/১ ২ ৩ ৪/সে আমাদের প্রতিবেশী স্থানান্তরিত হয় নিম্নলিখিত পর্যায়ে ঃ

(৪৫) যে মেয়েটা/১ ৪ ২ ৩/ ..
যে মেয়েটা/২ ৩ ১ ৪/ ..
যে মেয়েটা/২ ৩ ৪ ১/ ..

(৪৬) ক. মউকে/যে মেয়েটা একটা বই দিয়েছিল/সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. মউকে/একটা বই দিয়েছিল যে মেয়েটা/সে আমাদের প্রতিবেশী
গ. মউকে দিয়েছিল একটা বই/যে মেয়েটা/সে আমাদের প্রতিবেশী
ঘ. মউকে/যে মেয়েটা দিয়েছিল একটা বই/সে আমাদের প্রতিবেশী
ঙ. মউকে দিয়েছিল একটা বই/যে মেয়েটা/সে আমাদের প্রতিবেশী

(৪৭) ক. একটা বই মউকে দিয়েছিল/যে মেয়েটা/সে আমাদের প্রতিবেশী
খ. একটা বই দিয়েছিল মউকে/যে মেয়েটা/সে আমাদের প্রতিবেশী

গ. একটা বই/যে মেয়েটা মউকে দিয়েছিল/সে আমাদের প্রতিবেশী

ঘ. একটা বই মউকে/যে মেয়েটা দিয়েছিল/সে আমাদের প্রতিবেশী

ঙ. একটা বই/যে মেয়েটা দিয়েছিল মউকে/সে আমাদের প্রতিবেশী

ওপরের বাক্যগুলিতে 'যে মেয়েটা' সর্বনামমূলক বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত। আরোহণ সূত্র অন্তর্ভুক্তির পর বাক্যের বিভিন্ন উপাদান যে-ভাবে স্থানান্তরীকরণ সম্ভব (৪৫—৪৭) সংখ্যক উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখান হয়েছে। প্রদত্ত উদাহরণের মধ্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ 'যে মেয়েটা'-র স্থান পরিবর্তনও লক্ষণীয়। (৪৫)-এ সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ যা একই সঙ্গে নামবাক্যরূপেও গৃহীত তার ব্যবহার বাক্যের প্রথমে দেখান হয়েছে (যদিও বাক্যমধ্যে একাধিক নামবাক্য থাকতে পারে) অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬)-এ এবং প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭)-এ দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কোন বাক্যে সম্বন্ধসূচক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হলে (৪৫)-এ বিভিন্নভাবে আরোহণ সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব এবং বাক্যের প্রাথমিক গ্রন্থি নামবাক্যরূপে (৪৫), অপ্রত্যক্ষ কর্মরূপে (৪৬) অথবা প্রত্যক্ষ কর্মরূপে (৪৭) ব্যবহৃত হতে পারে। বাক্যাংশের প্রান্তভাগ নামবাক্য (৪৬ খ. গ. ঙ. ৪৭ ক. খ), ক্রিয়া (৪৫ খ. ৪৬ ক. ৪৭ গ. ঘ), প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ ক, ৪৬ ঘ) অথবা অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ গ) হতে পারে। বাক্যের মধ্যভাগে অবস্থিত যে সমস্ত বাক্যাংশ আরোহণ সূত্রের প্রয়োগাধীন সেগুলো এভাবে দেখান যেতে পারে, অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৫ ক), প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৫ খ), প্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৫ গ), নামবাক্য প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬ ক), প্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৬ খ), ক্রিয়া-প্রত্যক্ষ কর্ম (৪৬ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৭ ক), ক্রিয়া-অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭ খ), নামবাক্য—অপ্রত্যক্ষ কর্ম (৪৭ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-নামবাক্য (৪৭ ঘ), ক্রিয়া-নামবাক্য (৪৭ ঙ), অপ্রত্যক্ষ কর্ম-ক্রিয়া (৪৭ চ)। ওপরের উদাহরণে যে ভাবে আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ দেখান হয়েছে তা (৪৫-৪৭) উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরপর সন্নিবিষ্ট করলে আরোপিত আদর্শরূপ অনুধাবনে সহজসাধ্য হবে।

(৪৮) ক. নাবা অক ক্রি প্রক ..

খ. নাবা প্রক অক ক্রি ..

গ. নাবা	প্রক	ক্রি	অক…
ঘ. অক	নাবা	প্রক	ক্রি…
ঙ. অক	প্রক	ক্রি	নাবা…
চ. অক	ক্রি	প্রক	নাবা…
ছ. অক	নাবা	ক্রি	প্রক…
জ. অক	ক্রি	প্রক	নাবা…
ঝ. প্রক	অক	ক্রি	নাবা…
ঞ. প্রক	ক্রি	অক	নাবা…
ট. প্রক	নাবা	অক	ক্রি…
ঠ. প্রক	অক	নাবা	ক্রি…
ড. প্রক	ক্রি	নাবা	অক…
ঢ. প্রক	নাবা	ক্রি	অক…

ওপরে নির্দেশিত বাক্যের (৪৫–৪৭) গঠন-প্রকৃতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, আরোহণ সূত্র প্রয়োগের পর নামবাক্য, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কর্মের যে-কোন একটি বাক্যের প্রথম গ্রন্থিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। বাক্যশেষে সাধারণভাবে ক্রিয়া ব্যবহৃত হলেও ক্রিয়া ছাড়া অন্য যে-কোন উপাদানও ক্রিয়ার স্থানে ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব। ক্রিয়া ছাড়া যে-সব উপাদান বা উপাদান অতিরিক্ত গ্রন্থি সমস্থানে অবস্থান করতে পারে তার মধ্যে নামবাক্য, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম প্রধান। তাছাড়া, বাক্যাংশের মধ্যে অবস্থিত অপ্রত্যক্ষ কর্ম, প্রত্যক্ষ কর্ম, নামবাক্য ও ক্রিয়া অনায়াসেই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করে একস্থান থেকে অন্য-স্থানে গমন করতে পারে।

বাংলায় আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রস (১৯৬৭), হ্যানকামের (১৯৭৯) ও অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ব্যবহৃত (বাক্যের মূল গঠনরূপ) ভাষায় এই সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। তাঁদের মতে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ভাষায় আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। তার কারণ, এই শ্রেণীর ভাষায় বাক্যের উপাদান একস্থান থেকে অন্যস্থানে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। প্রাচীন ভাষার নমুনা হিসাবে সংস্কৃতের উল্লেখ করেও বলা যায় যে, সংস্কৃতে

বাক্যে রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুক্ত শব্দ-রীতির ব্যবহার লক্ষণীয়। আধুনিক ভাষা হিসাবে বাংলার উল্লেখ করে বলা যায় যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া ভাষায় কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়া আরোহণ সূত্রের অধীন এবং এই শ্রেণীর যে-কোন রূপমূল বাক্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর সম্ভব।

৬.২.১ শূন্যীকরণ ও আরোহণ

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শূন্যীকরণ আদর্শ কিভাবে আরোহণ পদ্ধতির অধীনে এনে ব্যবহার করা যায়, তা বিচার করা যেতে পারে। প্রচলিত নিয়মানুসারে আরোহণ সূত্রের আগে বা পরে শূন্যীকরণ সূত্রে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। বাংলায় আরোহণ সূত্র শূন্যীকরণ সূত্রের আগে অথবা পরে ব্যবহার করা সম্ভব কি না তা পরীক্ষা করা যায়। নীচের উদাহরণে এই দ্বৈত সূত্রের প্রয়োগ দেখান হয়েছে।

(৪৯) আরোহণ সূত্রের আগে শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ ঃ

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

ক. যে মউ ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।

যে মউ ভাত খাচ্ছে আর ডিম, সে শান্ত মেয়ে।

খ. শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র প্রয়োগ ঃ

যে মউ খাচ্ছে ভাত আর ডিম, সে শান্ত মেয়ে।

গ. পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

যে মউ ভাত আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।

ঘ. শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র প্রয়োগ ঃ

ডিম আর ভাত খাচ্ছে যে মউ, সে শান্ত মেয়ে।

যে মউ ডিম আর ভাত খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে।

ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলায় সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই আরোহণ সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত প্রথা বিদ্যমান, তা হচ্ছে যে, আরোহণ সূত্রের আগে সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র এবং আরোহণ সূত্রের পর পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে। (৪৯) সংখ্যক উদাহরণে সম্মুখ ও পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের পর আরোহণ সূত্র উপস্থাপিত। এই উদাহরণ নির্দেশ করে

যে, বাংলায় আরোহণ সূত্রের আগে সম্মুখ বা পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্রের যে-কোন একটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। প্রচলিত নিয়মানুসারে যদিও আরোহণ সূত্রের আগে একমাত্র সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বাংলায় উভয় শূন্যীকরণ সূত্রই প্রয়োগ সম্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলায় আরোহণ সূত্রের পর শুধু পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র, কিংবা সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় শ্রেণীর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগ সম্ভব তা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

(৫০) আরোহণ সূত্রের পর শূন্যীকরণ সূত্রের প্রয়োগ ঃ

আরোহণ সূত্র প্রয়োগ ঃ

ক. যে ময়না ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে

খ. যে ময়না খাচ্ছে ভাত আর খাচ্ছে ডিম, সে শান্ত মেয়ে

গ. ভাত খাচ্ছে আর ডিম খাচ্ছে যে ময়না, সে শান্ত মেয়ে

সম্মুখ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

ঘ. ভাত খাচ্ছে আর ডিম যে ময়না, সে শান্ত মেয়ে (গ-এর শূন্যীকরণ-রূপ)

পশ্চাৎ শূন্যীকরণ সূত্র ঃ

ঙ. যে ময়না ভাত আর ডিম খাচ্ছে, সে শান্ত মেয়ে(খ-এর শূন্যীকরণ-রূপ)

(৪৯) ও (৫০)-এ গৃহীত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, বাংলায় আরোহণ সূত্রের আগে অথবা পরে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় শ্রেণীর শূন্যীকরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে নেই।

বর্তমান আলোচনায় ভাষাতত্ত্বের দুটি সঞ্চালন সূত্র বাংলায় প্রয়োগ করে সূত্রের বিভিন্ন দিক দেখান হয়েছে। দুটি সূত্রই পরস্পর সম্পর্কিত বলে একত্রে গৃহীত। শূন্যীকরণ ও আরোহণ সূত্রের সাহায্যে বাক্যে ব্যবহৃত সমশ্রেণীর রূপমূলের বর্জন ও বাক্যে কিভাবে বিভিন্ন উপাদান এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অপসারণ করে বাক্য-গঠন সম্ভব—এই দুটি দিক বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে আলোচিত। শূন্যীকরণ সূত্রে বাক্যে ব্যবহৃত সমস্থানীয় রূপমূলের মধ্যে একটি রেখে অন্যগুলি বর্জন করা হয় এবং আরোহণ সূত্রে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান যে-ভাবে নিজস্ব স্থান পরিবর্তন করে অন্যস্থানে ব্যবহৃত হয়, তা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে প্রদর্শিত।

বাংলা বাক্যের মুক্ত রূপমূল বৈশিষ্ট্যের জন্যেই উভয় সূত্র বাংলা ব্যবহার করা অনায়াস সম্ভব। অধিকাংশ ভাষার ক্ষেত্রেই রূপমূল ব্যবহারের এই প্রকৃতি অনুপস্থিত। বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন রূপমূল অপসারণের ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন প্রকৃতির মৌল কাঠামো বিভিন্ন রূপাবয়ব গ্রহণ করে। উভয় সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রেই বাক্যে সম্বন্ধসূচক সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশের পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপিত।

৬.৩ প্রসঙ্গিতকরণ

৬.৩.১ প্রসঙ্গিতকরণের সংজ্ঞা

ভাষাতত্ত্বে 'প্রসঙ্গ' বাক্যে বক্তার বার্তার সূচনার দিক নির্দেশ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং 'প্রসঙ্গিত করণ' সঞ্চালন সূত্রের একটি প্রক্রিয়া, যা বাক্যের প্রথমে প্রসঙ্গ স্থানান্তরিত করে। এদিক থেকে বিচার করলে, বিশিষ্ট কোন রূপমূল যখন বাক্যের সম্মুখাংশে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে প্রসঙ্গিতকরণরূপে নির্দেশ করা যায়। বাংলা অচিহ্নিত সরল বাক্যে সাধারণত কর্তা প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে রূপমূলের কোন সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না। যখন বাংলা বাক্যের গঠন কর্তাকর্মক্রিয়া-রূপ নির্দেশ করে এবং কর্মকে প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত করা হয়, তখন কর্মের সঞ্চালন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সঞ্চালন সূত্র প্রয়োগের পর কর্ম কর্তার স্থলাভিষিক্ত হয় এবং কর্তা বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয়। বাক্যের আকৃতিগত এই পরিবর্তনের ফলে বাক্যে কর্তা-কর্মক্রিয়া-র পরিবর্তে কর্মক্রিয়াকর্তা-রূপ গ্রহণ করে। অন্য ভাবে বলা যায় যে, প্রসঙ্গিত রূপমূল বাক্যে যে-ভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় তার প্রেক্ষিতে বাংলা বাক্যের গঠন নির্মিত হয়। নীচের উদাহরণে বাংলা বাক্যের গঠনগত পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া দেখান হল।

(৫১) ক. ছেলেটা বই পড়ছিল
কর্তা কর্ম ক্রিয়া

খ. বই পড়ছিল ছেলেটা
কর্ম ক্রিয়া কর্তা

গ. বই ছেলেটা পড়ছিল
কর্ম কর্তা ক্রিয়া

[রূপমূলের নীচে—দাগ দিয়ে প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে]

ওপরের উদাহরণে বাংলা বাক্যের সাধারণ কর্তা কর্ম-ক্রিয়া গঠনরূপ (৫১ক)-তে নির্দেশিত, যেখানে কর্ম ও ক্রিয়ার পূর্বে কর্তা বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত। এই বাক্যের প্রসঙ্গ হচ্ছে ছেলেটা। (৫১খ-গ)-তে কর্ম বই প্রসঙ্গরূপে নির্দেশিত। উভয় বাক্যেই কর্ম প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হওয়ার পর সঞ্চালন সূত্র প্রয়োগের মাধ্যমে কর্ম তার পূর্বের স্থান পরিবর্তন করে বাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত। (৫১ক)-এর ক্ষেত্রে কর্তা বাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কোন সঞ্চালন সূত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি, অন্যক্ষেত্রে (৫১খ-গ)-এর ক্ষেত্রে বাক্যের কর্ম (বই) প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত করার জন্য বাক্যের রূপমূলের স্থানান্তরীতকরণ আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সঞ্চালনসূত্র প্রয়োগের পর বাক্যের কর্তা (৫১খ)-তে বাক্যের শেষে এবং (৫১গ) -তে বাক্যের মাঝখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে (৫১খ-গ) উদাহরণ বাক্যের দুটি অংশে কর্তার সঞ্চালন নির্দেশের জন্যই ব্যবহৃত এবং উভয় বাক্যে একই কর্ম প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত। (৫১খ-গ)-এর ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক সূত্রের প্রয়োগ নীচে নির্দেশিত।

(৫১´) খ.	গঠনগত বর্ণনা ঃ	নামবাক্যাংশ	বিশেষ্য	ক্রিয়া
		১	২	৩ →
	গঠনগত পরিবর্তন ঃ	২	৩	১
গ.	গঠনগত বর্ণনা ঃ	নামবাক্যাংশ	বিশেষ্য	ক্রিয়া
		১	২	৩ →
	গঠনগত পরিবর্তন ঃ	২	১	৩

সূত্র (৫১´খ) কর্তার স্থানে কর্মের সম্মুখস্থাপন এবং বাক্যের শেষে কর্তার স্থানান্তরিতকরণ নির্দেশ করে। বাক্যে কর্তার স্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের কর্তাকর্মক্রিয়া-রূপ কর্মক্রিয়াকর্তা-য় রূপান্তরিত হয়েছে। (৫১´গ) কর্তার স্থানে প্রসঙ্গরূপে কর্মের সম্মুখস্থাপন এবং কর্মের স্থানে কর্তার অভিগমন নির্দেশ করে। বাক্যে কর্তার স্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের কর্তাকর্মক্রিয়া গঠনরূপ কর্মকর্তাক্রিয়ারূপে পরিবর্তিত হয়েছে। কর্তা ছাড়া বাক্যের অন্যান্য রূপমূল প্রসঙ্গরূপে নির্দিষ্ট হলে বাক্যের অচিহ্নিত কর্তাকর্মক্রিয়া গঠনরূপ সংরক্ষিত থাকে না। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি কর্তাকর্মক্রিয়া-রূপ নির্দেশ করলেও প্রসঙ্গিত

সূত্র প্রয়োগের পর সেক্ষেত্রে ওপরে উল্লেখিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যখন কোন **সর্বনাম**-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে বা সর্বনাম উত্তর বিশেষ্য বাক্যাংশের মধ্যে রক্ষিত হয়, তখন তা প্রসঙ্গরূপে নির্দেশ করা হয়। যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশের অন্য কোন রূপমূল প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তা সঞ্চালনসূত্রের সাহায্যে বাক্যাংশের প্রথমে স্থানান্তরিতকরণ প্রয়োজনীয়।

(৫২) ক. যে ছেলেটা বই পড়ছে, সে অনার্সের ছাত্র

খ. বই যে ছেলেটা পড়ছে, সে অনার্সের ছাত্র

(৫২ক)-তে ছেলেটা প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত, যা যে বই পড়ছে এই সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য। সর্বনামীয় বাক্যাংশের রূপমূল ব্যবহারের ক্রমবিন্যাস স্তর হচ্ছে কর্তাকর্মক্রিয়া, যা (৫২খ)-তে কর্ম বই প্রসঙ্গিত করার পর সংরক্ষিত থাকেনি। পক্ষান্তরে, (৫২খ) পূর্ব উদধৃত (৫১খ´)-এর গঠনপ্রকৃতি নির্দেশ করে. যেখানে কর্তা বাক্যের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং কর্তার পূর্বে কর্ম ব্যবহৃত।

চমস্কি'র (১৯৬৫ : ২২১) মতানুসারে বাক্যের প্রসঙ্গ হচ্ছে সেই বাক্যের নামবাক্যাংশ, যা বাক্য দ্বারা অব্যবহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। নীচের উদাহরণে এই দিক লক্ষণীয় :

(৫৩) চোরটা, যাকে গ্রামের লোকরা ধরেছিল, সে দুর্ধর্ষ

(৫৩)-এ চোর হচ্ছে বাক্যের প্রসঙ্গ এবং সে দুর্ধর্ষ হচ্ছে বাক্যের প্রসঙ্গ বিস্তারক। এখানে আরো কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে যে-বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত, তার সাহায্যে প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গবিস্তারক নির্দেশ করা যেতে পারে।

(৫৪) ক. ছেলেটা, যে স্কুলে যায়নি, সে গুন্ডামি করতে পছন্দ করে

খ. ভদ্রলোক, যিনি সাহিত্যিক, তিনি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবেন

গ. বইটা, যা টেবিলের ওপরে আছে, সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর

ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রসঙ্গ বাক্যের বিষয় নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেখানে প্রাণীবাচক অথবা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য কর্তা ও কর্মরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

৬.৩.২ প্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গবিস্তারক

প্রসঙ্গের সংগে প্রসঙ্গবিস্তারক একত্রিত হয়ে বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে প্রসঙ্গবিস্তারক কথাবার্তার ক্ষেত্রে কোন প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক কর্তা ও কর্মের তদতিরিক্ত বিবৃতিরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই অর্থে, বাক্যের প্রাথমিক বিবৃতির সঙ্গে প্রসঙ্গ সম্পর্কিত এবং প্রসঙ্গ বিস্তারক পূর্ববর্ণিত বক্তব্যের সংবর্ধন করে থাকে। নীচের উদাহরণে উপরোক্ত দিক নির্দেশিত।

(৫৫) ক. পুলিশ চোরটাকে ধরেছিল →

খ. চোরটাকে পুলিশ ধরেছিল

(৫৫খ)-তে চোর হচ্ছে বাক্যের প্রসঙ্গ এবং পুলিশ ধরেছিল পুলিশের চোরধরা ক্রিয়ার অর্থ পরিবর্ধন করেছে বলে তা প্রসঙ্গবিস্তারকরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই বাক্যে কর্মের ক্রিয়ার পরিবর্ধন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে (৫৫খ) বাক্যের কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়ার গঠন সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়। চলিত বাংলায় সাধারণভাবে ক্রিয়ার কর্মবাচ্যমূলককরণ নির্দিষ্ট ভাবে অনুসরণ করা হয় না, এবং ভাষার লিখিত রূপেই ব্যাকরণিক গঠন সংরক্ষিত। সাধুভাষায় (৫৫খ) এর কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়াগতরূপ হবে চোর পুলিশ দ্বারা ধৃত হয়েছিল। চলিত বাংলায় দ্বারা ও ধৃত সংস্কৃত-গন্ধীরূপ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না।

৬.৩.৩ কর্মের প্রসঙ্গিতকরণ

যখন কোন বাক্যে কর্মের প্রসঙ্গিকরণ করা হয় তখন তা আগের অবস্থান থেকে সরে এসে বাক্যে বাঁ দিকে অবস্থান করে। বাংলা বাক্যের কর্তাকর্মক্রিয়া-রূপের জন্য যখন কর্মের প্রসঙ্গিতকরণ করা হয়, তখন তা কর্তা ক্রিয়া বা সর্বনামের আগে বসে। প্রসঙ্গিতকরণের পর কর্তার পূর্বে কর্মের সঞ্চালনের জন্য বাক্যের মূল গঠন স্বাভাবিক ভাবে কর্তা-কর্মক্রিয়া থেকে কর্মক্রিয়াকর্তা বা কর্মকর্তাক্রিয়ারূপে পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়া প্রসঙ্গিতকরণের ক্ষেত্রে নামবাক্যাংশের সম্মুখস্থাপনগত দিক নির্দেশ করে। কর্ম যখন কোন সর্বনামের আগে ব্যবহৃত হয়, তখন বাক্যের গঠন কর্তাকর্মক্রিয়ার পরিবর্তে হয় কর্মকর্তাক্রিয়া। এই

শ্রেণীর বাক্যগঠন সম্ভবপর হলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন প্রচলিত নয়। এই দিক (৫৬) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৫৬) ক. কর্তাকর্মক্রিয়া—কর্মক্রিয়াকর্তা ঃ

আমি বই ভালবাসি

ক́. বই ভালবাসি আমি

খ. কর্তাকর্মক্রিয়া—কর্মকর্তাক্রিয়া

আমি বই ভালবাসি

খ́. বই আমি ভালবাসি

ওপরের উদাহরণে (৫৬) দু'ভাবে কর্মের প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশিত। (৫৬ক́) ও (৫৬খ́)-এর মধ্যে মুখ্য পার্থক্য হল যে, (৫৬ক́)-তে বাংলা বাক্যের সাধারণ রূপগঠনের মত ক্রিয়ার পূর্বে কর্ম অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে, (৪৬খ́) -তে তা ক্রিয়া থেকে দূরে অবস্থিত। (৪৬ক́)-এর তুলনায় (৪৬খ́) সাধারণ্যে কম গৃহীত হবে, তার কারণ বাক্যে রূপমূলের এই ক্রমবিন্যাস প্রচলিত নয়।

এ-পর্যন্ত যে উদাহরণ (একমাত্র ৫২, ৫৩ ও ৫৪ ছাড়া) দেওয়া হয়েছে তার সবগুলোর মধ্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, বাংলায় অবশ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে প্রসঙ্গিতকরণ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় নেই। জটিল বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির পর কর্মের প্রসঙ্গিতকরণ নীচের উদাহরণে নির্দেশিত।

(৫৭) ক. বইটা, যা আমি চাই, তা হচ্ছে গল্পের

খ. ফুলটা, যা ঐ গোলাপ গাছের, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বাগানে পাওয়া যায়

গ. ঘাস, যা গরুটা খাচ্ছে, তা বাজার থেকে কেনা হয়েছে

ওপরের উদাহরণগুলিতে (৫৭) সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যগুলি প্রসঙ্গরূপে নির্দেশিত। এগুলি হচ্ছে বই, ফুল আর ঘাস। এ-তিনটি রূপমূলই সর্বনামীয় বাক্যাংশে কর্মরূপে অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলি প্রসঙ্গিত-করণের জন্য তাদের পূর্ববর্তী স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে বাক্যের সম্মুখে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে একটি দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, তা হচ্ছে যে, প্রসঙ্গিত করণের পূর্বে যখন কর্মগুলি তাদের পূর্ব-

বর্তীস্থানে অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন (৫৭খ) ব্যতীত (৫৭ ক ও গ) সর্বনামীয়-করণ নির্দেশ করে। (দ্রষ্টব্য ৫৭´)।

(৫৭´) ক. আমি যে-বইটা চাই, তা হচ্ছে গল্পের

খ. ঐ গোলাপ গাছের ফুলটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বাগানে পাওয়া যায়

গ. গরুটা যে ঘাস-খাচ্ছে, তা বাজার থেকে কেনা হয়েছে

অপ্রসঙ্গিতকরণ বাক্যের কর্তা হচ্ছে যথাক্রমে আমি, গোলাপগাছ আর গরু। (৫৭´ ক-গ) সর্বনামীয়করণ নির্দেশ করে এবং কর্মের আগে নির্দেশক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু, (৫৭´খ) কোনরকম সর্বনামীয়করণ নির্দেশ করে না। এই বাক্যের অবশ্য সর্বনামীয়করণ সম্ভব যদি ফুল প্রসঙ্গরূপে নির্দেশ করা যায়।

৬.৩.৪ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের রূপমূলের প্রসঙ্গিতকরণ

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত রূপমূলের প্রসঙ্গিতকরণ দু'ভাবে সম্ভব, অবশ্য তা মুখ্য বাক্যে গ্রন্থিত সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যবহৃত স্থানের ওপর নির্ভরশীল। যদি কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ জটিল বাক্যের প্রথম দিকে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশের উপাদান সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে দেখা দেয় না। যেহেতু সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের আগে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে, সেহেতু সর্বনামীয় বাক্যাংশের যে-কোন উপাদান আরোহণ সূত্রের জন্য বাক্যাংশের অন্যত্র সহজেই সঞ্চালিত করা সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিক দেখান যেতে পারে।

(৫৮) ক. যে-লোকটা বসে আছে, সে বাজার করতে যাবে

খ. লোকটা, যে বসে আছে, সে বাজার করতে যাবে

(৫৮ ক ও খ,-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে (৫৮ক)-তে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে (যে+নামবাক্যাংশরূপে) এবং (৫৮খ)-তে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে (নামবাক্যাংশ + বাক্য-রূপে) ব্যবহৃত। এছাড়াও, (৫৮ক) ক্রিয়ার প্রসঙ্গিতকরণ অনুমোদন করে, যেমন (৫৯)।

(৫৯) বসে আছে যে-লোকটা, সে বাজার করতে যাবে

সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত ক্রিয়া বসেআছে (৫৯)-তে সম্মুখে

উপস্থাপিত করে প্রসঙ্গিতকরণ দেখান হয়েছে। সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত ক্রিয়াও (৫৮খ) (৫৯)-এ প্রদর্শিত উদাহরণের মত সম্মুখ উপস্থাপন সম্ভব। (৬০) সংখ্যক উদাহরণে উক্ত ক্রিয়ার (৫৮খ) সম্মুখ প্রতিস্থাপন দেখান হয়েছে।

(৬০) বসে আছে লোকটা, যে, সে বাজার করতে যাবে

এখানে (৬০) ক্রিয়ার সম্মুখ প্রতিস্থাপন করা হলেও তা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। এ-থেকে একটি দিক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের তুলনায় সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়ার সম্মুখস্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজতর। এই সূত্রে (৬১খ) ও (৬২খ) সংখ্যক উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের মধ্যে ও শেষে অন্তর্ভুক্ত এবং বাক্য গ্রন্থনের ক্ষেত্রে জটিলতার সঙ্গে উদাহরণ অগ্রহণযোগ্যতার দিক লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(৬১) ক. পাশের ঘরে গেলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে, ভদ্রলোক, যিনি ঢাকা থেকে এসেছেন

খ.* ভদ্রলোক. যিনি পাশের ঘরে গেলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে, ঢাকা থেকে এসেছেন

(৬২) ক. তুমি বলেছিলে, যিনি বই পড়ছেন, তিনি তোমার বন্ধু

খ.* যিনি, তুমি বলেছিলে বই পড়ছেন, তিনি তোমার বন্ধু

ওপরের উদাহরণে (৬১) অসীমাবদ্ধর সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের শেষে ব্যবহৃত এবং মুখ্য বাক্যে কোন আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়নি। এই শ্রেণীর বাক্যে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত করার পর সর্বনামীয় বাক্যাংশের সম্মুখ থেকে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য অপসারিত করে মুখ্য বাক্যের প্রথমে সংস্থাপন করায় সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশের যে সম্পর্ক তা সংরক্ষিত হয়নি এবং শুধু সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য (সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যতীত) স্থানচ্যুত হওয়ায় সমগ্র বাক্য অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে (৬২) শীর্ষহীনবিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (যিনি) বিচ্ছিন্ন করে বাক্যের সম্মুখে প্রতিস্থাপন করায় সমগ্র বাক্য চলিত বাংলায় অশুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ-থেকে বোঝা যায় যে অসীমাবদ্ধকর ও শীর্ষহীন

বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের (প্রথম ক্ষেত্রে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশের কোন রূপমূল) কোন রূপমূল সাধারণভাবে সঞ্চালন সূত্রের সাহায্যে প্রসঙ্গ নির্দেশ করে জটিল বাক্যের সম্মুখে অন্তর্ভুক্ত করলে বাক্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে একটি বিকল্প পন্হা প্রয়োগ করা যায়. তা হল সমগ্র সর্বনামীয় বাক্যাংশ একক উপাদান ধরে জটিল বাক্যের সম্মুখভাগে স্থাপন (দ্রষ্টব্য ৬৩ক)।

(৬৩) ক. ভদ্রলোক, যিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, পাশের ঘরে গেলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।

খ. যিনি বই পড়ছেন, তুমি বলেছিলে তিনি তোমার বন্ধু

এখানে অবশ্যই স্মরণীয় যে এই শ্রেণীর রূপান্তর শুধুমাত্র পশ্চাৎস্থাপন ও দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং প্রসঙ্গিতকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিরুদ্ধ সূত্র। সুতরাং, এক্ষেত্রে এই শ্রেণীর রূপান্তর সূত্র বাতিল বলে পরিগণিত হবে।

৬.৩.৫ প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণ

হপার (১৯৭২ ঃ ১৪৬) পূরক বাক্যে দ্বিবিধ প্রসঙ্গিতকরণের উল্লেখ করেছেন ঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ। প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণে কর্তা ও কর্ম প্রসঙ্গরূপে গৃহীত হতে পারে এবং এই শ্রেণীর প্রসঙ্গিতকরণ কর্তা প্রাথমিক ও কর্ম প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণ রূপে পরিচিত। বর্তমান আলোচনায় সর্বনামীয় বাক্যাংশের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে বলে প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণের ক্ষেত্রে পূরক বাক্যের পরিবর্তে সর্বত্র সর্বনামীয় বাক্যাংশের সাহায্যে বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। নীচের উদাহরণে প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণের উভয় রীতিই উপস্থাপিত।

৬.৩.৫.১ কর্তা প্রাথমিক প্রসঙ্গ

(৬৪) ক. মেয়েটা, যে বই পড়ছিল, সে আমাকে ডাকল

খ. ভদ্রলোক, যিনি গান শুনছেন, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত

কর্তা প্রাথমিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে বাক্যের কর্তা (সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে সর্বনাম-পূর্ব বা সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্য) প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। (৬৪ক) ও (৬৪খ) উদাহরণে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য বাক্যে অচিহ্নিত পর্যায়ে

ব্যবহৃত, যেহেতু কর্তা সাধারণত বাংলা বাক্যের (সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে) অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই প্রয়োগরীতি আরো নির্দেশ করে যে যখন কর্তা বাক্যের অন্য স্থানে ব্যবহৃত হয়, তখন তা চিহ্নিত বাক্যের প্রথমে এনে প্রসঙ্গিতকরণের প্রয়োগ দেখান হয়। (৬৪ক)-এর মত বাক্য এ-ভাবেও ব্যবহৃত হতে পারে: বই পড়ছিল মেয়েটা যে, সে আমাকে ডাকল। পরবর্তীর মত বাক্যের কর্তাও (৬৪ক)-এর মত কর্তাকে (মেয়েটা) বাক্যের প্রথমে আনা যায়। এখানে বাংলা চিহ্নিত ও অচিহ্নিত বাক্য সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যখন কোন বাক্য অচিহ্নিত রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা সব সময় কর্তাকর্মক্রিয়া-রূপ নির্দেশ করে আর যখন তা চিহ্নিত হয় তখন তা কর্তাকর্মক্রিয়া এই বাক্যরীতির ক্রমবিন্যাসের পরিবর্তে অন্য ক্রমবিন্যাস অনুসরণ করতে পারে, যা (৫১) সংখ্যক উদাহরণে নির্দেশিত হয়েছে (এখানে অচিহ্নিত বাক্য অর্থে যে বাক্যে প্রসঙ্গ নির্দেশিত হয়নি সেই শ্রেণীর বাক্য এবং চিহ্নিত বাক্য অর্থে যেখানে কোন রূপমূলের প্রসঙ্গ নির্দেশ করা হয়েছে, তা বোঝান হয়েছে)।

৬.৩.৫.২ কর্ম-প্রাথমিক প্রসঙ্গ

যখন কোন বাক্য বা সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্ম প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়, তখন তা কর্ম প্রাথমিক প্রসঙ্গরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। নীচের উদাহরণে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগরীতি নির্দেশিত।

(৬৫) ক. মেয়েটা, যে বই পড়ছিল, সে আমাকে ডাকল →

ক´. বই পড়ছিল মেয়েটা যে (যে-মেয়েটা), সে আমাকে ডাকল

(৬৫ক´) উদাহরণে কর্ম প্রাথমিক প্রসঙ্গ দেখান হয়েছে, যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্ম বই রূপমূলকে তার আগের স্থান থেকে সরিয়ে এনে প্রসঙ্গিতকরণ সূত্র প্রয়োগে, সম্মুখে স্থাপন করা হয়েছে। (৬৫ক)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্তা মেয়েটা-কে প্রসঙ্গরূপে নির্দেশিত। উভয় শ্রেণীর প্রসঙ্গই মূলবাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণ মুখ্য বাক্যের উপাদান জটিল বাক্যে প্রথমে সংস্থাপিত করে। নীচের উদাহরণে জটিল বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে বাংলায় প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশিত।

(৬৬) ক. যে দরজা খুলল, সে-মউ স্কুলের ছাত্রী

খ. মউ, যে দরজা খুলল, সে স্কুলের ছাত্রী

(৬৭) ক. যে দরজা খুলল, সে-মেয়েটা ময়নার বান্ধবী

খ. মেয়েটা, যে দরজা খুলল, সে ময়নার বান্ধবী

প্রাথমিক প্রসঙ্গিতকরণে মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত রূপমূল প্রসঙ্গিতকরণ সূত্রের সাহায্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। যখন (৬৬ক) উদাহরণের মত বাক্যের ক্ষেত্রে কোন রূপমূল প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয় না, তখন আপেক্ষিক সর্বনামের পর (৬৬ক-তে সে-মউ এবং ৬৭ক-তে সে-মেয়েটা) মুখ্য বাক্যে যে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তার আগে আপেক্ষিক সর্বনাম কোন যতি ছাড়া ব্যবহৃত হয় বলে তা নির্দেশক হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গিত করণের পর মুখ্য বাক্য থেকে রূপমূল সম্মুখে সরে আসে এবং তারপর যতি-বিরতির জন্য সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অ-নির্দেশক হয়ে যায় (যেমন ৬৬খ-তে মউ, যে এবং ৬৭খ-তে মেয়েটা, যে)।

(৬৬ক) ও (৬৭ক)-র মত বাক্য নির্দেশ করে যে মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত রূপমূলগুলি স্বরাঘাতহীন থাকে এবং যখন সেগুলি বাক্যের প্রসঙ্গরূপে সম্মুখে সংস্থাপিত হয়, তখন সেগুলির ওপর বাক্য-স্বরাঘাত পড়ে। বাক্যের প্রসঙ্গরূপে মউ ও মেয়ে উভয় রূপমূলই সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে গৃহীত। এমনকি বাংলা সরল বাক্যেও রূপমূল প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়ে বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয় এবং প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ বিস্তারক ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

(৬৮) ক. মহুয়া ভাত খাচ্ছে

খ. ভাত খাচ্ছে মহুয়া

(৬৮ক)-এ কর্তারূপে ব্যবহৃত বিশেষ্য মহুয়া বাক্যের প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত, অন্যক্ষেত্রে, কর্মস্থানীয় বিশেষ্য ভাত (৬৮খ)-তে প্রসঙ্গে পরিণত হয়েছে। উভয় বাক্যে সমশ্রেণীর রূপমূল অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও দুটি ভিন্ন শ্রেণীর রূপমূল প্রসঙ্গ হওয়ায় বাক্যের অর্থ বিভিন্ন রূপমূলের ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্য ভিন্ন হয়ে পড়েছে। (৬৮ক) নির্দেশ করে যে বাক্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহুয়া, সুতরাং মহুয়া প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং কর্তা-বিশেষ্যের কার্যকারণ বিধেয় অংশে ভাত খাওয়ার মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে প্রসঙ্গ-বিস্তারক নির্দেশ করা হয়েছে। একই ভাবে, (৬৮খ)-তে দেখা যায় যে বাক্যের

কর্তা অনেক জিনিস খায় কিন্তু এই মুহূর্তে সে যা খাচ্ছে তাই বাক্যের প্রসঙ্গরূপে নির্দেশিত।

এখানে 'প্রাথমিক প্রসঙ্গ' অভিধা এই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে যে বাক্যে ইতিমধ্যেই সেই রূপমূল অন্তর্ভুক্ত, এবং যখন কোন নতুন তথ্য উপস্থাপন করা হয়, তখন তা বাক্যের প্রসঙ্গ হয়ে পড়ে। (৬৮ক-খ) -এর মত বাক্য উপরোক্ত তত্ত্বীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা যায়ঃ মহুয়া ও ভাত উভয় রূপমূলই বাক্যে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রথমক্ষেত্রে মহুয়া প্রসঙ্গ হয়েছে, যেখানে বাক্যে ইতিমধ্যেই ভাত রূপমূল অন্তর্ভুক্ত, যা পরবর্তী পর্যায়ে (৬৮খ)-তে প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

৬.৩.৬ প্রসঙ্গরূপে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ

যদিও হপার (১৯৭২) শুধুমাত্র কর্তা ও কর্মের প্রাথমিক প্রসঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, বর্তমান আলোচনায় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ প্রসঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। হপারে'র সঙ্গে বর্তমান আলোচনার প্রধান পার্থক্য হল যে বক্ষমান আলোচনায় বাক্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রূপমূলের বিভাজনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত। নীচের অংশে দেখান হয়েছে যে বিশেষ্য (যা বাক্যে কর্তা ও কর্মরূপে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে) ছাড়াও, বাংলায় বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের প্রসঙ্গিতকরণ সম্ভব। সাধারণতঃ বাংলায় ক্রিয়াকে প্রসঙ্গিত করা হয় না, যদিও তা করা যেতে পারে (দ্রষ্টব্য ৬৯)। নীচের উদাহরণে আলোচনায় সামঞ্জস্য রক্ষার্থে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ যে-ভাবে প্রসঙ্গিত করা যায় তা দেখান হয়েছে।

(৬৯) বিশেষ্যের প্রসঙ্গিতকরণ ঃ

ক. শাড়িটা, যা ময়না কিনেছিল, তা রাজশাহী সিল্কের

খ. ময়না, যে শাড়িটা কিনেছিল, সে খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী

(৭০) বিশেষণের প্রসঙ্গিতকরণ ঃ

ক. পুতুলটা, যা মউ কিনেছিল, তা সুন্দর →

ক'. সুন্দর সেটা, যে পুতুলটা মউ কিনেছিল

(৭১) ক্রিয়া বিশেষণের প্রসঙ্গিতকরণ ঃ

ক. ভদ্রলোক, যিনি তাড়াতাড়ি হাঁটছেন, তিনি একজন ডাক্তার →

ক'. তাড়াতাড়ি হাঁটছেন ভদ্রলোক, যিনি, তিনি একজন ডাক্তার

ক´´. তাড়াতাড়ি ভদ্রলোক, যিনি হাঁটছেন, তিনি একজন ডাক্তার

ওপরের উদাহরণে বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণের প্রসঙ্গিতকরণ দেখান হয়েছে। (৬৯খ)-তে বিশেষ্য ময়না সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পরে অন্তর্ভুক্ত এবং সেখান থেকে সম্মুখে সংস্থাপন করে প্রসঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (৭০ক)-তে বিশেষণ সুন্দর শেষাংশে ব্যবহৃত এবং (৭০ক´)-এ বাক্য প্রথমে স্থানান্তর করে প্রসঙ্গরূপে নির্দেশিত। (৭১)-এ ক্রিয়া বিশেষণের প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশিত। সাধারণভাবে ক্রিয়া বিশেষণ সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে অচিহ্নিত বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে (৭১ক) থাকে। ক্রিয়া বিশেষণের পর ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ায় (৭১ক)-এর তুলনায় (৭১ক´)অধিকতর গ্রহণযোগ্য। বাক্যের শেষে বিশেষণ ব্যবহৃত হলে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের সঙ্গে তা বাক্যের প্রথমে স্থানান্তরীকরণ ব্যতীত প্রসঙ্গিতকরণ করা কঠিন কেননা, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ছাড়া বিশেষণের অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে। এর কারণ বাক্যে বিশেষণের আগে বা পরে বিশেষ্যের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। যেমন ঃ লোকটা সুন্দর বা সুন্দর লোকটা। এদিক থেকে বিচার করলে (৭০ক´) সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু উক্ত বাক্যে বিশেষণ (সুন্দর) শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে দূরে সংস্থাপিত। (৭০ক´ সাধারণভাবে গ্রহণের কারণ সুন্দর এর পর সেটা ব্যবহৃত অর্থাৎ নির্দেশক সর্বনামীয় রূপমূল বিশেষণের পরে ব্যবহৃত হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য বাক্যরূপে গঠিত)।

৬.৩.৭ মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণে বাক্যের রূপমূলের ওপর নতুন তথ্য আরোপের ওপর পার্থক্য নির্ভরশীল। বাক্যের মধ্যস্থিত যে রূপমূল পুরাতন (অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রসঙ্গিতকরণ করা হয়নি, যেমন ৬৮ক ও ৬৮খ) এবং যদি প্রসঙ্গরূপে স্থিরীকৃত হয়, তাহলে তা মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ রূপে গ্রহণ করা হতে থাকে। যখন কোন নতুন রূপমূল বাক্যে প্রসঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যে রূপমূলের ওপর বাক্য শ্বাসাঘাত দেওয়া হয়, সেই সূত্র মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণরূপে গৃহীত। মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণের অধীনস্থ যে রূপমূলের প্রসঙ্গিতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা বাক্যের প্রথমাংশ ছাড়া অন্য অংশে অথবা বাক্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, এবং তা

প্রসঙ্গের জন্য বাক্যের সম্মুখে আনা হয়ে থাকে। যখন এই রূপমূল তার পূর্বের স্থান থেকে বাক্যের প্রথমে আনা হয়, তখন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (অথবা অ-সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে অন্য সর্ব-নাম) তার স্থানে ব্যবহৃত হয়। মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণের জন্যে চমস্কি (১৯৬৫ : ২২১) একই সূত্র উপস্থাপন করেছেন যেখানে একটি নতুন রূপমূল বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাক্যগ্রন্থির পূর্বে সংস্থাপিত হয়। হপার (১৯৭২ : ১৪৬) ইন্দোনেশীয় ভাষা থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই ভাষায় বাক্যমধ্যে একটি নতুন রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি ঘটে, যা সাধারণ-ভাবে সর্বনামের মত, এবং তা বাক্যগ্রন্থির পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইন্দোনেশীয় ভাষায় —nja 'তাদের' অপ্রাণীবাচক সর্বনাম অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের পূর্বে সংস্থাপন করে মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ প্রয়োগ করা হয়। ইন্দোনেশীয় ভাষায় এই শ্রেণীর প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশের ক্ষেত্রে নীচে হপার-কৃত উদাহরণ দেওয়া হল।

(৭২) ক. pandjang daun pohon itu dua meter

'ঐ গাছের দৈর্ঘ হল দু'মিটার'

(৭২ ক)-তে ব্যবহৃত ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানগুলি daun pohon itu-তে -nja অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাক্যের সম্মুখে স্থানান্তর করে (যা pandjang উপাদানের পরে ব্যবহৃত) মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশ করা যায়। যেমন (৭২খ)।

(৭২) খ. daun pohon itu, pandjang-nja dua meter

'ঐ গাছের পাতাগুলো, তাদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দু'মিটার'

ইন্দোনেশীয় ভাষায় -nja তৃতীয় পুরুষের একবচন স্বরাঘাতহীন সর্বনামরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলায় অপ্রাণীবাচক সর্বনামের ব্যবহার থাকায় হপারে'র বাক্যে সর্বনাম সংযুক্তি সূত্র (নতুন রূপমূলরূপে যা প্রসঙ্গ চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হয়) অনায়াসেই দেখান যায়। মাধ্যমিক প্রসঙ্গিত-করণের সূত্রানুযায়ী, প্রথম বাক্য যা প্রসঙ্গিতকরণ হয়নি তা কোন প্রসঙ্গ চিহ্ন (অর্থাৎ সর্বনাম) ছাড়া গঠিত। নীচের উদাহরণের সাহায্যে বাংলায় মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ দেখান হল।

(৭৩) ক. উচ্চতা হচ্ছে ঐ বাড়ির জানালাগুলোর তিন ফুট
ক́. ঐ বাড়ির জানালাগুলো, যাদের (যেগুলোর) উচ্চতা হচ্ছে তিন ফুট
খ. মাপ হচ্ছে ঐ মেয়েটার জামাগুলোর চল্লিশ ইঞ্চি
খ́. ঐ মেয়েটার জামাগুলো, যাদের (যেগুলোর) মাপ হচ্ছে চল্লিশ ইঞ্চি

(৭৩) সংখ্যক উদাহরণে (ক) ও (খ) বাক্য দুটি প্রসঙ্গিতকরণ ব্যতীত নির্দেশিত। (৭৩ ক́—খ́)-তে অপ্রাণীবাচক সর্বনাম যাদের (যেগুলোর) বাক্যে অন্তর্ভুক্তির পর মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ দেখান হয়েছে। (৭৩ ক́)-তে ঐ বাড়ির জানালাগুলো বাক্যের সম্মুখে সংস্থাপন করে মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ নির্দেশিত যেখানে যাদের (যেগুলোর) উচ্চতা এবং মাপ- এর (৭৩ খ́) পূর্বে সংযুক্ত হয়েছে। বাংলা ও ইন্দোনেশীয় বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে স্বরাঘাতহীন সর্বনাম-নিয়া পান্‌ডইয়াং-এর সঙ্গে হয়ে পান্‌ডইয়াং-নিয়া রূপে ব্যবহৃত, আর বাংলায়, যাদের (যেগুলোর) (যা নিয়া-র সমস্থানীয়) উচ্চতা ও মাপ-এর পূর্বে স্বাধীন রূপমূলরূপে অন্তর্ভুক্ত। সর্বনামের সাংগঠনিক উপাদানের পার্থক্য ব্যতীত, উভয় ভাষার প্রসঙ্গিতকরণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

(৭৩) সংখ্যক উদাহরণ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ছাড়াই নির্দেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যে সংযুক্ত হলে মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনামের জন্য স্বতন্ত্র আর একটি বাক্যের প্রয়োজন। এছাড়া, স্বরাঘাতহীন সর্বনামের স্থানে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হবে। এই দিক ব্যতীত, (৭৩) সংখ্যক উদাহরণে রূপমূলের সম্মুখস্থাপনের ক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশ সমশ্রেণীর সম্মুখস্থাপন সূত্র নির্দেশ করে। যেমন ঃ

(৭৪) ক. উচ্চতা হচ্ছে ঐ ছেলেটার দেহের ছ' ফুট →
খ. ঐ ছেলেটার দেহ, যার উচ্চতা ছ' ফুট, তা বেশ মজবুত

(৭৪ ক) সংখ্যক বাক্য প্রসঙ্গিতকরণের পর (৭৪ খ)-তে উচ্চতা-র পূর্বে যার মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণের সূত্ররূপে সংযুক্ত হয়েছে। মাধ্যমিক প্রসঙ্গিত-করণের প্রয়োজনীয় সূত্র হচ্ছে যে, যে পর্যন্ত স্বরাঘাতহীন সর্বনাম বা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (৭৩ ও ৭৪-এ প্রসঙ্গ চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত) বাক্যে সংযুক্ত

হয়, সে-পর্যন্ত ঐ বাড়ির জানালাগুলো (৭৩ ক) ও ঐ ছেলেটার দেহের (৭৪ খ) বাক্যাংশের সঞ্চালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, (৭৩) ও (৭৪) সংখ্যক উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে কোন বিশেষ্যের মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ অসম্ভব, যতক্ষণ না বাক্যে প্রসঙ্গ-চিহ্নরূপে কোন নতুন রূপমূলের অন্তর্ভুক্তি করা হয়।

৬.৪ পশ্চাৎস্থাপন

৬.৪.১ ভূমিকা

পশ্চাৎস্থাপন এক শ্রেণীর সঞ্চালন সূত্র যেখানে একটি রূপমূল কর্তা স্থান থেকে বাক্যের শেষে সঞ্চালিত হয় এবং নিশ্চল রূপমূলের স্থানে 'এটা' সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ যখন কোন ভাষাতত্ত্বীয় উপাদান কর্তা স্থান থেকে বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয়, তখন কর্তার শূন্য স্থানে 'এটা' অন্তর্ভুক্ত হয় (কর্তা বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হওয়ায় কর্তার স্থান শূন্য হয়ে যায় এবং তখন সেই শূন্য স্থানে 'এটা' সংযুক্ত হয়)। এই শ্রেণীর সঞ্চালন সূত্র যা পশ্চাৎস্থাপন রূপে চিহ্নিত, তা নীচে তিন শ্রেণীর গঠনাংশের সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর গঠনাংশ হচ্ছে ঃ ক. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বা পূরক-নির্দেশক ব্যতীত বাক্য ; খ. পূরক-নির্দেশক সহ বাক্য ; এবং গ. সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশসহ বাক্য। বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত।

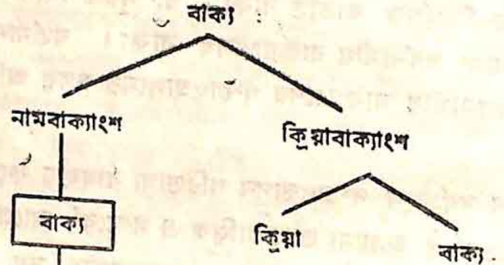
ইয়াসপারসেন সর্বপ্রথম পশ্চাৎস্থাপন পরিভাষা ব্যবহার করেন, তাঁর পরে রোসেনবাম (১৯৬৭) ও অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক এ সম্পর্কে আলোচনায় অগ্রসর হন। পশ্চাৎস্থাপন হচ্ছে এক শ্রেণীর রূপান্তরমূলক সূত্র যার সাহায্যে গ্রন্থিত বাক্যাংশ বাক্যের শেষাংশে স্থানান্তরিত হয়। পশ্চাৎস্থাপন সম্পর্কিত আলোচনায় রোসেনবাম (১৯৬৭) সর্বনামীয় ও অসর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে রস (১৯৬৭), ল্যাকফ (১৯৬৮) ও এমণ্ডস (১৯৭০) তাঁদের আলোচনায় এই সূত্র অন্তর্ভুক্ত করেন। এমণ্ডস (১৯৭০ ঃ ১১৯-১২২) 'এর' ক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে 'এর' বাক্যের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। হিগিন্স (১৯৭৩) এমণ্ডসে'র

পশ্চাৎস্থাপনের সমালোচনা করে তাঁর কতকগুলি আদর্শের সমর্থন করেছেন। এমনকি এ-সম্পর্কিত রসের মন্তব্য যে পশ্চাৎস্থাপন আবর্তনশীল নয়, বরং শেষ আবর্তনশীল সূত্র—এই মতবাদ সম্পর্কে জ্যাকেনডফ (১৯৬৭ ঃ ৫২-৩৩) সমালোচনা করেছেন। পশ্চাৎস্থাপনের ওপর দু'টি সূত্রবদ্ধকরণ আছে, যা এখানে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথম সূত্রটি রস (১৯৬৭ ঃ ১৭৯) কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং দ্বিতীয় সূত্র যা হিগিন্স (১৯৭৩ ঃ ১৭৩) প্রস্তাব করেছেন-তা রোসেনবামের সূত্রের সমস্থানীয়। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে উভয় সূত্রই প্রাসঙ্গিক। তবে, বাংলায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে উভয় সূত্রের ঈষৎ পরিবর্তনকরণ প্রয়োজন।

(৭৫) গঠনগত বর্ণনা ঃ ক—এটা—বাক্য—খ

	১	২	৩	৪	→ ঐচ্ছিক
গঠনগত পরিবর্তন ঃ	১	২	০	৪+৩	

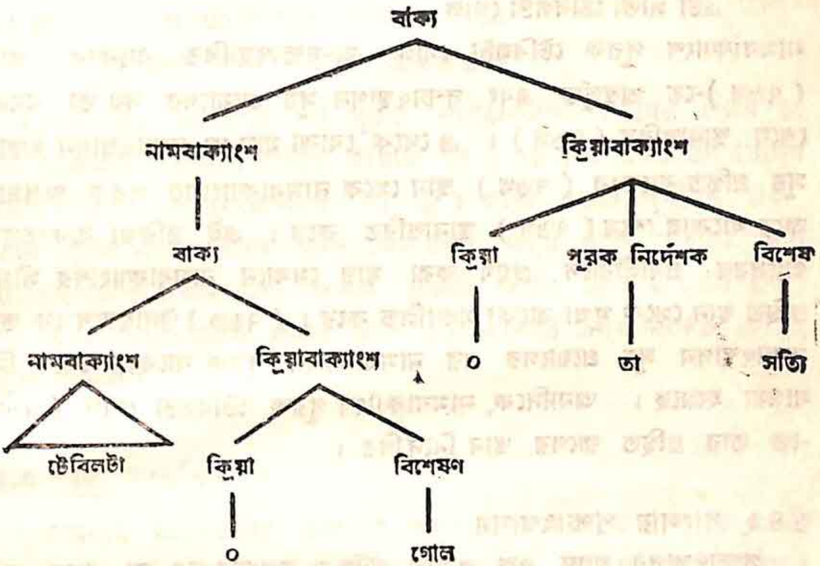
(৭৬) ক.



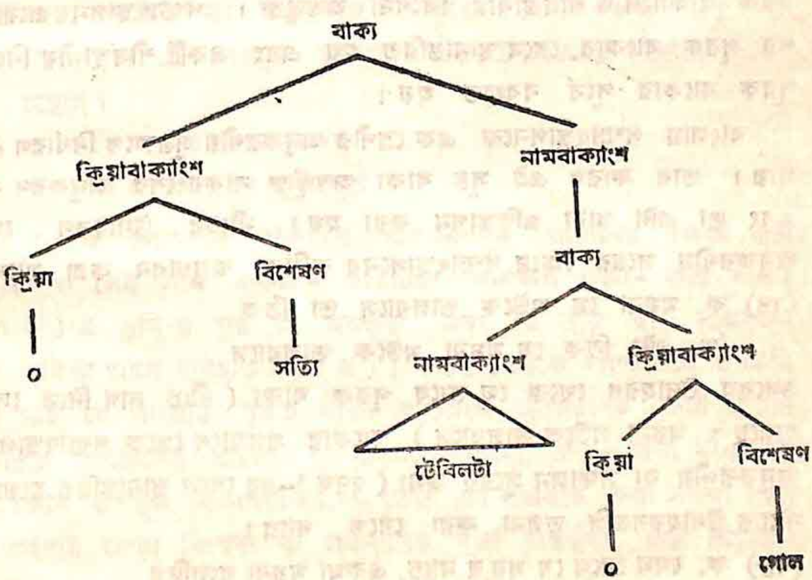
খ. টেবিলটা গোল তা সত্যি

গ. এটা সত্যি টেবিলটা গোল

ঘ.


বাক্য
নামবাক্যাংশ
ক্রিয়াবাক্যাংশ
বাক্য
ক্রিয়া
পূরক নির্দেশক
বিশেষণ
নামবাক্যাংশ
ক্রিয়াবাক্যাংশ
o
তা
সত্যি
টেবিলটা
ক্রিয়া
বিশেষণ
o
গোল

ঙ.


বাক্য
ক্রিয়াবাক্যাংশ
নামবাক্যাংশ
ক্রিয়া
বিশেষণ
বাক্য
o
সত্যি
নামবাক্যাংশ
ক্রিয়াবাক্যাংশ
টেবিলটা
ক্রিয়া
বিশেষণ
o
গোল

এটা সংযোজন :

এটা সত্যি টেবিলটা গোল

নামবাক্যাংশ পূরক টেবিলটা গোল অ-পশ্চাৎস্থাপিত বাক্যের প্রথমে (৭৬খ)-তে অন্তর্ভুক্ত এবং পশ্চাৎস্থাপন সূত্র প্রয়োগের পর তা বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত (৭৬গ)। এ থেকে বোঝা যায় যে পশ্চাৎস্থাপন সঞ্চালন সূত্র গ্রন্থিত বাক্যের (৭৬খ) স্থান থেকে নামবাক্যাংশের পূরক অপসারণ করে বাক্যের শেষে (৭৬গ) স্থানান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়া বাক্যতত্ত্বগত অগ্রসরণ প্রণালীরূপে গ্রহণ করা যায় যেখানে নামবাক্যাংশের সীমানা গ্রন্থিত স্থান থেকে মুখ্য বাক্যে সঞ্চালিত করে। (৭৬ঙ) উদাহরণে যে ভাবে পশ্চাৎস্থাপন সূত্র প্রয়োগের পর নামবাক্যাংশ পূরক বাক্যের শেষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নামবাক্যাংশ পূরক টেবিলটা গোল (৭৬ঘ) -তে তার গ্রন্থিত রূপের স্থান নির্দেশিত।

৬.৪.২ বাংলায় পশ্চাৎস্থাপন

পশ্চাৎস্থাপন হচ্ছে এক প্রকার ঐচ্ছিক রূপান্তর সূত্র যা পূরক নাম-বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। পূরক নামবাক্যাংশে পূরক বাক্যাংশ ও শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত। পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগের পর পূরক বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয় এবং একটি শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য পূরক বাক্যের পূর্বে ববহৃত হয়।

বাংলায় পশ্চাৎস্থাপনকে এক শ্রেণীর অনুকরণীয় সূত্ররূপে নির্ধারণ করা যায়। তার কারণ এই সূত্র বাক্য অন্তর্ভুক্ত বাক্যাংশের অনুকরণ করে এবং তা এটা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়। নীচের উদাহরণ থেকে অনুকরণীয় সূত্রের ক্ষেত্রে পশ্চাৎস্থাপনের ভূমিকা অনুধাবন করা যাবে।

(৭৭) ক. ময়না যে মউকে ভালবাসে তা ঠিক

খ. এটা ঠিক যে ময়না মউকে ভালবাসে

ওপরের উদাহরণ থেকে যে-ভাবে পূরক বাক্য (নীচে দাগ দিয়ে দেখান হয়েছে : ময়না মউকে ভালবাসে) বাক্যের প্রথমাংশ থেকে পশ্চাৎস্থাপনের অনুকরণীয় বা সঞ্চালন সূত্রের জন্য (৭৭খ)—এর শেষে স্থানান্তরিত হয়েছে। নীচের উদাহরণগুলি তুলনা করা যেতে পারে।

(৭৮) ক. মেঘ দেখে যে ময়ূর নাচে, একথা ময়না বলেছিল

খ. এটা ময়না বলেছিল যে মেঘ দেখে ময়ূর নাচে

(৭৯) ক. ময়না যে অত্যন্ত ক্লান্ত, তা সবাই জানে

খ. এটা সবাই জানে যে ময়না অত্যন্ত ক্লান্ত

পশ্চাৎস্থাপন সূত্র প্রয়োগের পর পূরক নামবাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে যে প্রধান বাক্যগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা (৭৮)-এ প্রদত্ত উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত করা যেতে পারে। (৭৮) হচ্ছে একটি পূর্ণদৈর্ঘ বাক্য, যেখানে পূরক নামবাক্যাংশ হচ্ছে মেঘ দেখে ময়ূর নাচে, যেখানে ময়ূর নাচে এই বাক্যও অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণ বাক্যটি জটিল বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত এবং পশ্চাৎস্থাপন সূত্রের জন্য এটা বাক্যের প্রথম দিকের গ্রন্থিতে সংযুক্ত হায়ছে।

৬.৪.৩ এটা সংযুক্তিকরণ

ইতিমধ্যেই আলোচনায় বাক্যাংশ অগ্রসরণের কাঠামোয় অপর একটি সর্বনাম এটা দ্বারা বাক্যাংশের প্রতিস্থাপন সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। এই শ্রেণীর সূত্রকে বলা যায় 'এটা সংযুক্তিকরণ' এবং যেখানে এটা বর্জিত হয়, সেক্ষেত্রে তা 'এটা বর্জন' সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। যে-ভবে বাক্যমধ্যে এটা সংযুক্ত হয় তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

(৮০) ক. তুমি যে ধূর্ত তা লজ্জাকর

খ. এটা লজ্জাকর যে তুমি ধূর্ত

(৮০) সংখ্যক উদাহরণে বাক্যাংশ অগ্রসরণসূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটা সংযুক্তি ও সেই সঙ্গে একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। (৮০ ক)-এ তুমি-র পর যে অন্তর্ভুক্ত এবং যে তার স্থান পরিবর্তন করে তুমি-র আগে ব্যবহৃত (৮০ খ)। (৮০) থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে বাংলায় পূরক বাক্য বাক্যাংশ অগ্রসরণের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত পদক্ষেপের প্রয়োজন। কখনো কখনো, এটা-র জন্য বাক্যাংশে অন্য কোন রূপমূল স্থানান্তরীকরণের ক্ষেত্রে তা পরিহার করা সম্ভব, কিন্তু যে অবশ্যই কোন বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন (দ্রষ্টব্য ৮১)।

(৮১) ক. লোকটা যে চোর তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য

খ. এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে লোকটা চোর

যে লোকটা ও চোর-এর মাঝখানে স্থাপিত (৮২ ক), আর (৮১ খ) -এ যে উভয়ের পূর্বে সংস্থাপিত, যেখানে লোকটা চোর পূরক বাক্যাংশ-রূপে অন্তর্ভুক্ত।

এখানে রূপান্তর সূত্র নির্দেশ করা যায় যা যে পূরক নির্দেশকের স্থান বিশেষ্য বা সর্বনামের পূর্বে স্থাপন করে পূরক গঠন নির্মাণ করে।

(৮) ক. বিশেষ্য (সর্বনাম) যে........

১ ২ → বাধ্যতামূলক

২ ১

খ. গঠনগত বর্ণনা ঃ ক— বিশেষ্য — যে— খ

১ ২ ৩ ৪ → বাধ্যতামূলক

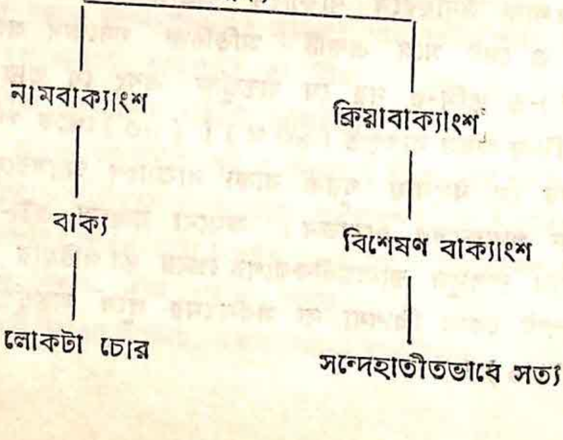
গঠনগত পরিবর্তন ঃ ১ ৩ ২ ৪

(৮২)-র মাধ্যমে বিশেষ্যের পর বাক্যাংশ অ-অগ্রসরণ বাক্যে যে-র অন্তর্ভুক্তি এবং বাক্যাংশ অগ্রসরণ সূত্র প্রয়োগের পর বিশেষ্যের পূর্বে যে-র অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করা হয়েছে। এই সূত্রের প্রয়োগ (৮৩)-তে লক্ষণীয়।

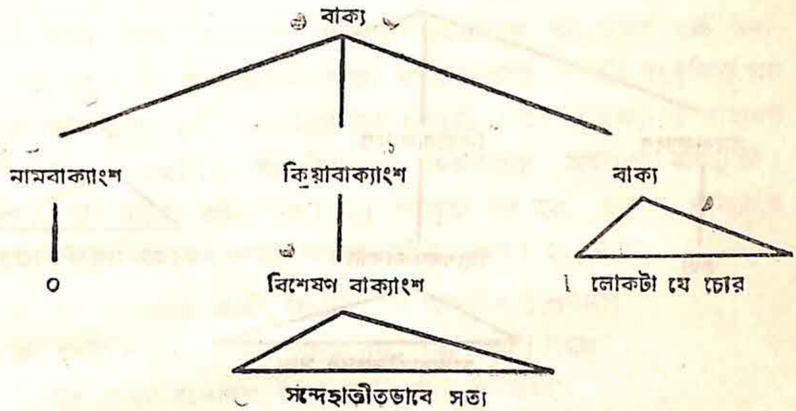
(৮৩) ক. লোকটা যে চোর তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য

খ. এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে লোকটা চোর

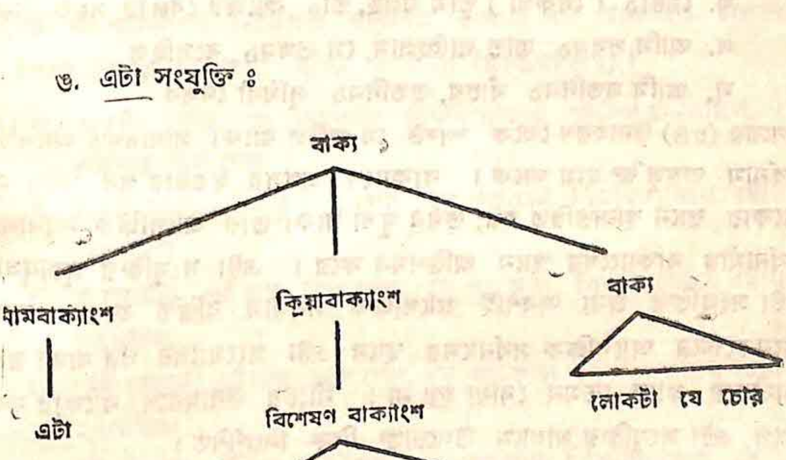
গ.



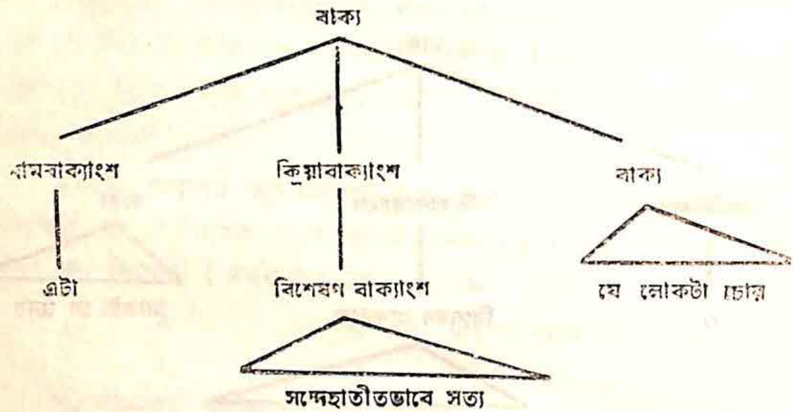
ঘ. বাক্যাংশ অগ্রসরণের পর ঃ



ঙ. এটা সংযুক্তি ঃ



চ. <u>যে</u> স্থানান্তরীকরণ ঃ



বাংলায় বাক্যাংশ অগ্রসরণ সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে তার আপেক্ষিক সর্বনাম সম্পর্কিত, কেন না, সর্বনামীয় বাক্যাংশসহ প্রত্যেকটি জটিল বাক্যে মুখ্য বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের গ্রন্থন নির্দেশের ক্ষেত্রে মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণে আপেক্ষিক সর্বনামের বিভাজন নির্দেশিত।

(৮৪) ক. মেয়েটা, যে$_১$ আমাকে ভালবাসে, সে$_১$ কলেজের ছাত্রী

খ. যেটা$_১$ (যেকথা) তুমি বলছ, তা$_১$ কাজের বেলায় সহজ নয়

গ. আমি যখন$_১$ ভাত খাচ্ছিলাম, সে তখন$_১$ বসেছিল

ঘ. আমি যতদিন$_১$ বাঁচব, ততদিন$_১$ পৃথিবী দেখব

ওপরের (৮৪) উদাহরণ থেকে স্পষ্ট যে জটিল বাক্যে সাধারণত আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বাক্যাংশ অগ্রসর হওয়ার পর যখন মুখ্য বাক্যের স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তখন মুখ্য বাক্য তার আপেক্ষিক সর্বনামসহ সর্বনামীয় বাক্যাংশের স্থানে অভিগমন করে। এটা সংযুক্তির সূত্রানুযায়ী, এটা সংযুক্তির জন্য অবশ্যই আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হবে। অবশ্য, অনেকক্ষেত্রে আপেক্ষিক সর্বনামের স্থানে এটা সংযোগের পর বাক্য ভাষাভাষীদের কাছে তেমন বোধ্য হয় না। নীচের উদাহরণে বাক্যের কর্তারূপে এটা সংযুক্তির মাধ্যমে উপরোক্ত দিক নির্দেশিত।

(৮৫) ক. এটা কলেজের ছাত্রী, যে আমাকে ভালবাসে

খ. এটা কাজের বেলায় সহজ নয়, যেটা তুমি বলছ

গ. *এটা তখন বসেছিল, যখন আমি ভাত খাচ্ছিলাম

ঘ. *এটা পৃথিবী দেখব, যতদিন আমি বাঁচব

(৮৫ ক ও খ) ছাড়া, বাক্যাংশ অগ্রসরণ প্রয়োগের পর অপর দুটি উদাহরণ (৮৫ গ ও ঘ) অগ্রহণযোগ্য বাক্য গঠন করেছে। এটা সংযুক্তির পর (৮৫ ক, খ) বাক্য দুটি ব্যাকরণসম্মত হওয়ার কারণ (৮৫ক)-তে সাধারণ বিশেষ্য এবং (৮৫খ)-তে অপ্রাণীবাচক সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, যদি বাক্যে এটা কর্তারূপে সংযুক্ত না হয়, তাহলে বাক্যাংশ অগ্রসরণের পর ব্যাকরণসম্মত বাক্য গঠন করে। যেমন ঃ

(৮৬) ক. সে কলেজের ছাত্রী, মেয়েটা, যে আমাকে ভালবাসে

খ. সেটা কাজের বেলায় সহজ নয়, যেটা তুমি বলছ

গ. সে তখন বসেছিল, যখন আমি ভাত খাচ্ছিলাম

ঘ. ততদিন পৃথিবী দেখব, যতদিন আমি বাঁচব

এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে এটা সংযুক্তি বাক্যের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য হ্রাস করে। ঘিভ ও কোল (১৯৭৪ ঃ ৭৭২) হিব্রু সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, হিব্রুতে বাক্যাংশ অগ্রসরণ বাক্যের প্রথমে নির্দিষ্ট নির্দেশক থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য খর্ব করে ফেলে। বাংলার ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়, কেননা বাংলা বাক্যের প্রথমে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট নির্দেশক ব্যবহৃত হওয়ার পর বাক্যাংশ অগ্রসরণ সূত্র কোন প্রকার তারতম্য সৃষ্টি করে না (দ্রষ্টব্য ৮৭)।

(৮৭) ক. একটা মেয়ে, যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছিল, সে এইমাত্র চলে গেল

খ. একটা মেয়ে এইমাত্র চলে গেল, যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছিল

গ. ঐ মেয়েটা এইমাত্র চলে গেল, যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছিল

ঘ. সেই মেয়েটা এইমাত্র চলে গেল, যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছিল

ঙ. এই মেয়েটা এইমাত্র চলে গেল, যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে টেনিস খেলেছিল

সর্বনামীয় বাক্যাংশ অগ্রসরণ করার পর একটা, ঐ, সেই, এই প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশক উপরোক্ত (৮৭) বাক্যগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। উদধৃত উদাহরণগুলি নির্দেশ করে যে বাংলায় যে-কোন নির্দেশক রূপমূল বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হতে পারে এবং তারপর বাক্যাংশ অগ্রসরণের সাহায্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশে বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত করা যায়।

৬.৪.৪ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন

সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্যের পশ্চাৎস্থাপন বাংলায় সম্ভবপর। যেক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যসহ গঠিত সেখানে এই শ্রেণীর বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন সহজসাধ্য নয়। বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অবস্থায় যে-কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপিত বাক্যের শেষে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে দূরে স্থানান্তরিত করা হয়। নীচের উদাহরণে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যসহ সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে-ভাবে পশ্চাৎস্থাপিত হয় তা দেখান হয়েছে।

(৮৮) ক. ঐ লোকটা, যে মিতার ভাই, সে এখন বই পড়ছে
খ. ঐ লোকটা এখন বই পড়ছে, যে মিতার ভাই
(৮৯) ক. ঐ লোকটা, যে ঢাকা থেকে এসেছে, সে এখন ভাত খাচ্ছে
খ. ঐ লোকটা এখন ভাত খাচ্ছে, যে ঢাকা থেকে এসেছে
(৯০) ক. ঐ লোকটা, যে নীল সুট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবে
খ. ঐ লোকটা বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবে, যে নীল সুট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে

(৮৮-৯০) উদাহরণে অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের বাক্য-শেষে পশ্চাৎস্থাপন, সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও ক্রিয়ার সম্মিলিত গঠন এবং (৮৮) ক্রিয়াহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন নির্দেশ করে। বাংলা বাক্যে 'হওয়া' ক্রিয়ার ঐচ্ছিক ব্যবহারের জন্য, ক্রিয়া ব্যতীত সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। ওপরের উদাহরণে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত।

সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপনের পর অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশের গঠন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। (ক) বাক্যগুলিতে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে স্থাপিত, পশ্চাৎস্থাপনের পর অপর বাক্যাংশ সেখানে স্থাপিত হয়েছে। তার ফলে পূর্বে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশকরূপে ব্যবহৃত বাক্যাংশের পশ্চাৎ-স্থাপনের ফলে সেই বাক্যাংশ মূল বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হওয়ায় বিশেষ্যের গুণপ্রকাশক রীতি বিঘ্নিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপনের পর (খ) বাক্যের মুখ্য বাক্যে (যা সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রথমে ব্যবহৃত) কোন আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়নি। উপরন্তু, পূর্বের (ক)-তে নির্দেশিত অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপনের পর (খ)-তে সীমাবদ্ধর বাক্যাংশরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের এই শ্রেণীর পরিবর্তনের জন্য এক্ষেত্রে বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন অনুমোদিত নয় (দ্রষ্টব্য ৬.৪.৫)।

অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যতীত শীর্ষহীন ও শীর্ষযুক্ত সীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে পশ্চাৎ-স্থাপন সূত্র প্রয়োগ সম্ভব। শীর্ষযুক্ত ও শীর্ষহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশের বাক্যগত গঠনপ্রকৃতির মধ্যে শীর্ষযুক্ত বিশেষ্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি ব্যতীত তেমন কোন পার্থক্য নেই। নীচের উদাহরণগুলির তুলনা করা যেতে পারে।

(৯১) ক. আমি জানতাম যে খেলছে, সে একটু পরে চলে যাবে

খ. আমি জানতাম সে একটু পরে চলে যাবে, যে খেলছে

(৯২) ক. সবাই জানে যিনি এসেছিলেন, তিনি চলে গেছেন

খ. সবাই জানে তিনি চলে গেছেন, যিনি এসেছিলেন

ওপরের উদাহরণে (৯১-৯২) শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে গঠিত, যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশ যে খেলছে (৯১) ও যিনি এসেছিলেন (৯২) কোন প্রকার শীর্ষযুক্ত বিশেষ্য ছাড়া গঠিত এবং এগুলি বাক্যে পশ্চাৎ-স্থাপিত হয়েছে।

বাংলায় পশ্চাৎস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান, তা হচ্ছে ঃ যদি বাক্যের প্রথমে সময় নির্দেশক বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে

পশ্চাৎস্থাপন অনুমোদিত নয়। এক্ষেত্রে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন দেখালে পশ্চাৎস্থাপনের পরের ও পূর্বের বাক্যগত অর্থ ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। নীচের উদাহরণে এই দিকটি নির্দেশিত।

(৯৩) ক. কাল সকালে যিনি এসেছিলেন. তিনি চলে গেছেন

খ. *যিনি এসেছিলেন, তিনি কাল সকালে চলে গেছেন

(৯৩ক) থেকে বোঝা যায় যে বাক্যের অর্থ হল যে সেই ব্যক্তিটি চলে গেছেন, যিনি গতকাল সকালে এসেছিলেন। কিন্তু সময়-নির্দেশক বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপনের পর বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে ভিন্নতর ঃ ব্যক্তির গতকাল সকালে প্রস্থানের অর্থ নির্দেশিত, যা (ক) বাক্যের অর্থের বিপরীত। সুতরাং বলা যায় যে, সর্বনামীয় বাক্যাংশে পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগের পর (৯৩খ)-এর বাক্যগত অর্থ (৯৩ক) এর অর্থ থেকে ভিন্নতর হয়েছে এবং (৯৩খ) (৯৩খ)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। (৯৩)-এর মত বাক্য নির্দেশ করে যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে কোন রূপমূল 'সময়' নির্দেশ করলে, তার পশ্চাৎস্থাপন সম্ভব নয়। অবশ্য, 'স্থান', 'কারণ' বা এই জাতীয় নির্দেশক রূপমূল ব্যবহৃত হলে সর্বনামীয় বাক্যাংশ পশ্চাস্থাপনের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধে নেই।

৬.৪.৫ অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন সম্ভব নয়

যিভ ও কোল (১৯৭৫) এবং এমণ্ডস (১৯৭৯) মন্তব্য করেছেন যে অসীমাবদ্ধকর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন সম্ভব নয়। এই মতবাদের কারণ হচ্ছে যে নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন যেহেতু সঞ্চালন সূত্র, সেজন্যে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন সর্বনামীয় বাক্যাংশের সমভাবে অন্বিতকরণ প্রকৃতি বিনষ্ট করে। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম ও সর্বনামীয় বাক্যাংশের মধ্যে কোন রকম যতিচ্ছেদ ছাড়াই গঠিত হয়, যা অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠনক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। তার কারণ, সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর কোন যতিচ্ছেদ ছাড়া বাক্যাংশ অসীমাবদ্ধকর বাক্যাংশরূপে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে অক্ষম। তাছাড়া, সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় তা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের গুণপ্রকাশকরূপে বাক্যে অন্তর্ভুক্ত

হয় এবং মুখ্য বাক্য সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের কোন গুণপ্রকাশ করে না। যখন পশ্চাৎস্থাপন সূত্রের প্রয়োগে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয় এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশের স্থানে মুখ্য বাক্য অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের গুণপ্রকাশের তারতম্যের জন্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ ভিন্ন শ্রেণীর অর্থ প্রকাশ করে। (৯৪) সংখ্যক উদাহরণের সাহায্যে এই দিক নির্দেশিত।

(৯৪) ক. ভদ্রলোক, যিনি আমাদের শিক্ষক, তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন
খ. ভদ্রলোক, যিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তিনি আমাদের শিক্ষক
খ´. ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে এসেছেন, যিনি আমাদের শিক্ষক

(৯৪ক)-তে যিনি আমাদের শিক্ষক সর্বনামীয় বাক্যাংশরূপে গঠিত এবং সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ভদ্রলোক-এর গুণপ্রকাশ করেছে। বাক্যের শেষে সর্বনামীয় বাক্যাংশ স্থানান্তরের পর (৯৪খ), মুখ্য বাক্য তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন সর্বনামীয় বাক্যাংশের স্থানে অন্তর্ভুক্ত এবং তা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ভদ্রলোক-এর গুণপ্রকাশ রূপে ব্যবহৃত। সুতরাং, অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপনের পর দুটি বাক্যাংশের অর্থ অসম প্রকৃতির হয়ে পড়েছে। অবশ্য, (৯৪ক) ও (৯৪খ) বাক্যের মধ্যে অর্থের পার্থক্য পরিহারের একটি বিকল্প পন্থা আছে, তা হল সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যকেও বাক্যের শেষে স্থানান্তরীতকরণ। নীচের উদাহরণে এই দিক নির্দেশিত।

(৯৪´) ক. ভদ্রলোক, যিনি আমাদের শিক্ষক, তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন
খ. তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন, ভদ্রলোক, যিনি আমাদের শিক্ষক

যদি সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে স্থানান্তরীকরণ করা হয় (৮৪খ´), তাহলে অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে পশ্চাৎ স্থাপন সূত্র প্রয়োগ করলেও দুটি বাক্যের (৮৪´ ক-খ) মধ্যে অর্থগত সাম্য রক্ষিত হবে।

৬.৪.৬ পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ ও নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন

দুটি রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ ও নামবাক্যাংশে পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগে বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথমটি

পদান্বয়ী অব্যয়ের পশ্চাৎস্থাপন ও দ্বিতীয়টি নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন -রূপে কিউলিকুভার (১৯৭৬ ঃ ১৭৬) নির্দেশ করেছেন। পদান্বয়ী অব্যয়ের পশ্চাৎস্থাপন ইংরেজির জন্যে তিনি যে-ভাবে নির্দেশ করেছেন তা বাংলার সমস্থানীয় নয়। তার কারণ, বাংলায় নামবাক্যাংশে গুণপ্রকাশক রূপে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশের ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য নয়। যেখানে ইংরেজির বহির্ভাগীয় গঠনে এক্ষেত্রে ঐচ্ছিকরূপে গুণপ্রকাশক বিদ্যমান (সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিপরীতরূপে), সে ক্ষেত্রে বাংলায় সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পশ্চাৎস্থাপন শুধুমাত্র সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ নয়, বরং সমগ্র সর্বনামীয় বাক্যাংশ স্থানান্তর করে থাকে। (৯৫ক)-তে ইংরেজিতে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন এবং (৯৫কখ-গ) তে বাংলায় সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশে যে-ভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অপসারিত করে তা দেখান হয়েছে।

৬.৪.৬.১ পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন

(৯৫) ক. A girl from Dhaka enrolled in the class →
A girl enrolled in the class from Dhaka

খ. একটা মেয়ে যে ঢাকা থেকে এসেছে, সে অনেক জিনিস সঙ্গে এনেছে

গ. একটা মেয়ে অনেক জিনিস সঙ্গে এনেছে, যে ঢাকা থেকে এসেছে

গ'. একটা মেয়ে অনেক জিনিস সঙ্গে এনেছে, যে এসেছে ঢাকা থেকে

ওপরের উদাহরণে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন নির্দেশের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে স্থানান্তরের পর আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হয়েছে। আপেক্ষিক সর্বনামের বর্জন সম্ভব হয়েছে এজন্যে যে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশের আগে মুখ্য বাক্য ব্যবহৃত (দ্রষ্টব্য ২.১.২)। প্রদত্ত উদাহরণে (৯৫) ইংরেজীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ 'ফ্রম ঢাকা' (৯৫ক) বাক্যের মধ্যস্থল থেকে বাক্যশেষে স্থানান্তরিত। অন্যক্ষেত্রে, বাংলায় পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত (৯৫খ) এবং

সর্বনামীয় বাক্যাংশ সমেত পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত। বিকল্প উদাহরণ হিসাবে (৯৫গ) উপস্থাপিত, যা ইংরেজি বাক্যের (৯৫ক) মত পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে পশ্চাৎস্থাপনের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু, এই শ্রেণীর বাক্য সাধারণভাবে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং চলিত ভাষায় সাধারণভাবে উপেক্ষিত বলে পদান্বয়ী অব্যয় বাক্যাশের পশ্চাৎস্থাপন সূত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না।

তিনটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়ায় নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন সম্ভব। রসে'র (১৯৬৭) গবেষণা গ্রন্থে এই তিনটি সূত্রই অন্তর্ভুক্ত। সূত্র তিনটির প্রয়োগ নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

৬.৪.৬.২ নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন

(৯৬) ক. একটা মেয়ে, যে বেশ ভাল, সে মুক্তো নিয়ে এসেছে
ক́. একটা মেয়ে মুক্তো নিয়ে এসেছে, যে বেশ ভাল
খ. ঐ হরিণটা, যে দৌড়ে পালাচ্ছে, সে বনের মধ্যে থাকে
খ́. ঐ হরিণটা বনের মধ্যে থাকে যে দৌড়ে পালাচ্ছে

৬.৪.৬.৩ জটিল নামবাক্যাংশের স্থান পরিবর্তন

(৯৭) ক. সে, যে লোকটা বাড়ি কিনেছিল, তাকে চিনত
ক́. সে তাকে চিনত, যে-লোকটা বাড়ি কিনেছিল
খ. সে টাকা ধার চাইবে, মেয়েটা, যে-তার বান্ধবী, তার কাছ থেকে
খ́. সে তার কাছ থেকে টাকা ধার চাইবে, মেয়েটা, যে-তার বান্ধবী

৬.৪.৬.৪ বাক্যগত কর্তার পশ্চাৎস্থাপন

(৯৮) ক. ছেলেটা, যে পরীক্ষাতে ভাল করবে, সে আমার বন্ধু
ক́. সে আমার বন্ধু, ছেলেটা, যে পরীক্ষাতে ভাল করবে
খ. টুটু যে মউয়ের শাড়ি ফেরত দেয়নি, এটা আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল

খ. এটা আমাদের খুব খারাপ লেগেছিল যে, টুটু মউয়ের শাড়ি ফেরত দেয়নি

জটিল নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন (৯৭)-এ নির্দেশিত। এখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশ দুটি বিশেষ্যের সঙ্গে নামবাক্যাংশ গঠিত। (৯৭ক)-তে লোক ও বাড়ি একই বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত দুটি বিশেষ্য, অন্যক্ষেত্রে, মেয়ে ও টাকা হচ্ছে দুটি বিশেষ্য যা (৯৭খ)-তে নামবাক্যাংশ গঠন করেছে। (৯৮ক)-তে সর্বনামীয় বাক্যাংশে হচ্ছে ছেলেটা পরীক্ষাতে ভাল করবে এবং (৯৮খ)-তে টুটু মউয়ের শাড়ি ফেরত দেয়নি বাক্যগত-নামবাক্যাংশরূপে নির্দেশিত, কেননা, এ দুটি বাক্যাংশ সম্পূর্ণ মুখ্য বাক্যের গুণপ্রকাশ করেছে। (৯৮)-তে পূরক বাক্যে যে পূরক নির্দেশক রূপে অন্তর্ভুক্ত।

বাংলায় প্রয়োগযোগ্য তিন প্রকার পশ্চাৎস্থাপন নীচে রূপান্তর সূত্রের সাহায্যে সূত্রবদ্ধকরণ করা হয়েছে।

(৯৯) নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপনের জন্য রূপান্তর সূত্র ঃ

ক—নামবাক্যাংশ— খ

১ ২ ৩ →ঐচ্ছিক

১ ৩ ২

(১০০) জটিল নামবাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপনের রূপান্তর সূত্র ঃ

ক—নামবাক্যাংশ—বাক্য—খ

১ ২ ৩ ৪ →ঐচ্ছিক

১ ৪ ২ ৩

(১০১) বাক্যগত কর্তার রূপান্তর সূত্র ঃ

ক-বাক্য-নামবাক্যাংশ-খ

১ ২ ৩ ৪→ঐচ্ছিক

১ এটা + ৩ ২ ৪

তিনশ্রেণীর পশ্চাৎস্থাপনের রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগ নীচে দেখান হল ঃ

(১০২) নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন ঃ

গঠনগত বর্ণনা ঃ আমাদের দাবী/যে তোমার ব্যবহৃত বইগুলো আমাদের দেবে/

১ ২

তা মিথ্যে নয়

৩

গঠনগত পরিবর্তন ঃ আমাদের দাবী/মিথ্যে নয়/যে তোমার ব্যবহৃত

১ ৩ ২

বইগুলো আমাদের দেবে

১ ২ ৩ → ১ ৩ ২

(১০৩) জটিল নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন ঃ

গঠনগত বর্ণনা ঃ যে/মাছ কিনল/লোকটা, যে বাড়িতে মাছ বিক্রি

১ ২ ৩

করতে এসেছিল/তার কাছ থেকে

৪

গঠনগত পরিবর্তন ঃ সে/তার কাছ থেকে/মাছ কিনল/লোকটা, যে

১ ৪ ২

বাড়িতে মাছ বিক্রি করতে এসেছিল

৩

১ ২ ৩ ৪ → ১ ৪ ২ ৩

(১০৪) বাক্যগত কর্তার পশ্চাৎস্থাপন ঃ

গঠনগত বর্ণনা ঃ ছেলেটা, যে পরীক্ষাতে ভাল করবে. সে আমার বন্ধু

১ ২ ৩

গঠনগত পরিবর্তন ঃ এটা আমার বন্ধু, ছেলেটা, যে পরীক্ষাতে ভাল করবে

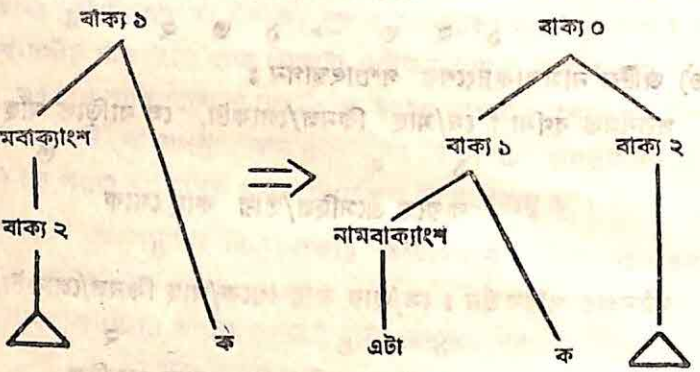
এটা + ৩ ১ ২

১ ২ ৩ → এটা+৩ ১ ২

৬.৪.৭ পশ্চাৎস্থাপন সূত্র ঃ

এ-পর্যন্ত যেসব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে পশ্চাৎস্থাপনের ভূমিকা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এই দিক স্পষ্টতর করার জন্যে এখানে বলা যেতে পারে যে পশ্চাৎস্থাপন হচ্ছে একটা সহজ সঞ্চালন সূত্র যেখানে বাক্যাংশ বাক্যের প্রথমে কর্তার স্থানে ব্যবহৃত হয় এবং সেখান থেকে

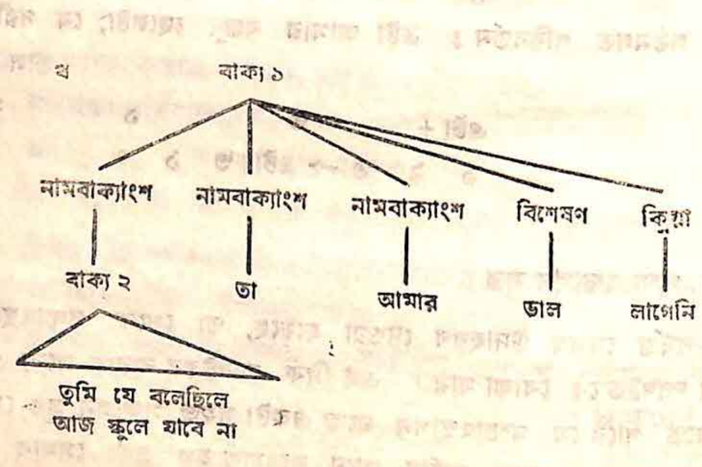
তা বিচ্ছিন্ন করে বাক্যের শেষে পুনঃ সংযোজন করা হয়। বাক্যাংশের এই সঞ্চালন প্রক্রিয়ার জন্য একটি নতুন গ্রন্থি সৃষ্টি করা হয়। কায়-সার ও পোস্তাল'কে (১৯৭৬ ঃ ২৩৩) অনুসরণ করে নীচে এই সূত্র সামান্য সংশোধন করে দেখান হল।



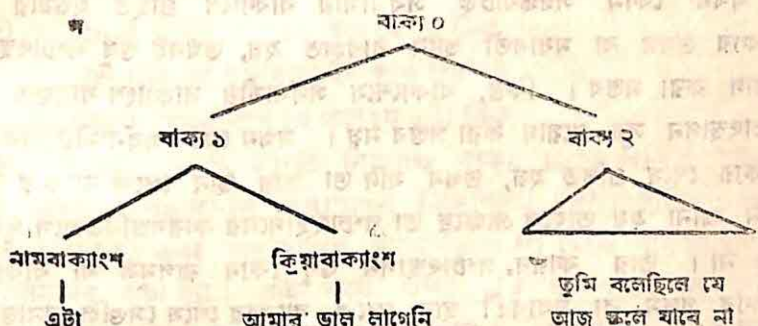
নীচের উদাহরণের সাহায্যে বাক্যাংশ গঠন সূত্রের প্রয়োগ দেখান হয়েছে।

(১০৬) ক. তুমি যে বলেছিলে আজ স্কুলে যাবে না, তা আমার ভাল লাগেনি

খ.



গ.



বাংলায় জটিল বাক্যের প্রথম গ্রন্থি ব্যাকরণগত যে-কোন শ্রেণীর, যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগের পর বাক্যের শেষতম গ্রন্থিতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণের প্রথম গ্রন্থিতে অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে যে বাক্যাংশ এই শ্রেণীর রূপমূল দ্বারা গঠিত হতে পারে এবং মুখ্য বাক্যকে বাক্যাংশের স্থানে অপসারিত করে মুখ্য বাক্যের স্থানে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। নীচের উদাহরণে ব্যাকরণগত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলের ব্যবহার নির্দেশ করা হয়েছে।

(১০৭) ক. তুমি যে ঠিক এতে কোন সন্দেহ নেই
ক'. এতে কোন সন্দেহ নেই যে তুমি ঠিক
খ. তার ব্যবহার খুব মার্জিত নয় তা দুঃখজনক
খ'. এটা দুঃখজনক যে তার ব্যবহার খুব মার্জিত নয়
গ. তাদের বাড়িতে কখন মিতা এসেছিল তা আমার মনে নেই
গ'. এটা আমার মনে নেই তাদের বাড়িতে কখন মিতা এসেছিল
ঘ. বন্ধুর দল যে সুখের পায়রা তা সবাই জানে
ঘ'. এটা সবাই জানে যে বন্ধুর দল সুখের পায়রা

(১০৭ক') ছাড়া অন্যান্য উদাহরণে এটা-সংযুক্তি নির্দেশ করা হয়েছে, যেখানে দ্বিতীয় বাক্য প্রথমে এনে প্রথম বাক্য তার স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৬.৪.৮ পশ্চাৎস্থাপনের শর্ত

যখন কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গ্রন্থিত হওয়ার পর বাক্যের প্রথম বা মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত হয়, তখনই শুধু পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু, বাক্যশেষে সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যবহৃত হলে পশ্চাৎস্থাপন সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যখন কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে গ্রন্থিত হয়, তখন যদি তা তার স্থান থেকে বাক্যের অন্য স্থানে আনা হয় তাহলে এক্ষেত্রে তা পশ্চাৎস্থাপনের কারণজনিতরূপে গৃহীত হবে না। তার কারণ, পশ্চাৎস্থাপন শুধু কোন রূপমূল বা বাক্যাংশ বাক্যের প্রথম বা মধ্যবর্তী স্থান থেকে বাক্যের শেষে সেগুলি স্থানান্তরিত করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পশ্চাৎস্থাপন হচ্ছে বাক্যের ডানদিকে সঞ্চালন সূত্র। নীচের উদাহরণের সাহায্যে যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশ সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত, যেখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের স্থানান্তরীকরণ দেখান হয়েছে।

(১০৮) ক. ভদ্রলোক, যিনি নামকরা সাহিত্যিক, তিনি বই পড়ছেন
খ. তিনি নামকরা সাহিত্যিক, যিনি বই পড়ছেন, সেই ভদ্রলোক

ওপরের উদাহরণে (১০৮) সমগ্র সর্বনামীয় বাক্যাংশ স্থানান্তরীকরণের পরিবর্তে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য (ভদ্রলোক) পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগ করে বাক্যের শেষে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পশ্চাৎস্থাপনের মাধ্যমে নির্দেশিত হয় যে, যখন গ্রন্থিত বাক্য উৎপাদিত হয়, তখন তা তাদের নামবাক্যাংশের স্থান থেকে অন্যত্র অপসারিত হয়। যখন সেগুলি স্থানান্তরিত হয় তখন সেগুলিকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং এটা সংযুক্তির পর এটা শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের মূলগত স্থান দখল করে। এভাবে একটি বাক্যে দুটি কর্তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদি বাক্যে এটা সংযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থিত বাক্য, যা জটিল বাক্যের ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়, তাকে বিলম্বিত কর্তা বলা হয় (কোয়ার্ক ও অন্যান্য, ১৯৭৯ ঃ ৯৬৩)।

৬.৫ অন্তঃস্থাপন

এমণ্ডস (১৯৭৯) পশ্চাৎস্থাপনের বিকল্পরূপে অন্তঃস্থাপন সূত্রের প্রস্তাব

করেছেন। নীচের উদাহরণে পশ্চাৎস্থাপন ও অন্তঃস্থাপনের ব্যুৎপত্তিগত দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

(১০৯) ক. দুপুরে সূর্যের তাপ যে ভয়াবহ তা ঠিক

খ. এটা ঠিক যে দুপুরে সূর্যের তাপ ভয়াবহ

গ. দুপুরে সূর্যের তাপ যে ভয়াবহ এটা ঠিক

ওপরের উদাহরণে (১০৯ ক)-তে নিরপেক্ষ বাক্য, (১০৯ খ)-তে পশ্চাৎ-স্থাপন এবং (১০৯ গ)-তে অন্তঃস্থাপন নির্দেশিত। পশ্চাৎস্থাপিত বাক্য (১০৯ গ) থেকে, এবং অন্তঃস্থাপিত বাক্য (১০৯ খ) থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই অর্থে, উভয় বাক্য পরস্পরের গঠন থেকে ব্যুৎপন্ন বলে তাদের গঠন পারস্পরিক স্বতন্ত্র। যে সূত্র এক্ষেত্রে বাক্যের রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা নীচে দেখান যেতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে পূরক-নির্দেশক যে যে-ভাবে পশ্চাৎস্থাপন ও অন্তঃস্থাপন গঠনের মধ্যে সঞ্চালিত হয় তা (১০৯ খ) ও (১০৯ গ)-তে লক্ষ্য করা যাবে।

(১১০) অন্তঃস্থাপন সূত্র ঃ

গঠনগত বর্ণনা ঃ [এটা ঠিক] [যে] [দুপুরে সূর্যের তাপ]
১ ২ ৩
[ভয়াবহ]
৪

গঠনগত পরিবর্তন ঃ [দুপুরে সূর্যের তাপ] [যে] [ভয়াবহ] [এটা ঠিক]
৩ ২ ৪ ১

পশ্চাৎস্থাপন ও অন্তঃস্থাপন গঠনের মধ্যে মৌল পার্থক্য (১১০) থেকে লক্ষ্য করা যায় যে পশ্চাৎস্থাপিত বাক্যের প্রথমাংশ পশ্চাৎস্থাপন সূত্রের জন্য বাক্যের শেষাংশে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং অন্যান্য বাক্যগত উপাদান তাদের স্থান পরিবর্তন করে সম্মুখে অভিগমন করেছে।

অন্তঃস্থাপন বিশ্লেষণ এখনও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়নি বা অন্য ভাষাতাত্ত্বিকরা তা সম্প্রসারিত করেননি। সেজন্যে, বর্তমান আলোচনায় অন্তঃস্থাপন সম্পর্কিত আলোচনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

৭

কেন্দ্রবিন্দু ও দৃঢ়বদ্ধকরণ

৭.০ ভূমিকা

বর্তমান অধ্যায়ে কেন্দ্রবিন্দু, দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের গঠনের ওপর একটি আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। যখন মুখ্য বাক্য ও সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের প্রধান উপাদানে কেন্দ্রবিন্দু আরোপ করা হয়, তখন বাক্য বা বাক্যাংশের ওপর গুরুত্ব বা ঝোঁক পরিবর্তিত হয় এবং বাক্য বা বাক্যাংশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু নতুন তথ্য সরবরাহ করে। কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে পূর্বাহ্ন-অনুমানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কেননা পূর্বাহ্ন অনুমান বাক্যের অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অবশ্য, বর্তমান আলোচনায় পূর্বাহ্ন-অনুমানের তুলনায় কেন্দ্রবিন্দুর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত।

দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ গঠনাংশ বাক্যের বিভিন্ন উপাদানে কেন্দ্রবিন্দু-করণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে বলে বর্তমান আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দুর পর এই দিক সম্পর্কিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। বাংলায় দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন বিভিন্ন শ্রেণীর দৃঢ়বদ্ধীকরণের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন বাংলা বাক্য দৃঢ়বদ্ধীকরণে বিজড়িত হয়, তখন তা ইংরেজীর তুলনায় ভিন্নতর গঠনরীতি নির্দেশ করে। এই পার্থক্যও নীচের অংশে বর্ণিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে এটা কর্তারূপে সংযুক্তির ক্ষেত্রে আয়াসসাধ্যতা লক্ষ্য করা যায়। কেননা, সম্মানসূচক বিশেষ্য বা সর্বনাম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের কর্তারূপে এটা অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে না। যেমন ঃ এটা আমার আব্বা, এটা আমার শিক্ষক, এটা অধ্যাপক ইসলাম। এই দিকগুলি নীচের আলোচনায় সূত্র ও ব্যাখ্যামূলক উদাহরণের সাহায্যে নির্দেশ করা হয়েছে।

৭.১ কেন্দ্রবিন্দু

৭.১.১ কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ অনুমান

সাম্প্রতিক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ অনুমানের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পূর্বাহ্ণ-অনুমান হচ্ছে একটি দার্শনিক কল্পনা, যা অনেক ভাষাতাত্ত্বিক বাক্যের অর্থের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। কেন্দ্রবিন্দু যা বাক্যের নতুন তথ্যের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়, তা প্রত্যক্ষভাবে অর্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ-অনুমান প্রত্যক্ষভাবে বাক্যের অর্থের সঙ্গে জড়িত, সেজন্য বাক্যতত্ত্ব ও বাগর্থ বিজ্ঞানে উভয়ের সমান গুরুত্ব বিদ্যমান। বর্তমান আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কিত বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে বাক্যের অর্থগত দিক নির্দেশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা বিদ্যমান তার পর্যালোচনা। আলোচনায় পূর্বাহ্ণ-অনুমানের তুলনায় কেন্দ্রবিন্দুর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত এবং কেন্দ্রবিন্দু বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যখন পূর্বাহ্ণ-অনুমান প্রয়োজনীয় হবে, তখনই তা আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ অনুমানের গুরুত্ব সমস্থানীয় নয়। যখন কোন বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়, তখন তা বাক্যে নতুন তথ্য পরিবেশন করে। অন্য ক্ষেত্রে, পূর্বাহ্ণ-অনুমানকে তথ্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে যা প্রতিকল্প প্রতিষ্ঠিত করে এবং তা কেন্দ্রবিন্দুর বিপরীতরূপে একটি উক্তি অধীনস্থ করে থাকে। যখন কোন বাক্যে পূর্বাহ্ণ-অনুমান প্রয়োগ করা হয়, তখন তা বাক্যের অর্থে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে যে, যদি কোন বাক্য কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ অনুমানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায় তখন একটি বাক্যের দ্বি-ধারিক অর্থ ক্রিয়াশীল থাকে। যে অর্থ বাক্যে ইতিমধ্যেই সংবদ্ধ থাকে তা পূর্বাহ্ণ অনুমান নির্দেশ করে এবং কেন্দ্রবিন্দু অর্থগত নতুন তথ্য নির্দেশ করে। হ্যালিডে (১৯৬৭, ১৯৬৮), স্যাটার (১৯৭৩), লায়ন্স (১৯৭৭) ও আকমাইয়ান (১৯৭৯) কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ণ-অনুমানের মধ্যস্থিত পার্থক্য সম্পর্কে দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নীচের উদাহরণে কেন্দ্রবিন্দু ও

পূর্বাহ্ন-অনুমানের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ ও যে-ভাবে তা বাক্যের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তা দেখান হয়েছে।

(১) ক কি ?

উদাহরণ (১) নির্দেশ করে যে বক্তা ও শ্রোতা অনুমান করেন যে ক হচ্ছে একটা বস্তু, এবং তা কোন বই. ছবি, শাড়ি ইত্যাদি হতে পারে। সুতরাং বাক্যের মধ্যে পূর্বাহ্ন অনুমান উপস্থিত। এ ক্ষেত্রে যদি ওপরের বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগে করা হয়, তখন ক-এর চিহ্নিতরূপ হবে নিম্নরূপ ঃ

(২) ক হচ্ছে একটা গল্পের বই

(২) সংখ্যক উদাহরণে গল্পের বই-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু আরোপ করে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাক্যে গল্পের বই দ্বারা যে নতুন তথ্য আরোপিত হয়েছে, তা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ 'ক কী ?', কিন্তু 'গল্পের বই কী ?'-এভাবে নয়। নীচের উদাহরণে বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ন অনুমান উভয়ের অন্তর্ভুক্তিই নির্দেশিত।

(৩) ক. বইটা যে টেবিলের ওপরে ছিল, তা আমার জানা ছিল না

খ. ময়নার আব্বা, যিনি ডাক্তার, তিনি আমাদের পাশের বাড়িতে রুগী দেখতে এসেছিলেন

(৩) সংখ্যক বাক্যে যে ভাবে কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্ন-অনুমান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা লক্ষণীয়। যে-কেউ এভাবে পূর্বাহ্ন অনুমান (৩ক) করতে পারেন যে এটা ইতিমধ্যেই জানা আছে যে বইটা কোনখানে আছে, এবং কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্ভুক্তির পর কেন্দ্রবিন্দু নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে যে বইটা টেবিলের ওপরে আছে। (৩খ)-তে যে-কেউ পূর্বাহ্ন অনুমান করে যে যিনি আমাদের পাশের বাড়িতে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ময়নার আব্বা, এবং কেন্দ্রবিন্দু দ্বারা নতুন তথ্য জানা গেছে যে 'তিনি একজন ডাক্তার'। সুতরাং কেন্দ্রবিন্দু মূলগত প্রশ্নের উত্তর দেয় ঃ ময়নার আব্বা কে ? এবং উত্তর হচ্ছে 'তিনি একজন ডাক্তার'। সুতরাং. এটা স্পষ্ট যে সর্বনামীয় বাক্যাংশে কেন্দ্রবিন্দুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান যেখানে তা নতুন তথ্য সরবরাহ করে। এমনকি কেন্দ্রবিন্দু বাক্যের এক রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলে স্থানান্তর করা যায়, যেখানে নতুন তথ্য সহজেই স্থানান্তরিত-করণ সম্ভব। নীচের উদাহরণে এই দিকটি দেখা যেতে পারে।

(৪) ক. লোকটা যে গল্প লিখেছে, তা বে́শ ভাল
খ. লোকটা যে গল্প লি́খেছে, তা বেশ ভাল
গ. লোকটা যে গল্প লিখেছে, তা বেশ ভাল
(৫) ক. ম́য়না মউকে যে ফ্রকটা দিয়েছিল, তা অপূর্ব
খ. ময়না ম́উকে যে ফ্রকটা দিয়েছিল, তা অপূর্ব
গ. ময়না মউকে যে ফ্র́কটা দিয়েছিল, তা অপূর্ব
ঘ. ম́য়না মউকে যে ফ্রকটা দিয়েছিল, তা অ́পূর্ব

(৪ক) থেকে বুঝা যায় যে বেশ রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় যে লোকটা যে গল্প লিখেছিল তা খারাপ নয়। ক্রিয়া লিখেছে-র (৪খ) ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণের পর তার তর্থ (৪ক) থেকে ভিন্নতর হয়ে পড়েছে। (৪খ) নির্দেশ করে যে লোকটা একটা গল্প লিখেছে, এবং তা পড়েনি। গল্পের (৪গ) ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরনের পর তা অর্থের দিক থেকে (৪ক) ও (৪খ)-এর চেয়ে ভিন্নতর হয়ে পড়েছে। (৪গ)-এর অর্থ হচ্ছে যে লোকটা একটা গল্প লিখেছে, কবিতা নয়। (৪) উদাহরণের মত, (৫)-এর ক্ষেত্রেও এক রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দুর স্থানান্তরিতকরণ এবং সেই সঙ্গে বাক্যের অর্থের ক্রমাগত পরিবর্তন যে-ভাবে ঘটেছে, তা নিম্নলিখিতভাবে দেখান যায়ঃ

(৫́) ক. ময়নার ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ মউকে যে একটা অপূর্ব ফ্রক দিয়েছিল, সে হচ্ছে ময়না।
খ. মউ-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ ময়না যাকে একটা অপূর্ব ফ্রক দিয়েছিল, সে হচ্ছে মউ।
গ. ফ্রকের ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ ময়না মউকে কিছু দিয়েছিল, তা হচ্ছে একটা ফ্রক।
ঘ. অপূর্ব-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ ময়না মউকে একটা ফ্রক দিয়েছিল, তা ছিল অপূর্ব।

অবশ্য, (৫গ) ও (৫ঘ) একত্রিত করা যায় এবং সেক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ দাঁড়াবেঃ ময়না মউকে কিছু দিয়েছিল, তা হচ্ছে একটা অপূর্ব ফ্রক। বাক্যের রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দুর অন্তর্ভুক্তির দিক পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে, বাক্যের রূপমূলের নির্দিষ্ট বিন্দতে স্বরাঘাত (́ চিহ্ন) ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭.১.২ বাক্যের অর্থ : কেন্দ্রবিন্দুকরণের আগে ও পরে

কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের আগে বা পরে কোন বাক্য অর্থের দিক থেকে নিরপেক্ষ বা জটিল হতে পারে (হ্যালিডে, ১৯৬৭ : ২৫৪ ; তাকিযালা, ১৯৭৩ : ১২৩)। এই দিকটি স্পষ্টায়িত করতে নীচের উদাহরণ দেওয়া হল।

(৬) ক. মউ নামে যে মেয়ে, সে বই কিনেছিল
খ. মউ নামে যে মেয়ে, সে বই কিনেছিল
গ. মউ নামে যে মেয়ে, সে বই কিনেছিল

(৬ক)-তে কোন কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়নি বলে তাতে একটি নিরপেক্ষ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে, মউ (৬খ) ও বই-এর (৬গ) ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়েছে। যদি বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ না করা হয়, তাহলে বাক্যের অর্থ হয় নিরপেক্ষ এবং কম জটিল ("কম জটিল" = "অল্পতর পূর্বাহ্ন-অনুমান")। কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্ভুক্তির পর বাক্যের অর্থ নতুন তথ্যের জন্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই দিকটি অন্য প্রেক্ষাপটে নির্দেশ করা যায় যখন কোন সরল বাক্য কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর জটিল বাক্যে পরিণত হয় এবং অন্যপক্ষে নতুন বাক্য সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও মুখ্য বাক্যে পরিণত হয়। এটা হচ্ছে বাংলা বাক্যের সহজ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। নীচের উদাহরণগুলি পর্যালোচনা করলেই একথা বোঝা যাবে।

(৭) ক. মৌটুসী জসিমউদদীনের লেখা একটা বই পড়ছে
খ. মৌটুসী একটা বই, যা পড়ছে, তা হচ্ছে জসিমউদদীনের লেখা

(৮) ক. ময়না জসিমউদদীনের লেখা পল্লীগীতি শুনতে ভালবাসে
খ. ময়না পল্লীগীতি, যা শুনতে ভালবাসে, তা হচ্ছে জসিমউদদীনের লেখা
গ. ময়না পল্লীগীতি, যা জসিমউদদীনের লেখা, তা শুনতে ভালবাসে

ওপরের উদাহরণে, (৭ক) ও (৮ক) কোন সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ ব্যতীত গঠিত। (৭খ) ও (৮খ-গ) উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত। (৭ক) ও (৮ক) বাক্যের কোন রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়নি, কিন্তু বই (৭খ) ও পল্লীগীতি (৮খ-গ)-র ওপর কেন্দ্রবিন্দু আরোপিত, সেগুলো হচ্ছে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য। (৭) ও (৮)-এর (ক) ও (খ) বাক্যগুলি তাদের অন্তর্ভাগীয় গঠনে পরস্পর সম্পর্কিত, কেননা,

উভয়েরই সরল বাক্যে সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশে বিদ্যমান যা (৭) ও (৮)-এ নির্দেশিত। সমশ্রেণীর উদাহরণ সরল বাক্য ও বাক্যে শীর্ষহীন সর্বনামীয় বাক্যাংশ সহযোগে শেষের বাক্যাংশের শেষ রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করে দেখান যেতে পারে। এই শ্রেণীর বাক্য (৯-১১) উদাহরণে তুলনা করা যায়।

(৯) ক. মউ বই পড়তে পছন্দ করে

খ. মউ যা পছন্দ করে, তা হচ্ছে বই পড়া

(১০) ক. ময়না গান শুনতে ভালবাসে

খ. ময়না যা ভালবাসে, তা হচ্ছে গান শোনা

(১১) ক. মউকে ময়না ভালবাসে

খ. মউকে যে ভালবাসে, সে হচ্ছে ময়না

ওপরের উদাহরণে (৯-১১) (ক) বাক্যগুলি হচ্ছে সরল বাক্য, এবং (খ) বাক্যগুলি হচ্ছে জটিল বাক্য, যেগুলি অন্যপক্ষে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ। (ক) বাক্যগুলিতে কোন কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়নি এবং (খ) বাক্যের শেষ রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি দিক এখানে স্পষ্টায়িত করা প্রয়োজন যে (খ) উদাহরণগুলি হচ্ছে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য। (খ) বাক্যগুলি ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে গ্রহণ করার কারণ এখানে সমগ্র বাক্য দুটি অংশে বিভক্ত এবং দুটি অংশই মুখ্য বাক্যাংশ ও গৌণ বাক্যাংশরূপে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, যেখানে উভয় অংশেই তাদের ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত। (খ) বাক্যগুলি ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে গ্রহণ করার আরো কারণ হল যে, যখন কেন্দ্রবিন্দু এই শ্রেণীর বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দৃঢ়বদ্ধ বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করে। কেন্দ্রবিন্দুকরণ সূত্রের সূত্রবদ্ধকরণ অনুযায়ী, যদি কেন্দ্রবিন্দু উচ্চতর বাক্যাংশে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে নিম্নতর বাক্যাংশে পূর্বাহ্-অনুমান প্রয়োগ করা হয়। একইভাবে বাংলায় ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মত দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন করা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বে ব্যবহৃত একই সরল বাক্য দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের জন্য পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে।

(১২) ক. মউ বই পড়তে পছন্দ করে

খ. এটা (হচ্ছে) বই পড়া, যা মউ পছন্দ করে

(১৩) ক. মউ বই পড়তে পছন্দ করে

খ. মউ যা পছন্দ করে, তা হচ্ছে বই পড়া

(১২খ) দৃঢ়বদ্ধ ও (১৩খ) ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে নির্দেশিত। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দুকরণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পার্থক্য হল যে দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু নিম্নতম বাক্যাংশে এবং ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু উচ্চতর বাক্যাংশের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে।

৭.১.৩ দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু

ল্যাকফ (১৯৬৫) ও রস (১৯৭১) দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু ও পূর্বাহ্-অনুমান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নীচের উদাহরণে (ক) বাক্যগুলি (খ) বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগে রূপান্তরিত করা যায়। একটি দিক এখানে লক্ষণীয় যে, এক রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনের পর, এমনকি রূপমূলের স্থান পরিবর্তনের পর, উভয় বাক্যই দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে দণ্ডায়মান থাকে। এই শ্রেণীর মন্তব্য উপস্থাপনের কারণ (১৪ক) ও (১৪খ) রূপান্তর সূত্র দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয়।

(১৪) ক. এটা মউ, যে বই কিনেছিল

খ. এটা বই, যা মউ কিনেছিল

সাধারণভাবে বাক্যের যে-কোন প্রধান রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা যায়। নীচে কতকগুলো উদাহরণের সাহায্যে যে-ভাবে বাংলায় কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়, তা দেখান হল।

৭.১.৩.১ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু

(১৫) ক. এটা মউ, যে আজ যা করেছে, তা হচ্ছে ক্লাশের পড়াশুনা

খ. এটা মউ, যে আজ ক্লাশের পড়াশুনা, যা (তা) করেনি

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধ নেই তা (১৫) সংখ্যক উদাহরণে নির্দেশিত, যেখানে মউ (১৫ক) ও পড়াশুনা-র (১৫খ) ওপর কেন্দ্রবিন্দু দেখান হয়েছে, ঋণাত্মক বাক্যেও এক রূপমূল থেকে অন্য রূপমূলে কেন্দ্রবিন্দুর পরিবর্তন সম্ভব (১৬)। পূর্বে যে উদাহরণ (৪) দেওয়া হয়েছে, তার সবগুলিই হচ্ছে ধনাত্মক বাক্য (বাক্যের বিভিন্ন রূপমূল কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশের ক্ষেত্রে); সেগুলির ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঋণাত্মক-ভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখানে পুনঃব্যবহার করা হয়েছে।

(৬) ক. লোকটা যে গল্প লিখেছে, তা বেশী ভাল নয়

খ লোকটা যে গল্প লিখেছে. তা বেশী ভাল নয়

ঋণাত্মক বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্ভুক্তির পর, পূর্বের বাক্যের রূপমূলের অর্থ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তা এখানে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তার কারণ, ঋণাত্মক বাক্যে ঋণাত্মক রূপমূলের অন্তর্ভুক্তির জন্য তা আগত নতুন তথ্য আটকে রাখে।

৭.১.৩.২ কর্তা ও কর্মের ওপর কেন্দ্রবিন্দু

বাক্যের কর্তা, কর্ম অথবা অন্যান্য রূপমূল যা নতুন তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে সহায়ক, সেগুলির ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা যেতে পারে। নীচের উদাহরণে কর্তা ও কর্মের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখান হয়েছে।

(১৭) ক. এটা বই, যা মঞ্জুলা কিনেছিল

খ. এটা মঞ্জুলা, যে বই কিনেছিল

ওপরের উদাহরণে (১৭ক)-তে কর্ম (বই) ও কর্তার (মঞ্জুলা) ওপর কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশিত। এই বাক্যগুলি নীচের নিরপেক্ষ বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

(১৭) গ. মঞ্জুলা একটা বই কিনেছিল

ওপরের দৃঢ়বদ্ধ বাক্যগুলির সঙ্গে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের তুলনা করা যায়। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষণীয়ঃ

(১৮) ক. মঞ্জুলা যা কিনেছিল, তা হচ্ছে বই

খ. বই যে কিনেছিল, সে হচ্ছে মঞ্জুলা

দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে যে রূপ-মূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ সামনের দিকে এবং ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে পেছনের দিকে সরে গেছে। যদি উভয় শ্রেণীর বাক্যে নঞর্থক উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলেও তা সুন্দর-ভাবে প্রয়োগ করা যায়। যেমনঃ

(১৯) ক. এটা বই, যা মঞ্জুলা কেনেনি (দৃঢ়বদ্ধ বাক্য)

খ. মঞ্জুলা যা কেনেনি, তা হচ্ছে বই (ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য)

(১৯ক) ও (১৯খ)-তে কর্মের ওপর কেন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দেখান হয়েছে। একইভাবে কর্তার ওপরেও কেন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ দেখান সম্ভব, যেমন (২০)।

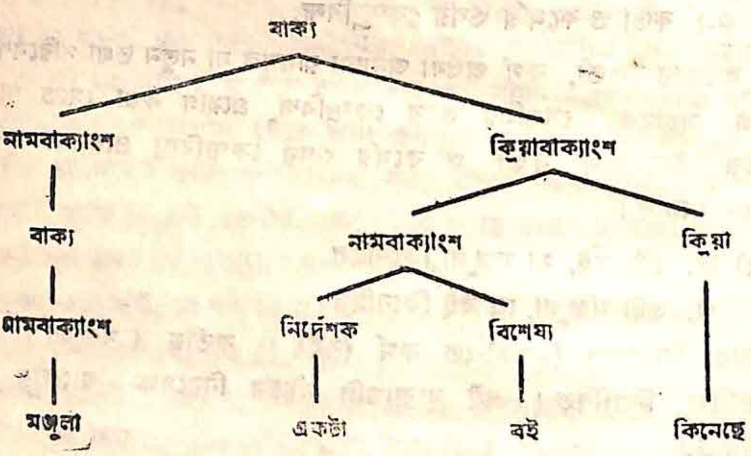
(২০) ক. এটা মঞ্জুলা, যে বই কেনেনি (দৃঢ়বদ্ধ বাক্য)

খ. যে বই কেনেনি, সে হচ্ছে মঞ্জুলা (ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য)

(২০ক) ও (২০খ)-তে মঞ্জুলা কর্তারূপে ব্যবহৃত এবং কেন্দ্রবিন্দু প্রাপ্ত।

ওপরের বাক্যগুলির মূলগত গঠন নিম্নলিখিতভাবে দেখান যেতে পারে ঃ

(২১)



কোয়ার্ক ও অন্যান্য (১৯৭৯ ঃ ৯৩৯) বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁদের কেন্দ্রবিন্দুকরণ সূত্র অনুসরণ করে নীচের উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে।

(২২) ক. বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু ঃ

মৌটুসী নামে যে মেয়েটা, সে ঢাকায় থাকে

খ. ক্রিয়ায় কেন্দ্রবিন্দু ঃ

মৌটুসী নামে যে মেয়েটা, সে ঢাকায় থাকে

গ. প্রত্যক্ষ কর্মে কেন্দ্রবিন্দু ঃ

মৌটুসী নামে যে মেয়েটা. সে বইয়ে মলাট দিচ্ছে

ঘ. ক্রিয়া-বিশেষণে কেন্দ্রবিন্দু ঃ

মৌটুসী নামে যে মেয়েটা, সে প্রায়ই টিভি দেখে

ক্রিয়া (২২খ) ও ক্রিয়া বিশেষণের (২২ঘ) ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রকৃতি লক্ষণীয় বলে তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, বিশেষতঃ যখন বাক্যে ক্রিয়া-বিশেষণের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়। এখানে কতকগুলি ক্রিয়া বিশেষণ গ্রহণ করে সেগুলির ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণ সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। এগুলি যথাক্রমেঃ শুধু, ও, ঠিক/প্রায় ও আরো।

(২৩) ক. আমি যে মেয়েটাকে শুধু বই দিয়েছিলাম, সে হচ্ছে মঞ্জুলা
খ. আমি তোমাকে যে খালি বকেছিলাম, তার জন্যে দুঃখিত
গ. আমাকে শুধু যে মাইনের টাকায় চলতে হয় তা নয়, তাকেও সাহায্য করতে হয়
ঘ. তুমি আমাকে যে ঠিক কি দিতে চাও, তা বলতে পার
ঙ. তার বোন-ও যে নেচেছিল, তা আমি জানতাম
চ. আমাকে আরো কী দেবে স্পষ্ট করে বলতে পার

ওপরের উদাহরণে বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া-বিশেষণের ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণ দেখান হয়েছে।

ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, বাক্যের বিভিন্ন রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণ দেখান সম্ভব। সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও সরল বাক্যের বিশেষ্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণের ওপর কেন্দ্রবিন্দুকরণ বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে। সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও সরল বাক্য ব্যতীত, দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করে এই শ্রেণীর বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের রীতিও নির্দেশ করা হয়েছে। নীচের আলোচনায় দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত।

৭.২ দৃঢ়বদ্ধ বাক্য

৭.২.১ দৃঢ়বদ্ধকরণ সূত্র

বর্তমান আলোচনায় দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যগত দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই শ্রেণীর বাক্যের বিভিন্ন রূপমূল কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান। পূর্বের আলোচনায় (৭.১.৩) দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দুকরণের ভূমিকা সম্পর্কে নাতীদীর্ঘ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত বলে বর্তমানে এক্ষেত্রে এই শ্রেণীর বাক্যের গঠনগত প্রকৃতি সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে রূপান্তরমূলক ও বাক্যতত্ত্বীয় আচরণের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজীতে দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠিত হয় যখন একটি বাক্যাংশ দুটি পর্বে বিভক্ত হয় এবং উভয় পর্বেই তাদের নিজস্ব ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। বাংলায় ঠিক একই প্রক্রিয়ায় দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠিত হয়। ইংরেজীর সঙ্গে বাংলার পার্থক্য হল যে বাংলায় বাক্যাংশের উভয় পর্বের একটি ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকতে পারে। এর কারণ, অনেক সময় বাংলায় বর্তমানকালে ব্যবহৃত সংযোজক ক্রিয়া বাক্য বা বাক্যাংশে অনুপস্থিত থাকে (দ্রষ্টব্য ২৪)।

(২৪) এটা (হচ্ছে) একটা লাল বই, যা রওশন উপহার পেয়েছিল

ওপরের উদাহরণে (২৪) ক্রিয়া (হচ্ছে) বাক্যের গঠন বা অর্থের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে অনুপস্থিত থাকতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে, এই শ্রেণীর দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে, দ্বিতীয় বাক্যাংশের প্রকৃতি সম্বন্ধ-বাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত।

দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে রূপমূল ব্যবহারের অনুক্রম অনেকটা এই রকম : বাক্য প্রথমে এটা দিয়ে শুরু হয়, তারপর ক্রিয়া বসে, এবং পরবর্তী উপাদানের ওপর কেন্দ্রবিন্দু নিপতিত হয় (কোয়ার্ক ও অন্যান্য, ১৯৭৯ : ৯৫১)। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে অবশ্য রূপমূল ব্যবহারের অনুক্রম ভিন্ন হতে পারে এবং যে রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু পড়ে, তা বাক্যে স্থান পরিবর্তন করতে পারে। কোয়ার্ক ও অন্যান্য বাক্যে যে-ভাবে রূপমূল তার স্থান পরিবর্তন করে এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের বর্ণনা অনুসারে নীচের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

(২৫) তিনি হচ্ছেন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ
গীতাঞ্জলির জন্যে বহু বছর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন

(২৫)-এর মত নিরপেক্ষ বাক্য থেকে বিভিন্ন দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন করা যেতে পারে, যেখানে বাক্যের গঠনের সঙ্গে বাক্যাংশ গঠনের প্রকৃতিও পরিবর্তিত হতে থাকে। উদাহরণ :

(২৬) ক. বাক্যের ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ

(এটা) ইনি হচ্ছেন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠগ্রন্থ গীতাঞ্জলির জন্যে বহু বছর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন

খ. প্রত্যক্ষ কর্মের ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ

এটা ছিল রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতাঞ্জলি, যা আমি পড়েছি

গ. ক্রিয়া-বিশেষণমূলক সময়-নির্দেশক রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু ঃ

এটা বহু বছর আগে যখন বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতাঞ্জলির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন

কোন নামবাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য সম্মানসূচক হলে তার আগে বাংলায় এটা ব্যবহৃত হতে পারে না। এটা অপ্রাণীবাচক হওয়ায়, তা অমনুষ্যবাচক বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (২৬খ ও গ)। অবশ্য, মনুষ্যবাচক বিশেষ্য সাধারণ দিক নির্দেশ করলে এবং সর্বনামের (সম্মান-সূচক) পূর্বে এটা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি সর্বনামের পর অপ্রাণীবাচক নির্দেশক নামবাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়। নীচের উদাহরণের সাহায্যে এটা-র ব্যবহার এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেখানে বিধিনিষেধ আছে, তা দেখান হয়েছে।

(২৭) ক. এটা একটা গরু

খ. এটা একজন মানুষ

গ. এটা একটা টেবিল

(২৮) ক. এটা হাসান হাফিজুর রহমানের ছবি

খ. এটা হাসান হাফিজুর রহমানের কাব্যগ্রন্থ

(২৯) ক. *এটা হাসান হাফিজুর রহমানের আব্বা

ইনি

খ. এটা আমার ভাই

গ. *এটা আমার অধ্যাপক

ইনি

(৩০) ক. এটা কী ? এটা হচ্ছে একটা উপন্যাস

খ. এ কে ? এ হচ্ছে একজন মানুষ

গ. এটা একটা তৈলচিত্র

ঘ. এটা একজন শ্রমিক

ঙ. এটা মঞ্জুলা

বাংলা বাক্যে এটা যে-ভাবে কর্তারূপে ব্যবহৃত হয় তা ওপরের (২৭-৩০) দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখান হয়েছে। এটা ব্যবহারের সাধারণ দিক প্রশ্ন ও উত্তর এবং অন্য উদাহরণের সাহায্যে (৩০) নির্দেশিত। (৩০ক) ও (৩০খ) থেকে বোঝা যায় যে প্রাণীবাচক ও মনুষ্যবাচক রূপমূলের ক্ষেত্রে, প্রশ্নের প্রকৃতি হচ্ছে এ কে? এবং তার উত্তর হচ্ছে ও মঞ্জুলা, সে মেয়ে, ইত্যাদি। অপ্রাণীবাচক অথবা প্রাণীবাচক রূপমূলের কোন মনুষ্যবাচক বন্ধন ছাড়া ব্যবহৃত হলে, প্রশ্নের প্রকৃতি হবে এটা কী, এবং তার উত্তরের রূপ হবে এটা বই, ওটা পুতুল, ইত্যাদি। (২৮ক) ও (২৯খ)-তে এটা ব্যবহারের প্রকৃত দিক নির্দেশিত। (২৮ক) থেকে বোঝা যায় যে এটা এখানে 'এটা হাসান হাফিজুর রহমানের ছবি'-র গঠনের সঙ্গে শুদ্ধরূপে ব্যবহৃত। অন্যক্ষেত্রে, (২৯ক) অশুদ্ধ, তার কারণ তা 'এটা হাসান হাফিজুর রহমানের বাবা' এই গঠনের সঙ্গে ব্যবহৃত, যা সম্মানসূচক ও মনুষ্যবাচক। (৩০ঘ)-তে, এটা মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হলেও মনুষ্যবাচক নির্দেশকরূপে মানুষের পূর্বে সঠিকভাবে ব্যবহৃত, যা (৩০গ)-তে অমনুষ্যবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। অনেক সময় চলিত ভাষায় এটা ব্যবহারের পূর্ণ নিয়ম সংরক্ষিত হয় না বলে মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের পূর্বে তা অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তির পূর্বে ছাড়া (* এটা (ইনি) রবীন্দ্রনাথ), এটা মেয়ে, এটা আমার বন্ধু, এটা মউ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে, তা ব্যবহৃত হতে পারে। (২৯-খ)-তে এটা ব্যবহারের ব্যতিক্রম লক্ষণীয়, যেখানে তা মনুষ্যবাচক সম্মানসূচক কর্তারূপে ব্যবহার হতে পারেনি। এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কর্তারূপে এটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনোনয়নগত বিধিনিষেধ বর্তমান। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এটা অপ্রাণীবাচক ও প্রাণীবাচক বিশেষ্যের কর্তারূপে ব্যবহৃত হতে পারে, এবং মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের পূর্বেও ব্যবহৃত হতে পারে যদি মনুষ্যবাচক বিশেষ্য সম্মানসূচকতা নির্দেশ না করে। এ কারণেই এটা সাধারণ সম্মানসূচক বিশেষ্যের কর্তারূপে ব্যবহৃত হয় না (যেমন শিক্ষক), যা ইতিমধ্যেই (২৯গ)-তে নির্দেশ করা হয়েছে। কোন সম্মনসূচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে এটা, ইনি দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অসম্মানসূচক বা সাধারণ মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রে যেখানে এটা অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত নয়, সেখানে তার পরিবর্তে এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

৭.২.২ দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু

ওপরের আলোচনা থেকে একথা বোঝা গেছে যে দৃঢ়বদ্ধ বাক্য কেন্দ্রবিন্দু-করণের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা যায় এবং কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর বাক্য অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন রূপমূল নতুন অর্থ পরিবেশন করে। উদাহরণ ঃ

(৩১) ক. আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব, যিনি বুধবারে মৌটুসীকে একটা বই দিয়েছিলেন, তিনি দর্শনের অধ্যাপক

খ. *এটা হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব, যিনি মৌটুসীকে ইনি বুধবারে একটা বই দিয়েছিলেন, তিনি দর্শনের অধ্যাপক

গ. এটা হচ্ছে মৌটুসী, যাকে আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব বুধবারে একটা বই দিয়েছিলেন, সে দর্শনের ছাত্রী

ঘ. এটা হচ্ছে একটা বই, যা আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব বুধবারে মৌটুসীকে দিয়েছিলেন, তা তাঁরি লেখা

ঙ. এটা ছিল বুধবার, যখন আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব মৌটুসীকে একটা বই দিয়েছিলেন

চ. আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব বুধবারে মৌটুসীকে যা দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে একটা গল্পের বই

(৩১)-এ প্রদত্ত উদাহরণমালায় এটা সংযুক্তির পর প্রথম বাক্যাংশের পরে কেন্দ্রবিন্দুকরণ রূপমূলের বিভিন্ন গঠন এবং দৃঢ়বদ্ধকরণ বাক্য নির্দেশ করা হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দুকরণ ও দৃঢ়বদ্ধকরণ একই সঙ্গে (৩১)-এ নির্দেশিত যা বাক্যের গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন করেছে (৩১খ-চ)। সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন (৩১খ-ঙ)-তে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে মূল বাক্যের একটি রূপমূল (৩১ক) এটা-র পর কেন্দ্রবিন্দুকরণের জন্য প্রত্যেক বাক্যের প্রথমে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সংযুক্ত হওয়ায় মুখ্য বাক্যের গঠন পরিবর্তিত হয়েছে। (৩১খ)-তে হাই সাহেব সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় মুখ্য বাক্য (৩১)-এর বিন্যাস রক্ষা করেছে। (৩১গ)-তে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য হচ্ছে মৌটুসী, সেজন্যে মুখ্যবাক্যের গঠনও পরিবর্তিত। কেননা, এখানে আপেক্ষিক সর্বনাম মৌটুসী-র বিপরীতে তার সম্পর্ক নির্দেশ করেছে। এখানে আপেক্ষিক সর্বনাম সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য

হাই সাহেব-এর প্রতিপক্ষে ব্যবহৃত হয়নি। (৩১ঘ)-তে বই হচ্ছে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য, সুতরাং এক্ষেত্রে অপ্রাণীবাচক আপেক্ষিক সর্বনাম অপ্রাণীবাচক সর্বনামের বিকল্পরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। (৩১ঙ) তে বুধবার সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে এবং এটা বাক্যাংশের কর্তারূপে অন্তর্ভুক্ত। নিয়মিত সর্বনামের পরিবর্তে যখন সর্বনামরূপে সময়-নির্দেশক বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। (৩১চ)-তে যা ও তা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও আপেক্ষিক সর্বনামরূপে অন্তর্ভুক্ত, যা (৩১খ-ঙ) থেকে পৃথক গঠন নির্দেশ করে।

(৩১ক) হচ্ছে নিরপেক্ষ বাক্য, যেখানে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত এবং কোন রূপমূলের কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়নি। যে-সব বাক্যে এটা প্রথমে ব্যবহৃত, সেখানে কেন্দ্রবিন্দু বিভিন্ন রূপমূলে প্রয়োগ করা হয়েছে (৩১খ-ঙ)। একমাত্র ব্যতিক্রম (৩১চ), যা দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়নি। এই বাক্যে কেন্দ্রবিন্দু বাক্যের শেষে গল্পের বই-এর ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ ও অদৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে প্রধান যে পার্থক্য তা (৩১) সংখ্যক উদাহরণে লক্ষ্য করা যায়। (৩২ক) অ-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য, কিন্তু এখানে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত। (৩১খ-ঙ) উদাহরণে দৃঢ়বদ্ধ বাক্য অন্তর্ভুক্ত এবং মুখ্য বাক্যের বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়, যা আগের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে-ভাবে এটা বা ইনি (মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের সম্মানসূচক রূপ) আপেক্ষিক সর্বনামরূপে ব্যবহৃত (৩১খ-চ) হয় তা এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ঃ ইনি-যিনি (৩১খ), সে-যাকে (৩১গ) এটা-যা (৩১ঘ), এটা-যখন (৩১ঙ) এবং যা-তা (৩১চ)। সুতরাং সর্বনামীয় বাক্যাংশের ক্ষেত্রে দৃঢ়বদ্ধ বাক্য সুন্দর-ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে, যেহেতু এই শ্রেণীর বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

৭.২.৩ দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক লক্ষ্য করা যায় যখন সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মধ্যে সংস্থাপিত হয়। (৩২) সংখ্যক উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ বলা যায় যে যখন এটা কর্তারূপে দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয় তখন মুখ্য বাক্য সর্বদা সর্বনামীয় বাক্যাংশের পূর্বে বসে।

(৩২) ক. এটা হচ্ছে একটা বই

খ. আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব বুধবারে ময়নাকে একটা বই দিয়েছিলেন

গ. এটা হচ্ছে একটা বই, যা আমাদের শিক্ষক হাই সাহেব বুধবারে মউকে দিয়েছিলে

বাংলায় দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের সাধারণ গঠন প্রকৃতি হচ্ছে যে সর্বনাম ও সর্বনামীয় বাক্যাংশ সর্ব সময় সম্মুখ প্রতিস্থাপন সম্ভব। তার কারণ, বাক্যের মধ্যে বা শেষের পরিবর্তে বাক্যের প্রথমে সর্বনামীয় বাক্যাংশের অন্তর্ভুক্তি প্রচলিত বাক্য-বিন্যাস নির্দেশ করে। নীচের উদাহরণে সর্বনামীয় বাক্যাংশের তিন ধরণের বিভাজন দেখান হয়েছে।

(৩৩) দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের প্রথমে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যবহার ঃ

এটা যে-গাছের পাতা, তা আমাদের বাড়িতে আছে

(৩৪) দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মধ্যবর্তী অংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যবহার ঃ

এটা হচ্ছে রওশন, যার চোখ হরিণের মত মায়াময়

(৩৫) দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের শেষে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ব্যবহার ঃ

এটা এ্যাশার সাহেব আগেই বলেছিলেন, যিনি আমাদের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাগক

দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের সাংগঠনিক কাঠামো নির্দেশ করে যে এটা বাক্যের প্রথমে সংযুক্ত হবে এবং 'হওয়া' ক্রিয়াগত রূপ নামবাক্যাংশের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হবে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে বর্তমান কাল নির্দেশক 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার নিয়মিত নয় বলে নামবাক্যাংশে তার ঐচ্ছিক ব্যবহার লক্ষণীয়। অবশ্য, ওপরের রূপমূলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে যে, এটা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাংলা বাক্যের প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হয় না, এবং তা অনেক সময় রূপান্তর সূত্রের ক্ষেত্রে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

৭.২.৪ সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের দৃঢ়বদ্ধকরণ

পূর্বের আলোচনায় (৭.২.১) উল্লেখিত হয়েছে যে, দৃঢ়বদ্ধকরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের ভূমিকা বিজড়িত। পরবর্তী পর্যায়ে

যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে দৃঢ়বদ্ধকরণ শুধুমাত্র সরল বাক্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তা নয়, বরং জটিল বাক্যে যেখানে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত, সেখানেও তা প্রয়োগ সম্ভব। এক্ষেত্রে দৃঢ়বদ্ধকরণে যে-সব রূপান্তরমূলক সূত্র সম্পর্কিত তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

নীচের উদাহরণগুলি লক্ষণীয় ঃ

(৩৬) ক. চাষা গ্রামে বাস করে

খ. চাষা একটা গরু কিনেছিল

উভয় বাক্যেই (৩৬ক, খ) আপেক্ষিক নামবাক্যাংশ সর্বনামীয়করণের ক্ষেত্রে অধিগতকরণীয়। অন্য বাক্যটি এক্ষেত্রে মুখ্যবাক্যরূপে গ্রহণ করা যায়। দু'টি সম্ভাবনার মধ্যে একটি হচ্ছে ঃ

(৩৬) গ. চাষা, যে গ্রামে বাস করে, সে একটা গরু কিনেছিল

সম্বন্ধবাচকতা সর্বনামীয়করণ সূত্র প্রয়োগের উত্তরকালীন দৃঢ়বদ্ধকরণ সূত্রও প্রয়োগ করা সম্ভব। দৃঢ়বদ্ধকরণের সাহায্যে যদি চাষা-র ওপর কেন্দ্রবিন্দু স্থাপিত হয়, তাহলে নিম্নরূপ ফল পাওয়া যাবে।

(৩৬) ঘ. এটা চাষা, যে গ্রামে বাস করে. সে একটা গরু কিনেছিল

(৩৬ঘ)-তে এটা সংযুক্তি ছাড়া, দৃঢ়বদ্ধকরণ সূত্র প্রয়োগের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন তেমন পরিবর্তন নির্দেশ করে না। কেননা, বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম যে এবং আপেক্ষিক সর্বনাম সে-সাধারণ সর্বনামীয় বাক্যাংশের মত সংরক্ষিত (সাধারণ সর্বনামীয় বাক্যাংশ অর্থে এখানে অদৃঢ়বদ্ধ বাক্য বোঝান হয়েছে)।

যদি একটা গরু দৃঢ়বদ্ধকরণের পর নামবাক্যাংশের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রে জটিলতর পরিবর্তন লক্ষ্যগোচর হবে ঃ

(৩৬) ঙ. এটা একটা গরু, যা চাষা কিনেছিল, যে গ্রামে বাস করে

(৩৬ঙ)-তে বাক্যের প্রথমে এটা অন্তর্ভুক্তির পর এবং একটা গরু কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশের পর একটি নতুন সম্বন্ধবাচক সর্বনাম একটা গরুর সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বনামীয় গঠনের আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হবে।

যদি উভয় নামবাক্যাংশই + মনুষ্যবাচক হয়, তাহলে রূপান্তর সূত্রের ক্রমধারিক প্রয়োগ সম্ভব। যেমন ঃ

(৩৭) ক. দোকানদার পটুয়াখালীতে বাস করে

খ. দোকানদার পিয়নকে মেরেছিল

গ. দোকানদার, যে পটুয়াখালীতে বাস করে, সে পিওনকে মেরেছিল

ঘ. এটা হচ্ছে দোকানদার, যে পটুয়াখালীতে বাস করে, সে পিওনকে মেরেছিল

ঙ. এটা হচ্ছে পিওন, যাকে দোকানদার, যে পটুয়াখালীতে বাস করে, সে মেরেছিল

এখানে লক্ষণীয় যে, যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশ (৩৭ঙ) বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হওয়ার পরিবর্তে যদি মুখ্যবাক্যে গ্রন্থিত হয়, তাহলে বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম ঐচ্ছিক ভাবে অবস্থান করতে পারে ঃ

(৩৭) চ. এটা হচ্ছে পিওন, যাকে দোকানদার মেরেছিল, যে পটুয়াখালীতে বাস করে

(৩৭চ)-এর মত গঠন (৩৭ঙ)-তে নির্দেশিত বাক্যের গঠনের চেয়ে কম প্রচলিত।

(৩৬) ও (৩৭) সংখ্যক উদাহরণগুলি নির্দেশ করে যে যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশে দৃঢ়বদ্ধকরণ রূপান্তরসূত্র প্রয়োগ করা হয়, তখন জটিল বাক্যে যখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় তখন বিভিন্ন নামবাক্যাংশে কেন্দ্রবিন্দুকরণ প্রয়োগের পর বাক্যগত গঠন পরিবর্তিত হয়। রূপান্তরমূলক সূত্রও অর্থ প্রকাশ করে যে সর্বনামীয় করণের পর দৃঢ়বদ্ধকরণ করা যেতে পারে। যদি সর্বনামীয় বাক্যাংশের নামবাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য কেন্দ্রবিন্দুকরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা অন্তর্ভুক্তির দ্বারা প্রয়োজনীয় রূপান্তর সাধিত হবে। যদি অন্য কোন নামবাক্যাংশ কেন্দ্রবিন্দু-করণ করা হয়, তাহলে আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হবে এবং কেন্দ্রবিন্দু-করণ নামবাক্যাংশ সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যরূপে উপস্থাপিত করা হবে। এক্ষেত্রে যদি মূল সর্বনামীয় বাক্যাংশ মুখ্য বাক্যের অভ্যন্তরে গ্রন্থিত হয়, তাহলে এই মন্তব্যের সামান্য পরিমার্জন প্রয়োজন।

৭.৩ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য

৭.৩.১ গঠনরূপ

দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মত ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যেও অন্তর্ভুক্ত রূপমূলও কেন্দ্রবিন্দুর সাহায্যে নতুন তথ্য পরিবেশনে সক্ষম। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের

গঠনাংশের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল যে এটা কর্তারূপে দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সংযুক্ত এবং ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে যা -বাক্যাংশ কর্তারূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণের মাধ্যমে দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মধ্যস্থিত স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যাবে, এবং এক্ষেত্রে প্রথম বাক্য নিরপেক্ষ বাক্যরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩৮) ক. তোমার ভাল ঘুমের দরকার

খ. এটা ভাল ঘুম, যা তোমার দরকার

গ. যা তোমার দরকার, তা হচ্ছে ভাল ঘুম

ওপরের উদাহরণে (৩৮খ) দৃঢ়বদ্ধ এবং (৩৮গ) ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যরূপে নির্দেশিত। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্মদৃঢ়বদ্ধ উভয় বাক্যই বাক্যগত উপাদান অন্তর্ভুক্তির সাহায্যে নিরপেক্ষ বাক্য (৩৮ক) থেকে গঠিত হয়েছে। বাক্য দুটি রূপান্তরমূলকতার দ্বারা সম্পর্কিত। (৩৮খ)-তে এটা বাক্যের প্রথম গ্রন্থিরূপে অন্তর্ভুক্ত এবং তারপর যা ব্যবহৃত, যা সর্বনামীয় বাক্যাংশের আপেক্ষিক গঠনরূপে গ্রহণ করা যায়। নিরপেক্ষ বাক্যের প্রথম বাক্যাংশ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ (৩৮গ) বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মত ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যেও নতুন উপাদান সংযুক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে যা ও তা এবং ক্রিয়া হচ্ছে, যে ক্রিয়া দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে, বাংলার ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের প্রথমে যা রূপমূল, মাঝখানে তা আপেক্ষিক সর্বনাম, এবং আপেক্ষিক সর্বনামের পর 'হওয়া' ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয়।

৭.৩.২ নঞর্থক উপাদান ছাড়া ও নঞর্থক উপাদান সহ

কিউলিকুভার (১৯৭৬ ঃ ১২৬) ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের গঠন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, ক্রিয়ার ঋণাত্মক উপাদান এই শ্রেণীর বাক্যে অন্তর্ভুক্ত বা অনুপস্থিত থাকতে পারে। নীচের উদাহরণে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে ক্রিয়ার দ্বিধারিক রূপ নির্দেশিত।

(৩৮) কোন প্রকার নঞর্থক উপাদান ছাড়া ঃ

ক. যা মউ করেছিল, তা হচ্ছে সে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল

খ. যা মউ চেয়েছিল, তা হচ্ছে একটা ভাল গল্প লিখতে

(৩৯) নঞর্থক উপাদান সহ :

ক. যা মউ করেছিল, তা হচ্ছে সারারাত ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখেনি

খ. যা মউ চেয়েছিল, তা হচ্ছে একটা গল্প না লিখতে

প্রশ্নের উত্তর যা বাক্যে সপ্রমাণিত তা নঞর্থক উপাদানের মাধ্যমে প্রদত্ত, এবং বাক্যের ঋণাত্মক রূপমূল সর্বদা ক্রিয়াবাক্যাংশের শেষে সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং তা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। (৩৯ক)-তে, করেছিল ক্রিয়ার উত্তর এভাবে প্রাপ্তি সম্ভব : মউ যা করেছিল, এর উত্তর পাওয়া যায় মুখ্য ক্রিয়াবাক্যাংশে : মউ সারারাত ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখেনি। যখন কোন নিরপেক্ষ বাক্য ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে পরিণত হয়, তখন গঠনগত দিকের দুটি প্রধান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় : বাক্যের প্রথমে যা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যে প্রশ্ন বাক্যের বাঁ দিকে গ্রন্থিত হয়ে থাকে, তা বাক্যের ডানদিকের অংশ থেকে উত্তর পেয়ে থাকে। এখানে একটি দিক স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্য কৃত্রিম এই অর্থে যে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশ কোনরূপ শীর্ষ বিশেষ্য ছাড়াই গঠিত হয়, কিন্তু ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য শীর্ষ বিশেষ্য ছাড়া গঠিত হতে পারে না। এদিক থেকে বিচার করলে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের শুধু প্রথমাংশের সাদৃশ্য বিদ্যমান। নীচের উদাহরণ তুলনা করলেই উপরোক্ত দিক স্পষ্ট হবে।

(৪০) ক. যা মউ পড়ছিল, তা হচ্ছে একটা গল্পের বই

খ. যা মউ কিনেছিল, যা হচ্ছে একটা বড় খেলনা

গ. যা ময়না দেখছে, তা হচ্ছে একটা সুন্দর শাড়ি

(৪০)-এ প্রদত্ত উদাহরণের সবগুলোই হচ্ছে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য এবং বাক্যের শেষে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের ব্যবহার নির্দেশ করে। বাক্যগুলির প্রথমাংশের সঙ্গে শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ; যেমন : যা মউ পড়ছিল, যা মউ কিনেছিল এবং যা ময়না দেখছে। এই বাক্যাংশগুলি সহযোগে ওপরের উদধৃত বাক্য তিনটির শেষাংশ (যেখানে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত) পরিবর্তিত করে অনায়াসেই শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয়

গঠন নির্দেশ করা যেতে পারে। উদাহরণ :

(৪১) ক. যা মউ পড়ছিল, তা তার মনে নেই

খ. যা মউ কিনেছিল, তা সবাই পছন্দ করেছে

গ. যা ময়না দেখছে, তা সবাইকে বলবে

শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের সঙ্গে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের যে সাদৃশ্য তা জটিল বাক্যের প্রথমাংশের গঠন-প্রকৃতির জন্য। অবশ্য, গঠনগত দিক থেকে উভয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

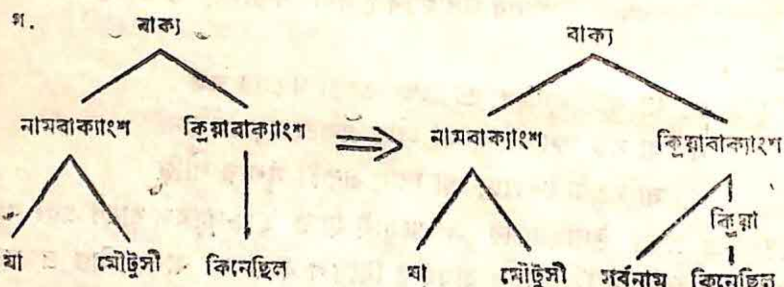
৭.৩.৩ দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য

দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মত ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যও সরল বাক্য থেকে রূপান্তর সূত্র দ্বারা ব্যুৎপন্ন। এখানে সরল বাক্য অর্থে সেই বাক্য বোঝান হয়েছে যাতে সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়নি। যদি কোন যা রূপমূল তার বাক্য-প্রথম স্থান পরিবর্তন করে, সেক্ষেত্রে এই রূপমূলের জন্য উত্তোলন সূত্র প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। নীচের উদাহরণে এই দিক নির্দেশিত।

(৪২) ক. মৌটুসী একটা গল্পের বই কিনেছিল

খ. যা মৌটুসী কিনেছিল, তা হচ্ছে একটা গল্পের বই

গ.



দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের মধ্যে তুলনা উপযোগী এই অর্থে যে যে-ভাবে এই শ্রেণীর বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রবিন্দুকরণ পশ্চাৎস্থাপন সূত্র প্রয়োগ করা হয়

তাদের প্রকৃতি অনুধাবন সহজসাধ্য। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের গঠনগত প্রকৃতি তুলনার পর উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

(৪৩) ক. মৌটুসী একটা টেডি ভাল্লুক কিনেছিল

খ. যা মৌটুসী কিনেছিল, তা হচ্ছে একটা টেডি ভাল্লুক

গ. এটা একটা টেডি ভাল্লুক, যা মউ কিনেছিল

নিরপেক্ষ বাক্য (৪৩ক) দৃঢ়বদ্ধ বাক্য (৪৩গ) ও ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ (৪৩খ) বাক্যের জন্য রূপান্তর সূত্রের দ্বারমুখী হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ উভয় বাক্যেই টেডি ভাল্লুক-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়েছে, যদিও উভয় বাক্যে কেন্দ্রবিন্দুকরণ রূপমূল একই ক্রমবিন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে (৪৩গ) কেন্দ্রবিন্দুকরণ রূপমূল বাক্যের প্রথমাংশে অন্তর্ভুক্ত এবং ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে তা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত (৪৩খ)। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ, যাতেও নামবাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, তা ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের প্রথমাংশে (৪৩খ) এবং দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত (৪৩গ)। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপিত হয়নি, কিন্তু ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে তা পশ্চাৎস্থাপিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দুকরণ রূপমূল বাক্যের প্রথমে বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত (৪৩গ)। ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, যখন ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠিত হয়, তখন সর্বনামীয় বাক্যাংশ সাধারণভাবেই পশ্চাৎস্থাপিত হয় (বাক্যের প্রথম থেকে বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয়)। দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের সর্বনামীয় বাক্যাংশ পশ্চাৎস্থাপন করতে চাইলে, একটি অতিরিক্ত রূপান্তর সূত্রের প্রয়োগ দরকার, যা নীচের উদাহরণে দেখান হয়েছে।

(৪৩) গ. এটা একটা টেডি ভাল্লুক, যা মউ কিনেছিল

(৪৪) এটা মউ কিনেছিল, যা হচ্ছে একটা টেডি ভাল্লুক

আকমাইয়ান (১৯৭৯) ও হিগিন্স (১৯৭৯) ছদ্ম দৃঢ়বদ্ধ বাক্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছেন। হিগিন্স (১৯৭৯ঃ ১৯·২০) ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে একটি দিকের উল্লেখ করেছেন, যা ইতিমধ্যেই (৪৩গ) ও (৪৪) সংখ্যক উদাহরণে দেখান হয়েছে। এটা হচ্ছেঃ যখন ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য কোন নিরপেক্ষ বা সরল বাক্য থেকে গঠিত হয় তখন তা নিরপেক্ষ বা সরল বাক্যের সমস্থানীয় বাক্যগঠন

অন্তর্ভুক্ত করে। সরল বাক্যের গঠন ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে দু'ভাবে বন্টিত হয়ে থাকে, যা এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ (ক) সরল বাক্যের এক অংশ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কর্তা বাক্যাংশে রক্ষিত থাকে, এবং (খ) অন্য অংশ বিধেয় বাক্যাংশরূপে রক্ষিত থাকে যার ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যখন ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তখন ওপরের ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন বাংলায় ভিন্ন হয়ে পড়ে। তার কারণ, বাংলার আপেক্ষিক গঠন ইংরেজির গঠন থেকে ভিন্নতর। যখন বাক্যে কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয় না, তখন ইংরেজি ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের গঠন বাংলায় রক্ষিত হয়, (দ্রষ্টব্য ৪৩ক)। নীচের উদাহরণে এই দিক নির্দেশিত।

(৪৫) ক. মউ আজ একটা গল্পের বই কিনেছে (নিরপেক্ষ বাক্য)

খ. যা মউ আজ কিনেছে, তা হচ্ছে একটা গল্পের বই

(৪৫)-এ একটি নিরপেক্ষ বাক্য (৪৫ক) থেকে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন করা হয়েছে এবং উভয় বাক্যের বাক্যাংশের গঠন সমশ্রেণীর। যেভাবে (৪৫ক)-এর রূপমূল (৪৫খ)-এ বিভাজিত তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। (৪৫খ)-তে বিধেয় পূরক হচ্ছে একটা গল্পের বই এবং তার ওপরে কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়েছে। মুখ্য বাক্যের কর্তা হচ্ছে তা এবং হচ্ছে একটা গল্পের বই তার বিধেয় অংশ। একইভাবে, মউ সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্তা, এবং সে আজ কিনেছে হচ্ছে বাক্যের বিধেয় অংশ। এই দৃষ্টান্ত ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে। এখানে বলা যায় যে, যখন নিরপেক্ষ বাক্য থেকে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য ব্যুৎপন্ন হয়, তখন এটা হচ্ছে বাংলা বাক্যের সাধারণ গঠন-প্রকৃতি।

৭.৩.৪ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ

আকমাইয়ান (১৯৭৯) ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা সমভাবেই কৌতূহলোদ্দীপক। ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে যে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়, তাঁর মতে তা "বদ্ধ সর্বনাম" বা 'মুক্ত সর্বনাম"। "বদ্ধ সর্বনাম" হচ্ছে সেই শ্রেণীর রূপমূল যা পূর্ণরূপমূল শীর্ষসহ অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে, "মুক্ত সর্বনামের" ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত থাকে (বর্তমান আলোচনায় এগুলি 'সীমা-

বদ্ধকর' ও' অসীমাবদ্ধকর' রূপে গৃহীত)। নীচের উদাহরণে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যের উভয় রূপ নির্দেশিত।

(৪৬) বদ্ধ সর্বনাম সহ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য ঃ

ক. মউ আজ যে জিনিস কিনেছিল, সেটা হল একটা রুবিক্স্ কিউব

খ. ময়না যে সময় বাড়ি ফিরেছিল, তখন দুপুর বেলা

(৪৭) মুক্ত সর্বনামসহ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্য ঃ

ক. মউ যা কিনেছিল, তা হল একটা রুবিক্স্ কিউব

খ. ময়না যখন বাড়ি ফিরেছিল, তখন দুপুর বেলা

ওপরের বাক্যে আপাতঃ বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও রূপমূল কেন্দ্রবিন্দুকরণের ক্ষেত্রে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি, অর্থাৎ ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে বদ্ধ ও মুক্ত সর্বনাম উভয় শ্রেণীর গঠনেই বাক্যের শেষে অথবা সংযোজক ক্রিয়ার পর রূপমূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করা হয়েছে।

আকমাইয়ান (১৯৭৯ ঃ ১৯) উল্লেখ করেছেন যে, অন্যান্য বাক্যের সঙ্গে ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাকের বাক্যপ্রথম বাক্যাংশ যার অর্থগত পরিবর্তনশীল রূপ বিদ্যমান সেগুলির সঙ্গে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করে। এই দিক বদ্ধ ও মুক্ত সর্বনাম উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (দ্রষ্টব্য ৪৮ ও ৪৯)।

(৪৮) বদ্ধ সর্বনাম ঃ

যে জিনিস ময়না কিনেছিল, তা হচ্ছে একগুচ্ছ গোলাপ

(৪৯) মুক্ত সর্বনাম ঃ

যা ময়না কিনেছিল, তা হচ্ছে একগুচ্ছ গোলাপ

(৪৮) সংখ্যক উদাহরণে জিনিস বদ্ধ সর্বনামের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অর্থতত্ত্বে পরিবর্তনশীলরূপে ক্রিয়াশীল এবং যে-কোন বস্তুর অর্থ প্রকাশে সক্ষম, যা তার শ্রেণীতে যে-কোন শ্রেণীর অপ্রাণীবাচকতা নির্দেশ করে। ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে মুক্ত রূপমূল সম্পর্কেও একথা বলা যেতে পারে যেখানে বাক্যপ্রথম সর্বনামীয় রূপমূলের একই অর্থতত্ত্বগত পরিবর্তনশীলতা আছে। কেন্দ্রবিন্দুকরণের সাহায্যে এই পরিবর্তনীয় অনায়াসে স্থানাপন্ন করা যেতে পারে, যা থেকে বোঝা যায় যে কেন্দ্রবিন্দু পরিবর্তনশীলতার স্থান অধিকার করতে সক্ষম। (৪৮) ও (৪৯) এ প্রদত্ত উদাহরণের সাহায্যে এই দিক নির্দেশ করা যায়।

(৫০) ময়না একগুচ্ছ গোলাপ ফুল কিনেছিল

জিনিস (৪৮) ও যা (৪৯) ওপরের উদাহরণে (৫০) গোলাপফুল-এর ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর বর্জিত হয়েছে।

৮

উপসংহার

বর্তমান আলোচনা বাংলা সর্বনামের সম্বন্ধবাচকতার বিভিন্ন দিকের ওপর উপস্থাপিত। আলোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্র ও তত্ত্বীয় দিকের সঙ্গে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। সম্বন্ধবাচকতার বিভিন্ন দিক নির্দেশের ক্ষেত্রেই প্রধানত সূত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক ভাষাতত্ত্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ-ভারত উপমহাদেশীয় ভাষার পরিবর্তে অন্যান্য ভাষা আলোচনার সময় রূপান্তরমূলক সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে বলে, আলোচনার প্রারম্ভেই আশা করা হয়েছিল যে বাংলা ভাষার বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতি আলোচনায় তাত্ত্বিক ও পরিভাষাগত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। ফলশ্রুতি হিসাবে, রূপান্তরমূলক বৈয়াকরণ নির্দেশিত অনেক সূত্রের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়। বাংলা বাক্যের গঠন-প্রকৃতি জটিল বলে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রূপান্তরমূলক সূত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

বাংলায় ব্যবহৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম প্রশ্নবাচক সর্বনাম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিক থেকে বাংলা ইংরেজী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইংরেজীতে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও প্রশ্নবোধক সর্বনামের রূপমূলগত প্রকৃতি এক বলে বাক্যে উভয় শ্রেণীর সর্বনামের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে তা পৃথক রূপে চিহ্নিত হয়। বাংলার মত ইংরেজীতে উভয় শ্রেণীর সর্বনামের রূপমূলের দিক থেকে স্বতন্ত্র আকার নেই। বাংলায় দুটি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত যা সম্মানসূচক, সাধারণ, মনুষ্যবাচক (অমনুষ্যবাচক), প্রাণীবাচক (অপ্রাণীবাচক) প্রকৃতির দিক থেকে একটি সর্বনাম অন্য সর্বনাম থেকে স্বতন্ত্র। যে হচ্ছে মনুষ্যবাচক ও সাধারণ, যে-র সম্মানসূচক প্রতিনিধি হচ্ছে যিনি, যা আর যে হচ্ছে অপ্রাণীবাচক। মনুষ্যবাচক যে ও অপ্রাণীবাচক যে বাক্যে ব্যবহারের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। যখন উভয় শ্রেণীর যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়, তখন

যে ও সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের মধ্যে বদ্ধ সংযোগস্থলের উপস্থিতির জন্য নির্দেশক হয়ে পড়ে। সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর উভয় শ্রেণীর যে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে, অপ্রাণীবাচক যে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত হতে পারে না।

বাংলা সর্বনামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (প্রাণীবাচক বনাম অপ্রাণীবাচক, মনুষ্যবাচক বনাম অমনুষ্যবাচক, সম্মানসূচক বনাম সাধারণ, নির্দেশক বনাম অনির্দেশক) ছাড়াও, মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্তির পর বিভিন্ন শ্রেণীর গঠন-প্রকৃতি নির্দেশ করে। প্রচলিত সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামীয় ও আপেক্ষিক গঠন-প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম ও মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। বাংলায় সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক সর্বনাম ব্যতীত বাক্য গঠিত হতে পারে, কিন্তু কোন প্রকার সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ছাড়া বাক্যগঠন অসম্ভব। তাছাড়া, সমশ্রেণীর নামবাক্যাংশের পরিবর্তে যখন মুখ্য বাক্যে আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন এই প্রক্রিয়া নামবাক্যাংশের সর্বনামীয়করণ নির্দেশ করে। বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-আপেক্ষিক সর্বনাম গঠন বিদ্যমান থাকায় সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক অন্য ভাষা সম্পর্কে সূত্র প্রয়োগের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বাংলা বাক্যে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনা ইংরেজী ভাষার গঠন-প্রকৃতির জন্য সূত্রবদ্ধ বলে তা বাংলা সর্বনামীয় গঠনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সন্তোষজনক নয়। এদিক থেকে, উচ্চতর পদে উন্নীতকরণ বিশ্লেষণ, সদৃশবস্তু বিশ্লেষণ, মূলগত গঠন সংযোগমূলক অব্যয় বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় বর্ণিত হলেও, তা বাংলার সর্বনাম-আপেক্ষিক গঠন বিশ্লেষণে অসমর্থ বলে বাংলার জন্য একটি স্বতন্ত্র সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে, যা বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণে সক্ষম।

বাংলা সর্বনামের কৌতুহলোদ্দীপক প্রকৃতি যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। একাধারে যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশকরূপে বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যখন যে সর্বনাম-উত্তর বিশেষ্যের পূর্বে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা নির্দেশক সর্বনামরূপে

পরিগণিত হয়। যে সম্বন্ধবাচক সর্বনামরূপে সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পর যতি বিরতি সহ অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে অথবা শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশকরূপে যখন যে ব্যবহৃত হয়, তখন বাক্যে সমশ্রেণীর রূপমূল সন্নিবেশকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলেও সেক্ষেত্রে যতি বিরতির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। যখন যে পূরক-নির্দেশক রূপে বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন যে পরবর্তী বাক্যাংশের মধ্যে কোন যতি বিরতি থাকে না। এছাড়া, যখন যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশকরূপে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয় বাক্যে ভিন্ন শ্রেণীর আপেক্ষিক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, এবং এই দিক উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশে সহায়তা করে থাকে।

বাংলা বাক্যের সর্বনাম-আপেক্ষিক গঠন ছাড়াও, বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ যুগল সম্বন্ধবাচক সর্বনাম সহযোগে যুক্ত হয়ে ভিন্ন শ্রেণীর গঠন নির্দেশ করে। একক সর্বনামের মত, বাংলায় যুগল সর্বনাম বাক্যে বহুবচন নির্দেশ করে। বাংলায় বহুবচন নির্দেশক সর্বনাম থাকলেও, যুগল সর্বনামগুলি বহুবচন নির্দেশক সর্বনামের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে থাকে। প্রত্যেকটি একক সর্বনামের যুগল সর্বনাম গঠন প্রকৃতি বিদ্যমান। বাংলায় যদিও সম্বন্ধবাচক সর্বনামগুলিতে তাদের বহুবচন নির্দেশক বিভক্তি ও প্রত্যয় (অপ্রাণীবাচক যে ও যা ছাড়া) যুক্ত হয়ে বহুবচন নির্দেশ করে এবং যুগল সর্বনামের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলেও সমস্ত সর্বনামই সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হতে পারে না। এই দিক সর্বনামীয় বাক্যাংশে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনোনয়নগত বিধিনিষেধ আরোপ করে।

বাংলায় বিভিন্ন শ্রেণীর সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ সীমাবদ্ধকর, অসীমাবদ্ধকর, শীর্ষহীনবিশেষ্যমূলক এবং গুচ্ছিত হতে পারে। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে, শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পরে ব্যবহৃত হয়। সীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনাম শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হওয়ায়

উভয়ের মধ্যে একটি বদ্ধ সংযোগস্থল বিরাজ করে, যা সর্বনামীয় বাক্যাংশকে নির্দেশক অথবা নির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম। অন্যদিকে, অসীমাবদ্ধকর সর্বনামীয় বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ও সর্বনামের মধ্যে যতি বিরতি অবস্থান করায় সর্বনাম থেকে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলায় সর্বনামীয় বাক্যাংশের গুচ্ছিতকরণও সম্ভব এবং এই সূত্র প্রয়োগের পর সর্বনামীয় বাক্যাংশ অসম গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করে। বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক দিক হল শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি। বাংলায় এই শ্রেণীর গঠন অত্যন্ত সাধারণ। একমাত্র অপ্রাণীবাচক যে ছাড়া অন্যান্য সর্বনাম সহযোগে বাংলায় শীর্ষহীন বিশেষ্যমূলক সর্বনামীয় গঠন সম্ভব।

বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কিনান ও কমরি (৯৭৭) প্রস্তাবিত বিশেষ্য বাক্যাংশ অধিগতকরণ বিশেষ সহায়ক। অধিগতকরণের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ (২.২.২) নির্দেশ করে যে বাংলায় প্রায় অধিকাংশ সর্বনামীয়করণযোগ্য স্থানে সম্বন্ধবাচকতা সূত্র প্রয়োগ করা সম্ভব। বাংলায় সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের ক্ষেত্রে কর্তা, প্রত্যক্ষ কর্ম, পরোক্ষ কর্ম, তির্যক কর্ম. সম্বন্ধপদ নামবাক্যাংশ ও তুলনীয় কর্ম সহজেই অধিগত। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের কৌশলে বিশেষ্য-পূর্ব, বিশেষ্য-উত্তর ও অন্তর্বর্তী কৌশল নির্দেশের ক্ষেত্রে কারক অন্তর্ভুক্ত। বাংলা বাক্যের কর্তাকর্মক্রিয়া গঠনরীতি থাকায় এবং ক্রিয়া বাক্যশেষে ব্যবহৃত হওয়ায় অন্তর্বর্তীয় কৌশল নির্দেশের ক্ষেত্রে সুবিধা বিদ্যমান। নামবাক্যাংশের অধিগতকরণ আলোচনার ক্ষেত্রে কারক অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, বর্তমান গ্রন্থের অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে কারক সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করা হয়নি।

সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশক গঠনাংশের প্রয়োগ নির্দেশের মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এই অংশে (৪-২) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও ক্রিয়াভাব প্রকাশক গঠনাংশে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন সম্ভাবনা নির্দেশ করা হয়েছে।

পূরক বাক্য গঠনের আলোচনায় পূরক-নির্দেশক যে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর পূরক বাক্যাংশের গঠন প্রকৃতি নির্দেশিত। বাংলায় যে সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম ও পূরক-নির্দেশক যে-কোন একক রূপে ব্যবহৃত হতে পারে বলে পঞ্চম অধ্যায়ে যে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার মাধ্যমে পূরক বাক্যাংশে যে-র অন্তর্ভুক্তি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর পূরক বাক্যাংশ ও যে ব্যতীত অপর দু'টি পূরক-নির্দেশকের গঠন-প্রকৃতি নির্দেশ করা হয়েছে। পূরক বাক্যে পূরক-নির্দেশক রূপে যে-র ব্যবহার এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশে সর্বনামরূপে যে-র ব্যবহার দু'শ্রেণীর যে-র মধ্যে পার্থক্য অপরিহার্য করে তোলে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে কতকগুলি রূপান্তর সূত্র অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্যে রয়েছে শূন্যীকরণ, সঞ্চালন, পশ্চাৎস্থাপন, কেন্দ্রবিন্দু ও প্রসঙ্গিত করণ। সমশ্রেণীর উপাদান সর্বনামীয় বাক্যাংশ থেকে বর্জনের ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর ক্রিয়া, কর্মস্থানীয় বিশেষ্য ও ক্রিয়া-বিশেষণ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর রূপমূল সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বাংলা বাক্য কর্তা-ক্রিয়াকর্ম, কর্মকর্তাক্রিয়া কর্মক্রিয়াকর্তা ইত্যাদি শ্রেণীর বাক্য রীতি নির্দেশ করে। যখন সঞ্চালন সূত্র প্রয়োগের পর বাংলার প্রকৃত কর্তাকর্মক্রিয়া বাক্যরীতি পরিবর্তিত হয়ে উপরোক্ত শ্রেণীর বাক্যরীতি গ্রহণ করে, তখন বাক্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে রূপমূল স্থানান্তরীকরণের পর নবতর বাক্যরীতি ব্যাকরণসম্মত গঠন প্রকৃতি নির্দেশ করে বলে তা গ্রহণযোগ্য। আরোহণ সূত্র বাংলা বাক্যের কতকগুলি প্রধান রূপমূল সঞ্চালনের স্বাধীনতা নির্দেশ করে। সঞ্চালন সূত্র প্রধানত বাক্যে কতকগুলি রূপমূল অন্তর্ভুক্তির পরিবেশ সম্পর্কিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রূপমূলের ওপর ঝোঁকের বিভিন্নতার দিক নির্দেশ করে থাকে। পশ্চাৎস্থাপন ও প্রসঙ্গিতকরণের মত সঞ্চালন সূত্রও যে-ভাবে সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে অন্তর্ভুক্ত করে তা আলোচনায় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যখন বাংলা বাক্য স্বাভাবিক কর্তাকর্মক্রিয়া বাক্যরীতি অন্তর্ভুক্ত করে, তখন কর্তা প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়, এবং কর্মস্থানীয় বিশেষ্য কর্তার স্থানে আনার পর তা প্রসঙ্গরূপে নির্দেশ করা হয়। যখন কর্তা ছাড়া বাক্যের অন্যান্য প্রধান রূপমূল প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়, তখন বাক্যরূপ কর্মক্রিয়াকর্তা, কর্মকর্তাক্রিয়া এই শ্রেণীর বিভিন্ন

বাক্যগঠন নির্দেশ করে। বাক্যের যে-কোন রূপমূলের ওপর প্রসঙ্গ প্রয়োগের পর দেখা যায় যে বাংলা বাক্যের অচিহ্নিত কর্তাকর্মরূপ পরিবর্তিত হয়। বাংলা বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশে প্রসঙ্গিতকরণ সূত্র প্রয়োগের পরও দেখা যায় যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের কর্তাকর্মক্রিয়া গঠন আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যখন সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য সর্বনামীয় বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়, তখন তা প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হয়। সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য ছাড়া অন্য যে-কোন রূপমূল প্রসঙ্গরূপে চিহ্নিত হলে সেই রূপমূলগুলি সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের স্থানে ব্যবহৃত হয় এবং সর্বনামীয় বাক্যাংশের সমগ্র গঠন প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেভাবে কর্তা ও কর্মের প্রসঙ্গিত-করণ করা হয়, তা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণ পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিক প্রসঙ্গিতকরণে ইন্দোনেশিয়ার ভাষার সঙ্গে বাংলার তুলনা করে উভয় ভাষার প্রসঙ্গিতকরণ ব্যবহারের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলা বাক্যে পশ্চাৎস্থাপন বাক্যাংশের অনুকরণ করে এবং তা এটা দ্বারা স্থানাপন্ন করা হয়। সর্বনামীয় বাক্যাংশে পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগের পর, সর্বনামীয় বাক্যাংশ জটিল বাক্যের শেষে স্থানান্তরিত হয় এবং মুখ্য বাক্য সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য থাকে তার পশ্চাৎস্থাপন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। তাছাড়া, অকর্মক ক্রিয়ার তুলনায় সকর্মক ক্রিয়া অনেক সহজে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। বাংলা সর্বনামীয় বাক্যাংশে পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগের পর তা থেকে আপেক্ষিক সর্বনাম বর্জিত হয় এবং সম্বন্ধবাচক সর্বনাম তার স্থান পরিবর্তন করে। অনেক সময় বাংলা বাক্যে কোন সম্মানসূচক বিশেষ্য যা সর্বনামের পূর্বে কর্তারূপে এটা-র ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, বাক্যে অপ্রাণীবাচক বা—সম্মানসূচক বিশেষ্য বা সর্বনামের আগে অনায়াসে কর্তারূপে এটা ব্যবহৃত হতে পারে। অধি-কন্তু, যখন কোন সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের প্রথমে বা মধ্যবর্তী পর্যায়ে গ্রন্থিত হয়, তখন পশ্চাৎস্থাপন প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সহজতর। কিন্তু সর্বনামীয় বাক্যাংশ বাক্যের শেষে গ্রন্থিত হলে উপরোক্ত প্রয়োগ সম্ভবপর নয়। তিন শ্রেণীর পশ্চাৎস্থাপন যথাক্রমে নামবাক্যাংশের পশ্চাৎস্থাপন, জটিল নামবাক্যাংশের স্থান পরিবর্তন এবং বাক্যগত কর্তার পশ্চাৎস্থাপন সূত্রসহ বর্তমান আলোচনায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কেন্দ্রবিন্দু সম্পর্কিত আলোচনায়, যে-ভাবে বাক্যে নতুন তথ্য আনয়ন করা হয়, তা নির্দেশ করা হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দুর ক্ষেত্রে যেখানে পূর্বাহ্-অনুমান সংশ্লিষ্ট, শুধু সেখানেই তা অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগের পর বাক্যে যে অর্থের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়—সে-দিকও বর্তমান আলোচনায় সন্নিবিষ্ট। বাক্যের যে-কোন প্রধান রূপমূল, যেমন কর্তাস্থানীয় বিশেষ্য কর্মস্থানীয় বিশেষ্য এবং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বাক্যে, কেন্দ্রবিন্দুর অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে কেন্দ্রবিন্দুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিদ্যমান বলে এই শ্রেণীর বাক্য বিশ্লেষণের সময় কেন্দ্রবিন্দু আলোচনায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যখন কোন দৃঢ়বদ্ধ বাক্য বাংলায় গঠিত হয়, তখন প্রথম বা দ্বিতীয় বাক্যাংশে (অথবা বাক্যে) ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকতে পারে। তার প্রধান কারণ, অনেক সময় বাংলা বাক্যে বর্তমানকালে ব্যবহৃত সংযোজক ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকে। দৃঢ়বদ্ধ বাক্য এটা দিয়ে আরম্ভ হয়, এবং পরবর্তী রূপমূলের সাহায্যে কেন্দ্রবিন্দু নির্দেশিত হয়। একটি নিরপেক্ষ বাক্য থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির দৃঢ়বদ্ধ বাক্য গঠন করা সম্ভব। দৃঢ়বদ্ধ ও ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিভিন্ন রূপ-মূলের ওপর কেন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করে দেখান হয়েছে। সর্বনামীয় বাক্যাংশে এটা সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং দৃঢ়বদ্ধ বাক্য ক্রিয়াসহ বা ক্রিয়াছাড়া গঠিত হতে পারে। ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ বাক্যে সর্বনামীয় বাক্যাংশের সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য বাক্যশেষে স্থানান্তরিত হয় এবং বাক্যের কর্তারূপে যা প্রযুক্ত হয়। যেহেতু যা ও এটা উভয়ই অপ্রাণীবাচক, সেজন্যে কোন সম্মানসূচক বিশেষ্য বা সর্বনামের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তার কারণ, এটা এবং যা সম্মানসূচক বিশেষ্য বা সর্বনামের কর্তারূপে ব্যবহৃত হতে অক্ষম।

বর্তমান আলোচনায় বাংলা সর্বনামের সম্বন্ধবাচকতা বর্ণনার ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক সূত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বা সর্বনামীয় বাক্যাংশের ওপর তেমন বিস্তৃত আলোচনা ও তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা না থাকায়, বর্তমান আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং সেগুলির বিভিন্ন প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিভাষা

Abstract	:	বিমূর্ত
Accessibility	:	অধিগতকরণ
Accompany	:	সংসর্গী
Adj p	:	বিশেষণ বাক্যাংশ
Adv p	:	ক্রিয়া-বিশেষণ বাক্যাংশ
Affected	:	প্রভাবিত
Affirmative	:	হাঁ-সূচক (ধনাত্মক)
Analysis	:	বিশ্লেষণ
Anaphora	:	বাক্যাংশের পূর্বে রূপমূলের পুনরুক্তি
Anaphoric	:	পশ্চাৎ প্রসঙ্গ নির্দেশক
Antecedent	:	সর্বনাম-পূর্ব বিশেষ্য
Apposition	:	সমভাবে অন্বিতকরণ
Approach	:	সদৃশ
Ambiguous	:	দ্ব্যর্থক
Aspect	:	দৃষ্টিভঙ্গি
Assert	:	সপ্রমাণ
Assign	:	আরোপ
Background	:	পটভূমি
Backword	:	পশ্চাৎদিক
Base	:	মূলদেশ
Case	:	কারক
Category	:	শ্রেণীবর্গ
Clause	:	উপবাক্য
Cleft	:	দৃঢ়বদ্ধ
Comitative	:	সহগমনকারী
Comment	:	প্রসঙ্গ-বিস্তারক
Common	:	সাধারণ
Common (N)	:	জাতিবাচক (বিশেষ্য)
Complement	:	পূরক
Complementizer	:	পূরক-নির্দেশক

Comprehensibility	: বোধগম্য
Concept	: কল্পনা
Conjoin	: সংযোগ
Conjoint	: সংযুক্ত
Conjunction	: সংযোজন
Conjunctive	: সংযোজনাত্মক
Constituent	: উৎপাদনমূলক
Constitute	: স্থাপিত
Constraint	: বিধিনিষেধ
Coordinate	: সমপদস্থ
Copy	: অনুকরণ
Copula	: সংযোজক
Coreference	: সমসম্পর্কস্থাপন
Correlative	: আপেক্ষিক
Corresponding	: অনুরূপ
Covert	: আবৃত
Criteria	: বিচারের মান
Cyclic	: আবর্তনশীল
Deictic	: নির্দেশক (বিশেষ)
Derivation	: ব্যুৎপত্তি
Determiner	: নির্দেশক (সাধারণ)
Definite	: নির্দিষ্ট (নির্দেশক)
Indefinite	: অনির্দিষ্ট (নির্দেশক)
Unique	: অসমকক্ষ (নির্দেশক)
Discourse	: কথোপকথন, বক্তৃতা
Direct	: প্রত্যক্ষ
Disjunction	: বিশ্লিষ্ট
Distribution	: বিভাজন
Dominated	: নিয়ন্ত্রিত
Double	: যুগল
Dummy	: নিশ্চল
Embedding	: গ্রন্থন (প্রোথিত)
Left	: বাম (গ্রন্থন)
Centre	: মধ্য (গ্রন্থন)

Right	ডান (গ্রহন)
Encytic	স্বরাঘাতহীন
Extraposition	পশ্চাৎস্থাপন
Finite	সীমাবদ্ধ
Focus	কেন্দ্রবিন্দু
Formulation	সূত্রবদ্ধকরণ
Forward	সম্মুখ (দিক)
Gapping	শূন্যীকরণ
Generated	উৎপাদিত
Gerund	ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য
Head	শীর্ষ
Headless	শীর্ষহীন
Hierarchy	ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ
Hypothesis	প্রকল্প
Indirect	অপ্রত্যক্ষ
Infinite	অসীম
Infinitive	(পুরুষ ও বচন ছাড়া) ক্রিয়াভাব প্রকাশক
Inflection	বিভক্তি ও প্রত্যয়
Insertion	সন্নিবেশ
Interpretation	ব্যাখ্যা
Internal	অন্তর্বর্তী
Interrogative	প্রশ্নবাচক
Intraposition	অন্তঃস্থাপন
Island	দ্বীপ
Item	স্বতন্ত্র বস্তু
Locational	নির্দিষ্ট স্থান বা অবস্থানগত
Matching	সদৃশবস্তু (জোড়ের সঙ্গে মিলন সাধন)
Matrix	মুখ্য
Modifier	গুণ প্রকাশক (বিশেষক)
Modify	গুণ প্রকাশ
Modification	সামান্য পরিবর্তনকরণ
Movement	সঞ্চালন
Negate	অনস্তিত্ব প্রকাশ করা
Negative	নঞর্থক ; ঋণাত্মক

Nom	:	কর্তা (কর্তৃপদ)
Non-restrictive	:	অসীমাবদ্ধকর
Non-Split	:	অবিচ্ছিন্ন
NP	:	নামবাক্যাংশ
Object	:	কর্ম
Direct (ob)	:	প্রত্যক্ষ (কর্ম)
Indirect (ob)	:	অপ্রত্যক্ষ (কর্ম)
Oblique (ob)	:	তির্যক (কর্ম)
Object of Comparison	:	তুলনীয় কর্ম
Operate	:	পরিচালনা করা
Order	:	বিন্যাস
Overt	:	প্রত্যক্ষ (স্পষ্টত প্রতীয়মান)
Paraphrase	:	শব্দান্তরিত করা
Participle	:	ক্রিয়াবাচক বিশেষণ
Particle	:	অব্যয়
Passive	:	কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া
Personal (N)	:	ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য
Placement	:	স্থাপন
Position	:	অবস্থান
Postcedent	:	সর্বনাম উত্তর বিশেষ্য
Postnom	:	বিশেষ্য (কর্তা) উত্তর
Postponed	:	বিলম্বিতকরণ
Postposition	:	কর্মপ্রবচনীয়
Practical	:	প্রয়োগীয়, ফলিত
Prenom	:	বিশেষ্য (কর্তা) পূর্ব
Preposition	:	পদান্বয়ী অব্যয়
Presuppose	:	পূর্বে মেনে নেয়া
Presupposition	:	পূর্বাহ্ন অনুমান
Process	:	প্রক্রিয়া
Promotion	:	উচ্চতরপদে উন্নীতকরণ
Pronoun	:	সর্বনাম
Proper (N)	:	নামবাচক (বিশেষ্য)
Proposal	:	প্রস্তাব
Pseudo-cleft	:	ছদ্ম-দৃঢ়বদ্ধ

Quantifier	:	পরিমানের ব্যবহারগত পার্থক্য নির্দেশক
Raising	:	উত্তোলন
Rank	:	ক্রম
Recarsion	:	পুনঃ সংঘটন
Reduction	:	লঘুকরণ
Refer	:	নির্দিষ্ট করা
Reference	:	প্রসঙ্গ
Relative	:	সম্বন্ধবাচক
Relativization	:	সম্বন্ধবাচকতা
Relevant	:	প্রাসঙ্গিক
Root	:	শব্দমূল
Repeated	:	পুনরাবৃত্ত
Replace	:	স্থানাপন্ন
Replacement	:	প্রতিস্থাপন
Restriction	:	বাধা
Restrictive	:	সীমাবদ্ধকর
Retain	:	সংরক্ষণ
Rule	:	সূত্র
Scrambling	:	শূন্যীকরণ
Selection	:	মনোনয়ন
Semantics	:	বাগর্থ বিজ্ঞান
Sentenial	:	বাক্যগত
Sequence	:	অনুক্রম
Share	:	বন্টন
Shift	:	স্থান পরিবর্তন, অপসারণ
Specific	:	বিশেষভাবে নির্দিষ্ট
Split	:	বিচ্ছিন্ন
Source	:	উৎপাদক
Stacked	:	গুচ্ছিত
Strategy	:	কৌশল
String	:	গ্রন্থি
Subject	:	কর্তা
Subordination	:	অধীনস্থকরণ
Subsequent	:	উত্তরকালীন

Substitution	:	প্রতিকল্পক
Superficially	:	উপরিগত
Temporal	:	সময়গত
Term	:	পদ
Theme	:	বিষয়বস্তু
Theoretical	:	তত্ত্বীয়
Topic	:	প্রসঙ্গ
Topicalization	:	প্রসঙ্গিতকরণ
Transform	:	রূপান্তর
Transformational	:	রূপান্তরমূলক
Type	:	রূপ
Underlie	:	নিম্ন অবস্থান
Urderlying	:	মূলগত
Urderlying Structure Conjuction	:	মূলগত গঠন সংযোগমূলক অব্যয়
Unstressed	:	স্বরাঘাতহীন
Utterance	:	উক্তি
Variable	:	পরিবর্তনশীল
Verbal	:	ক্রিয়াপদ সংক্রান্ত
VP	:	ক্রিয়া-বাক্যাংশ

গ্রন্থপঞ্জী

Aissen, Judith (1972) "Where Do Relative Clauses Come From ?" In J. P. Kimball (1972 : 187-198).

Akmajian, Adrian (1970) "On Deriving Cleft Sentences From Pseudo-cleft Sentences". LI 1.2 : 149-168.

-- (1979) Aspects of the Grammar of Focus in English. New York and London : Garland Publishing.

Akmajian, Adrian & Heny, F. W. (1978) Introduction to the Principles of Transformational Syntax, 3rd Edition. Cambridge, Mass : The MIT Press.

Anderson, S. R. & Kiparsky, P. (eds) (1973) A Festshrift For Morris Halle. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Andrews, Avery (1975) Studies in the Syntax of Relative and Comparative Clauses. Unpublished Ph. D. dissertation, MIT.

Annamalai, E. (1969) Adjectival Clauses in Tamil. Unpublished Ph. D. dissertation, University of Chicago.

Asher, R. E. (1982) Tamil. Lingua Descriptive Studies. Amsterdam : North-Holland.

Bach, Emmon (1968) "Nouns and Noun Phrases". In Emmon Bach & Robert T. Harms (1968 : 91-122).

Bach, Emmon & Harms, Robert T. (eds) (1968) Universals in Linguistic Theory. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Bache, Carl & Jakobson, Leif Kvistgaard (1980) "On the Distinction between Restrictive and Non-restrictive Relative Clauses in Modern English". Lingua 52.3/4 : 243-267.

Bartsch, R. (1976) "Syntax and Semantics of Relative Clauses". Amsterdam Papers in Formal Grammar 1 : 1-24.

Berman, Arlene. (1974) "Infinitival and Relative Constructions". In Michael W. LaGaly et al (1974 : 37-46).

Bierwisch, M. & Heidolph, K. (eds) (1971) Progress in Linguistics. The Hague : Mouton.

Bowers, John S. (1981) The Theory of Grammatical Relations. Ithaca and London : Cornell University Press.

Bresnan, Joan W. (1970). "On Complementizers : Toward a Syntactic Theory of Complement Types". FL 6 : 297-321.

— (1979) Theory of Complementation in English. Syntax. New York and London : Garland Publishing.

Brown, E. K. (1981) Relative Clauses in a Corpus of Scots Speech. SSRC grant 5152/1.

Brown, E. K. & Miller, J. E. (1980) Syntax : A Linguistic Introduction to Sentence Structure. London : Hutchinson.

— (1982) Syntax : Generative Grammar. London : Hutchinson.

Burt, M. K. (1971) From Deep to Surface Structure. New York : Harpar and Row.

Carlson, L. (1977). "Amount Relatives". Lg 53.3 : 520-542.

Chomsky, Noam. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass : The MIT Press.

— (1971) "Deep Structure, Surface Structure, and Semanitic Interpretation". In D. D. Steinberg & L. A. Jakobovits (1971 : 183-216).

— (1977) "On Wh-Movement". In Peter W. Culicover et al (1977 : 71-132).

Chomsky, Noam & Lasnik, H. (1977) "Filters and Control". LI 8.3 : 425-504.

Cinque, Guglielmo (1981) "On Keenan and Comrie's Primary Relativization Constraint". LI 12.2 : 293-308.

Cole, Peter ; Wayne, Harbert ; Sridhar, Shikaripur ; Hasimoto, Sachiko ; Nelson, Cecil ; and Smietna, Diane (1977) "Noun Phrase Accessibility and Island Cons-

traints". In Peter Cole and J. M. Sadock (1977 : 27-46).

Cole, Peter. and Sadock, J. M. (eds) (1977) Syntax and Semantics, Volume 8. New York and London : Academic Press.

Culicover, Peter W. (1976) Syntax. New York Academic Press.

Culocover, Peter W ; Wasow, Thomas & Akmajian, Adrian (eds) (1977) Formal Syntax. New York and London : Academic Press.

Declerck, R. (1978) "A Note on Evaluative Nouns and Relativization". JL 14. 1 : 59-76.

Delorme, E, & Dougherty, R. C. (1972) "Appositive NP Constructions". FL 8 : 1-28.

Dik, Simon (1980) Studies in Functional Grammar. New York and London : Academic Press.

Dougherty, Ray C. (1970) "A Grammar of Coordinate Conjunction, Part 1". Lg 46. 4 : 850-898.

— (1971) "A Grammar of Coordinate Conjunction, Part 2". Lg 47.2 : 298-339.

Downing, Bruce T. (1978) "Some Universals of Relative Clause". In Joseph H. Greenberg (1978 : 375-418).

Drubig, Bernhard (1968) "Some Remarks on Relative Clauses in English". Journal of English as a Second Language, 23-40.

Emonds, Joseph (1970) Root and Structure-Preserving Transformations. Unpublished Ph. D. dissertation : MIT.

— (1976). A Transformational Approach to English Syntax. New York and London : Academic Press.

— (1979) "Appositive Relatives Have no Properties". LI 10.2 : 211-242.

Ferguson, Charles A. (1972) "Verbs of 'Being' in Bengali with a Note on Amharic". In John W. M. Verhaar (1972 : 74-114).

Fillmore, Charles J. and Langendoen, D. T. (eds) (1971)

Studies in Linguistic Semantics. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Givon, Talmy, (1975) "Promotion, NP Accessibility, and Case Marking : Toward Understanding Grammar". Working Papers on Language Universals 19 : 55-125, Stanford University.

Greenberg, Joseph H. (ed) (1978) Universals of Human Language. Stanford, California : Stanford University Press.

Hagege, Claude (1976) "Relative Clause, Ceter Embedding and Comprehensibilty". LI 7.1 : 198-201.

Halliday, M. A. K. (1967) "Notes on Transivity and Theme in English". JL 3.1 : 37-81.

— (1967) "Notes on Transivity and Theme in English". JL 3.2 : 199-244.

— (1968) "Notes on Transivity and Theme in English". JL 4.2 : 17-9215.

Hankamer, Jorge (1973) "Unacceptable Ambiguity". LI 4.1 : 17-68.

— (1979) Deletion in Coordinate Structure. New York & London : Garland Publishing.

Higgins, F. R. (1973) "On J. Emond's Analysis of Extraposition". In J. P. Kimball (1973 : 149-196).

— (1979) The Pseudo-Cleft Construction in English. New York & London : Garland Publishing.

Huddleston, Rodney (1977) An Introduction to English Transformational Syntax. London : Longman.

Jackendoff, Ray S. (1971) "Gapping and Related Rules". LI 2.1 : 21-35.

Jespersen, Otto. (1927) A Modern English Grammar, Part 3, Syntax, Second Volume. Heidelbergh : Carl Winter's Universitatsbuchhandlung.

Junghare, Indira Y. (1973) "Restrictive Relative Clauses in Marathi". IL 34.4 : 251-262.

Kachru, Yamuna (1973) "Some Aspects of Pronominalization and Relative Clause Construction in Hindi-Urdu". SLS 3.2 : 87-103.

Karlsson, P. (ed) (1976) Papers From the Third Scandinavian Conference of Linguistics. Turku : Text Linguistic Group, Academy of Finland.

Kendall, Martha B. (1974) "Relative Clause Formation and Topicalization in Yavapari". IJAL 40.2 : 89-101.

Keenan, Edward L. and Comrie, Bernard (1977) "Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar". LI 8.1 : 63-99.

— (1979a) "Data on the Noun Phrase Accessibility Hierarchy". Lg 55.2 : 333-351.

— (1979b) "Noun Phrase Accessibility Revisited". Lg 55.3 : 649-664.

Kimball, J. P· (ed) (1972) Syntax and Semantics, Volume 1. New York & London : Seminar Press.

Klaiman, M. H. (1976) "Topicalization and Relativization in Hindi". IL 37.4 : 315-333.

Koutsoudas, A. (1971) "Gapping, Conjunction Reduction, and Coordinate Deletion". FL 7 : 337-386.

Kuno, Susumo (1974) "The Position of Relative Clauses and Conjunctions"· LI 5.1 :117-143.

— (1976). "Gapping : A Functional Analysis". LI 7.2 : 300-318.

Kuroda, S.-Y. (1969) "English Relativization and Certain Related Problems". In D. A. Reibel & S, A. Schane (1969 : 264-287).

LaGaly, M. W; Fox, Robert and Bruck, A. (eds) (1974) Papers From the Tenth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago : University of Chicago.

Lakoff, George B. (1970) Irregularity in Syntax. New York : Holt, Rinehart & Winston,

Langacker, Ronald W. (1972) Fundamentals of Linguistic Analysis. New York : Harcourt Brace Javanovich.

Langendoen, D. T. (1969) The Study of Syntax. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Lees, Robert B. (1960) The Grammar of English Nominalization. The Hague : Mouton.

— (1963) "Analysis of the 'Cleft Sentence' in English". Zeitschrift Fur Phonetik, Sprachwissenschaft Und Kommunikationsforchung 16 : 371-388.

Li, Charles N. (ed) (1970) Subject and Topic. New York & London : Academic Press.

Lyons, John (1977) Semantics, Vols 1 & 2. Cambridge : Cambridge University Press.

Maling, Joan M. (1972) "On Gapping and Order of Constituents". LI 3.1 : 101-108.

Masica, Colin (1972) "Relative Clauses in South Asia". In P. M. Peranteau et al (1972 : 198-204).

Matthews, P. H. (1981) Syntax. Cambridge : Cambridge University Press.

Maxwell, Daniel N. (1979) "Strategies of Relativization and NP Accessibility". Lg 55.1 : 352-371.

McCawley, James D. (1981) The Syntax and Semantics of English Relative Clauses". Lingua 53.2/3 : 99-149.

Morshed, Abul K. M. (1982) "Bhasatatter Duti Sanchalan Suttra : Sunnikaran 0 Arohon". Sahitya Pattrika 25.2 : 38-62.

NeiJt-Kappen, V. A. H. (1979) Gapping-A Contribution to Sentence Grammar. Dordrecht-Holland : Foris Publication.

Partee, Barbara Hall (ed) (1970) Montague Grammar. New York & London : Academic Press.

— (1975) "Montague Grammar and Transformational Grammar". LI 6.2 : 203-300.

Peranteau, P. M ; Levi, J. N ; and Phares, G. C. (eds) (1972) The Chicago Which Hunt : Papers From the Rela-

tive Clause Festival. Chicago : Chicago Linguistic Society.

Perlmutter, David M. (1971) Deep and Surface Structure Constraints in Syntax. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Postal, Paul M. (1971) Cross-Over Phenomena. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Quirk, Randolf ; Greenbaum, Sidney ; Leech, Geoffrey ; and Svartvik, Jan. (1979) A Grammar of Contemporary English. Eighth Impression. London : Longman.

Radford, Andrew (1981) Transformational Syntax. Cambridge : Cambridge University Press.

Reibel, David A. & Schane, Sanford A. (eds) (1969) Modern Studies in English. New Jersey : Prentice-Hall.

Rodman, R. (1970) "Scope Phenomena, Movement Transformation, and Relative Clauses". In Barbara Hall Partee (1970 : 165-177).

Rosenbaum, Peter S. (1967) The Grammar of English Complement Constructions. Cambridge, Mass: The MIT Press,

Ross, John R. (1967) Constrains on Variables in Syntax. Unpublished Ph. D. dissertation, MIT.

— (1970) "Gapping and Order of Constituents". In Manfred Bierwisch and Karl E. Heidolph (1970 : 249-259).

Schachter, Paul (1973) "Focus and Relativization". Lg 49. 1 : 19-46.

Smith, Carlota (1964) "Determiners and Relative Clauses in Generative Grammar in English". In D. A. Reibel & S. A. Schane (1964 : 237-263).

Steinberg, D. D. & Jakobovits, L. A. (eds) (1971) Semantics. Cambridge : Cambridge University Press.

Stillings, J. T. (1975) "The Formulation of Gapping in English as Evidence for Variables Types in Syntactic Transformations". LA 1.3 : 247-273.

Stockwell, Robert P. (1977) Foundations of Syntactic Theory. New Jersey : Prentice-Hall.

Stockwell, Robert P; Schachter, Paul; and Partee, Barabara Hall. (1973) The Major Syntactic Structures of English. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Takizala, A. (1973) "Focus and Relativization : The Case of Kihung' an". In J. P. Kimball (1973 : 123-148).

Thompson, Sandra Annear (1968) "Relative Clause and Conjunctions". Working Papers in Linguistics, Report No. 1, 80-99, Ohio State University.

— (1971) "The Deep Structure of Relative Clauses". In Charles J. Fillmore & D. T. Langendoen (1971 : 79-94).

Vergnaud, J.-R. (1974) French Relative Clauses. Unpublished Ph. D. dissertation, MIT.

Yeoh, Chiang Kee (1977) "Restrictive Relative Clauses in Bahasa Malaysia". SLS. 7. 2 : 82-105.

Ziv, Yael (1973) "Why Can't Appositives be Extraposted ? Papers in Linguistics 6. 2 : 143 156.

নির্ঘণ্ট

Stockwell, Robert P. (1977) Foundations of Syntactic Theory. New Jersey : Prentice-Hall.

Stockwell, Robert P; Schachter, Paul; and Partee, Barabara Hall. (1973) The Major Syntactic Structures of English. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Takizala, A. (1973) "Focus and Relativization : The Case of Kihung' an". In J. P. Kimball (1973 : 123-148).

Thompson, Sandra Annear (1968) "Relative Clause and Conjunctions". Working Papers in Linguistics, Report No. 1, 80-99, Ohio State University.

— (1971) "The Deep Structure of Relative Clauses". In Charles J. Fillmore & D. T. Langendoen (1971 : 79-94).

Vergnaud, J.-R. (1974) French Relative Clauses. Unpublished Ph. D. dissertation, MIT.

Yeoh, Chiang Kee (1977) "Restrictive Relative Clauses in Bahasa Malaysia". SLS. 7. 2 : 82-105.

Ziv, Yael (1973) "Why Can't Appositives be Extraposted ? Papers in Linguistics 6. 2 : 143 156.

নির্ঘণ্ট



একুশ আমাদের পরিচয়